জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ
ব্রাদার সুব্রতলিও রোজারিও সিএসসি
সিস্টার শেফালী
বেভা মার্টিন হীরা মন্ডল

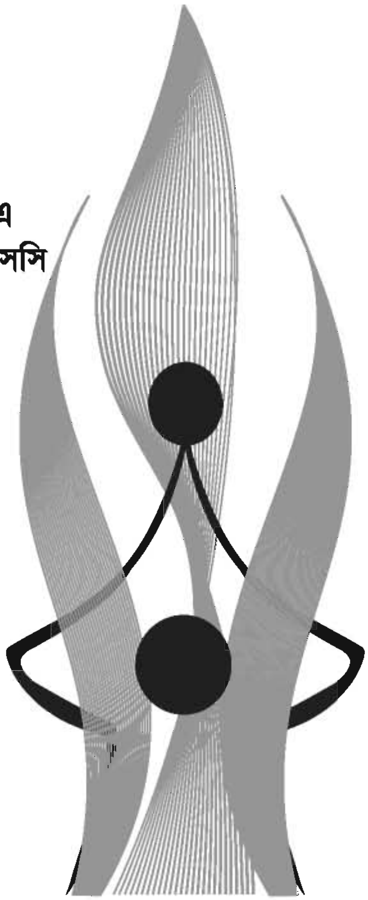

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন
ডমিয়ন নিউটন পিনারু

সমন্বয়কারী
ফেরিয়াল আজাদ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয় । শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয় । 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয় । প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয় । শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে । পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয় । শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে । শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেসব বিষয়ের জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেসব বিষয়ের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয় ।

ধর্ম ও **নৈতিক শিক্ষা** একটি আবশ্যকীয় বিষয় । তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **খ্রিষ্টধর্ম** ও **নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের জন্য রয়েছে শিক্ষক সংস্করণ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে **খ্রিষ্টধর্ম** ও **নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক নেই । তবে শিক্ষকবৃন্দের জন্য রয়েছে শিক্ষক নির্দেশিকা শীর্ষক শিক্ষক নির্দেশিকায় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ও পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে । শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা । এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তাদের আবেগীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রগুলোকে বিকশিত করার বিষয়টি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন । প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে । শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-এমনটাই প্রত্যাশা করছি ।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন । শিক্ষক সংস্করণসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট করা হয় ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণ প্রণীত হয়েছে । এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ । যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে । এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায় । শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি ।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

পাঠদানে পাঠ্যপুস্তকের সার্থক ব্যবহার নির্ভর করে প্রধানত শিক্ষকের ব্যবহৃত উপকরণ, উপস্থাপনা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশলের ওপর। শিখনফল অর্জন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শ্রেণিতে পাঠদান করার সময় কতগুলো বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। নিচে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলোঃ –

১. শিক্ষক প্রতি পাঠে প্রস্তুতি গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট পাঠটি ভালো করে পড়ে নেবেন।
২. শিক্ষক সংস্করণে পাঠসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।
৩. পাঠের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল জেনে নেবেন।
৪. শিক্ষক আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে শুদ্ধ উচ্চারণে চলতি ভাষায় পাঠ উপস্থাপন করবেন।
৫. শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।
৬. পাঠদানকালে প্রয়োজনে শিক্ষক নিজস্ব পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারবেন।
৭. পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতি সজাগ থাকতে হবে।
৮. পঠন-পাঠন আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন।
৯. উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন।
১০. মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্দেশিকার প্রদত্ত প্রশ্নাবলির বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করতে পারবেন।
১১. পাঠ চলাকালীন অথবা পাঠ শেষে ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করেও মূল্যায়ন করতে পারবেন।
১২. ভুল উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কখনো তিরস্কার করে এবং শাস্তি দিয়ে নিরুৎসাহিত করবেন না।
১৩. সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন।
১৪. শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর দিতে অপারগ হলে শিক্ষক নিজে উত্তরটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কি না পুনরায় প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নেবেন।
১৫. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৬. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠদানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করবেন।
১৭. বিভিন্ন মণ্ডলীতে নামের বানান বা অনুবাদ এবং ঐতিহ্যগত যে বিভিন্নতা রয়েছে শিক্ষক সে বিষয়ে উল্লেখ করবেন।
১৮. শিক্ষক ধর্ম শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কী সেই সম্পর্কে–যেমন নৈতিক উৎকর্ষ সাধন তথা সততা, সহিষ্ণুতা, ন্যায়নিষ্ঠতা, শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো। শিক্ষক এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের বলবেন।
১৯. শিক্ষার্থীদের দেওয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসে সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।
২০. প্রয়োজনে শিক্ষক পিরিয়ড সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমগ্র বইটির পাঠদানের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
২১. শিখন শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	মানুষ ও তার উৎস	১-৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বর	১০-১৭
তৃতীয় অধ্যায়	ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর	১৮-২৩
চতুর্থ অধ্যায়	শয়তানের পরাজয় ও শাস্তি	২৪-৩৩
পঞ্চম অধ্যায়	পবিত্র বাইবেল	৩৪-৪১
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা	৪২-৪৮
সপ্তম অধ্যায়	পাপ	৪৯-৫৭
অষ্টম অধ্যায়	মুক্তিদাতার জন্ম	৫৮-৬৬
নবম অধ্যায়	পবিত্র আত্মার দান ও ফল	৬৭-৭৬
দশম অধ্যায়	খ্রিষ্টমণ্ডলী	৭৭-৮৩
একাদশ অধ্যায়	সাক্রামেন্ত	৮৪-৯০
দ্বাদশ অধ্যায়	নোয়া (নোহ্)	৯১-৯৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়	সেবার আদর্শ মাদার তেরেজা	৯৮-১০৬
চতুর্দশ অধ্যায়	মৃত্যু ও পুনরুত্থান	১০৭-১১৫
পঞ্চদশ অধ্যায়	বিশ্বাসমন্ত্র	১১৬-১২৪
ষোড়শ অধ্যায়	ভূমিকম্প	১২৫-১৩১
সপ্তদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহিদ	১৩২-১৪০

প্রথম অধ্যায়

মানুষ ও তার উৎস

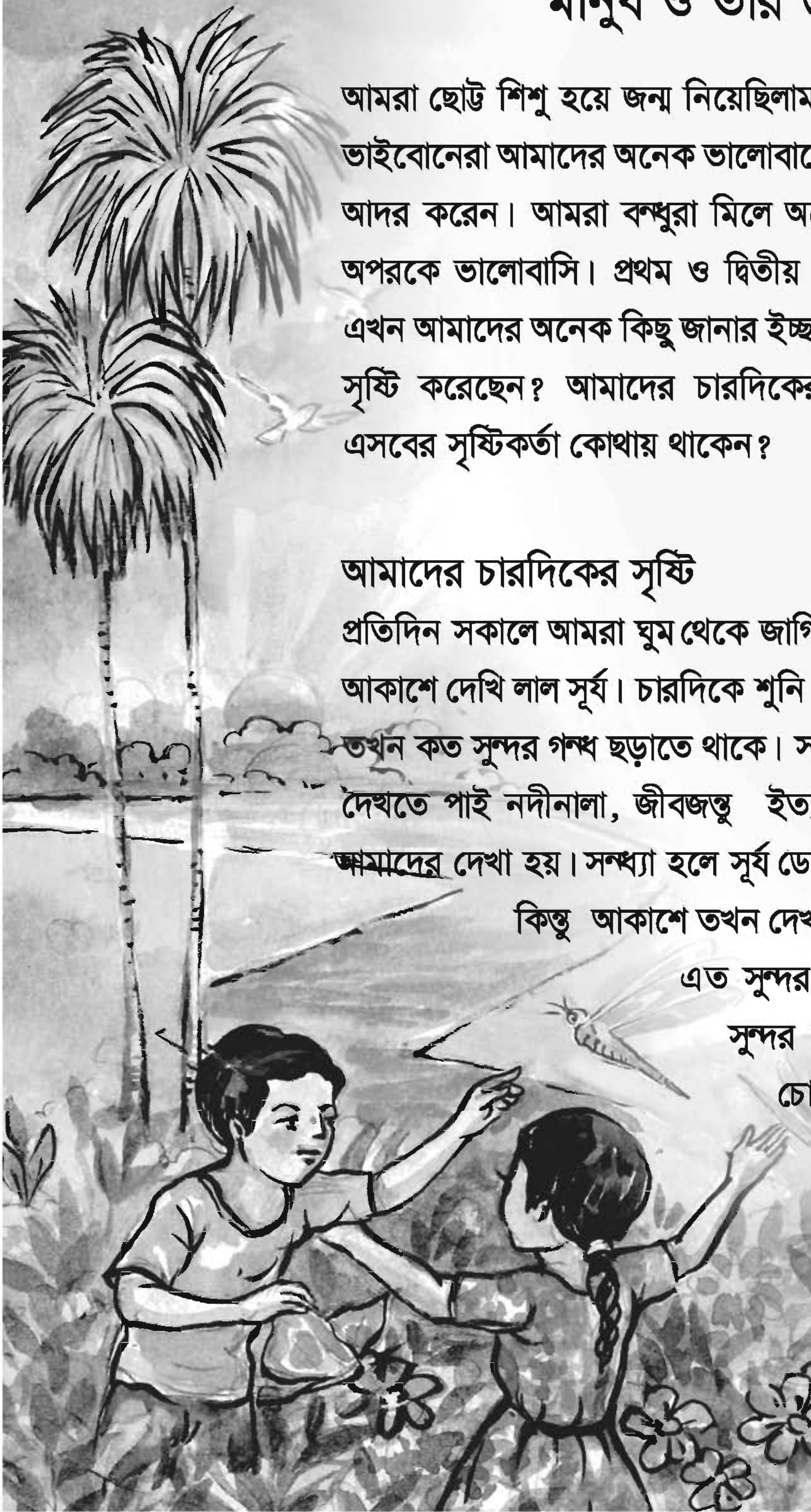

আমরা ছোট্ট শিশু হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম। এখন আমরা বড় হচ্ছি। মা–বাবা ও ভাইবোনেরা আমাদের অনেক ভালোবাসে। স্কুলে শিক্ষকগণও আমাদের অনেক আদর করেন। আমরা বন্ধুরা মিলে অনেক আনন্দ করি। আমরা সবাই একে অপরকে ভালোবাসি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। এখন আমাদের অনেক কিছু জানার ইচ্ছা হয়। আমরা জানতে চাই আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? আমাদের চারদিকের সব কিছুই বা কে সৃষ্টি করেছেন? এসবের সৃষ্টিকর্তা কোথায় থাকেন?

আমাদের চারদিকের সৃষ্টি

প্রতিদিন সকালে আমরা ঘুম থেকে জাগি। গাছের লতাপাতার ফাঁক দিয়ে পুবের আকাশে দেখি লাল সূর্য। চারদিকে শুনি পাখিদের মধুর গান। বাগানের ফুলগুলো তখন কত সুন্দর গন্ধ ছড়াতে থাকে। সারাদিন সুন্দর সুন্দর অনেক কিছু দেখি। দেখতে পাই নদীনালা, জীবজন্তু ইত্যাদি। স্কুলে গিয়ে অনেক বন্ধুর সাথে আমাদের দেখা হয়। সন্ধ্যা হলে সূর্য ডোবে। চারদিকে অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু আকাশে তখন দেখা যায় চাঁদ ও অসংখ্য তারা। সারাদিনের এত সুন্দর দৃশ্য আমাদের খুব ভালো লাগে! এত সুন্দর সবকিছু কোথা থেকে এসেছে? সুন্দর চোখ দিয়ে আমরা দেখতে পাই। মুখ দিয়ে কথা বলতে পারি ও গান গাই। শরীর ও মন দিয়ে কত কিছু করতে পারি। হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর গুণ আছে।

আমাদের মতো করে আমাদের মা–বাবা, ভাইবোন ও অন্য সকলের ভালো ভালো গুণ আছে। আমাদের বন্ধুরাও অনেক ভালো। আমাদেরকে এসব কিছু কে দিয়েছেন? আমরা কোথা থেকে এলাম?

সকল সৃষ্টির স্রষ্টা

আমাদের মনের সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমরা পেতে পারি ঈশ্বরের কাছ থেকে। ঈশ্বর পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে আমাদের কাছে তাঁর কথাগুলো বলেছেন। পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। বাইবেল থেকে আমরা আমাদের মনের প্রশ্নের উত্তর পাই। এখান থেকে আমরা নিজেদের সম্পর্কে জানতে পারি। চারদিকে সৃষ্টির সম্পর্কেও আমরা বাইবেল থেকেই জানতে পারি। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, ঈশ্বর জগতের সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আকাশ, বাতাস, সূর্য, চাঁদ, তারা সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, নদীনালা, সাগর ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের অনেক ভালোবাসেন। তাই তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর হলেন সকল সৃষ্টির স্রষ্টা।

পবিত্র বাইবেল পাঠ

ঈশ্বর সব কিছুর উৎস

কোনো কিছুর জন্মস্থানকে উৎস বলা যায়। যেমন ঝরনার উৎস হলো পাহাড়। কিন্তু এই পাহাড়ের জন্ম হয়েছে ঈশ্বরের আদেশে। তিনি শুধু আদেশ করেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্য ঈশ্বর ঝরনার এবং পাহাড়েরও উৎস। আমরা চারদিকে যা–কিছু দেখি, সব কিছুরই উৎস তিনি। তিনি আমাদের জীবনেরও উৎস। সব সৃষ্টির মধ্যেই আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই।

ঝরনার উৎস হলো পাহাড়

ঈশ্বরের প্রশংসা

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব সৃষ্টির উৎস। তিনি আমাদের ভালোবাসেন। তাই আমরা গানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রশংসা করি।

আহা কী অপরূপ সৃষ্টি তোমার
ভাবি যখন বারে বার...
মুগ্ধ নয়নে হেরিয়া তাহা
জুড়ায় প্রাণ আমার
আহা কী অপরূপ সৃষ্টি তোমার ভাবি যখন বারে বার.....

পরিকল্পিত কাজ: চারদিকে যাকিছু দেখ তার একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। ঈশ্বর .... মাধ্যমে আমাদের কাছে কথা বলেন।
খ। সকল সৃষ্টির স্রষ্টা হলেন ....।
গ। কোনো কিছুর জন্মস্থানকে .... বলা হয়।
ঘ। পাহাড় হলো .... উৎস।
ঙ। সব সৃষ্টির উৎস হলেন ....।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। শিক্ষকগণ আমাদের	ক। গুণ আছে।
খ। আকাশে দেখা যায়	খ। আকাশে দেখা যায়
গ। আমাদের অনেক সুন্দর	গ। অনেক আদর করেন।
ঘ। জগতের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন	ঘ। উৎস।
ঙ। ঈশ্বর আমাদের	ঙ। চাঁদ ও অসংখ্য তারা।
	চ। ঈশ্বর।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ আমরা একে অপরের জন্য কী করি ?

(ক) নিন্দা করি (খ) প্রশংসা করি (গ) ভালোবাসি (ঘ) ঘৃণা করি।

৩.২ আমাদের মধ্যে সুন্দর সুন্দর গুণ কে দিয়েছেন ?

(ক) বাবা–মা (খ) ঈশ্বর (গ) শিক্ষক (ঘ) আত্মীয়স্বজন

৩.৩ আমাদের বন্ধুরা কেমন ?

(ক) ভালো (খ) মন্দ (গ) অসৎ (ঘ) সুন্দর

৩.৪ ঈশ্বরের কথাগুলো কোথায় লেখা আছে ?

(ক) গল্পের বইতে (খ) ডায়েরিতে (গ) বাইবেলে (ঘ) খাতায়

৩.৫ ঝরনার উৎস কী ?

(ক) খালবিল (খ) পাহাড় (গ) নদীনালা (ঘ) সাগর।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। এ জগৎ দেখতে কেমন ?

খ। সৃষ্টির সেরা জীব কী ?

গ। সৃষ্টির কাহিনী কোথায় লেখা আছে ?

ঘ। সব কিছুর উৎস কে ?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। আমরা চারদিকে কী কী দেখতে পাই?

খ। মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট কাজের বর্ণনা দাও।

গ। আমরা কেন সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করব?

মানুষ ও তার উৎস

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : ১.১ আমরা চারদিকে যা কিছু দেখি এসব কে সৃষ্টি করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল : ১.১.১ আমরা চারদিকে কী কী দেখি তা বর্ণনা করতে পারবে।
১.১.২ আমাদের চারিদিকের সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

আমাদের চারদিকের সৃষ্টি

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ১-২ আমরা ছোট্ট--------- থেকে এলাম।

শিখনফল : ১.১.১ আমরা চারদিকে কী কী দেখি তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : বাস্তব জিনিস (লতা-পাতা, ফুল), সৃষ্টির বিভিন্ন ছবি, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। প্রয়োজনবোধে আসন বিন্যাস করবেন। এরপর শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমরা কী হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম?	ছোট্ট শিশু
২. আমাদের চারিদিকে কী আছে?	অনেক কিছু
৩. কারা আমাদের অনেক ভালোবাসেন?	মা-বাবা, ভাই-বোন
৪. চারিদিকে সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন। পরে নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন। পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. প্রতিদিন সকালে গাছের লতাপাতার ফাঁক দিয়ে কী দেখা যায়?	লাল সূর্য
২. চারদিকে কার মধুর গান শোনা যায়?	পাখিদের
৩. কোথা থেকে সুন্দর গন্ধ ছড়ায়?	বাগানের ফুল
৪. স্কুলে গিয়ে কাদের সাথে দেখা হয়?	বন্ধুদের
৫. কখন সূর্য ডোবে?	সন্ধ্যা হলে
৬. অন্ধকার আকাশে তখন কী দেখা যায়?	চাঁদ ও অসংখ্য তারা
৭. এতো সুন্দর দৃশ্য আমাদের কেমন লাগে?	খুব ভালো
৮. হৃদয় দিয়ে কী করতে পারি?	অনুভব
৯. কাদের অনেক সুন্দর সুন্দর গুণ আছে?	আমাদের
১০. এতসব গুণ কে দিয়েছেন?	ঈশ্বর

মূল্যায়ন

১. পাঠের বিষয় থেকে শিক্ষার্থীরা পাঠটি কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা প্রশ্ন - উত্তরের মাধ্যমে যাচাই করে শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করবেন।

২. পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।

(ক) সৃষ্টির সেরা জীব কী?

(খ) সবকিছুর উৎস কে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যে সব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে বা নিরুসাহিত না করে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণিতে যেসব শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হয়েছে তাদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নেবেন।

৪. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী অমনোযোগী হলে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. সৃষ্টির একটি ছক তৈরি করবে।

সকল সৃষ্টির স্রষ্টা

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ২ আমাদের মনের ----- সকল সৃষ্টির স্রষ্টা।

শিখনফল : ১.১.২। আমাদের চারদিকে সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে ।

উপকরণ : পবিত্র বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, গাছপালা, পশুপাখি, নদীনালার ছবি, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। এরপর শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয় উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিস কে দিয়েছেন?	ঈশ্বর
২. আমাদের চারদিকে এতসব জিনিস কে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর
৩. ঈশ্বর কী কী সৃষ্টি করেছেন?	গাছপালা, লতাপাতা, ফুলফল ইত্যাদি

এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে তা বোর্ডে লিখবেন।

খ। শিক্ষক সহজ সরল ভাষায় ও আকর্ষণীয়ভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমাদের মনের সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর কার কাছ থেকে পেতে পারি?	ঈশ্বরের কাছ থেকে।
২. ঈশ্বর তাঁর কথাগুলো কিসের মাধ্যমে বলেছেন?	বাইবেলের মাধ্যমে।
৩. পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা আর কী কী জানতে পারি?	ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি সম্পর্কে।
৪. ঈশ্বর আর কী সৃষ্টি করেছেন?	আমাদের সবাইকে।
৫. গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদি কার সৃষ্টি?	ঈশ্বরের।
৬. ঈশ্বর মানুষের প্রতি কী করেন?	ভালোবাসা দেখান।

আরও প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠটি চালিয়ে যাবেন।

মূল্যায়ন : আজকের পাঠের আলোকে শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।

১. কে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন?

২. এ জগৎ দেখতে কেমন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যে সব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে বা নিরুৎসাহিত না করে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণিতে যেসব শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হয়েছে তাদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নেবেন।

৪. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী অমনোযোগী হলে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. ঈশ্বরের সৃষ্ট বিষয়গুলোর একটি ছক তৈরি করবে।

ঈশ্বর সবকিছুর উৎস

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ২-৩ কোন কিছুর-----বারে বার।

শিখনফল : ১.১.২ আমাদের চারদিকের সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ : পবিত্র বাইবেল, পাঠ্য পুস্তক,ঝর্ণার ছবি, গির্জাঘরে উপাসনার ছবি, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। এরপর শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পানির উৎস স্থান কী?	ঝর্ণা
২. ঝর্ণার উৎস কী?	পাহাড়
৩. কোন কিছুর জন্মস্থানকে কী বলা হয়?	উৎস

এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে তা লিখবেন।

শিক্ষক সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় আকর্ষণীয় ভাবে পাঠটি উপস্থাপন করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কার আদেশে পাহাড়ের জন্ম হয়েছে?	ঈশ্বরের।
২. ঝর্ণার উৎস কী?	পাহাড়।
৩. পাহাড় ও ঝর্ণার প্রকৃত উৎস কে?	স্বয়ং ঈশ্বর।
৪. প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর কিসের উৎস?	চারদিকে যা কিছু দেখি সব কিছুর উৎস।
৫. আমাদের জীবনের উৎস একজন আছেন তিনি কে?	ঈশ্বর।
৬. ঈশ্বরকে কার মধ্যে দেখতে পাই?	সব সৃষ্টির মধ্যে।
৭. কে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর।
৮. ঈশ্বর আমাদের কী করেন?	ভালোবাসেন।

শিক্ষক আরও প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠটিতে অগ্রসর হবেন।

মূল্যায়ন

পাঠ থেকে শিক্ষক নিজে প্রশ্ন করবেন।

(১) পাহাড় ও ঝর্ণার প্রকৃত উৎস কে?

(২) সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের বার বার প্রশ্ন করে পাঠটি দ্বিতীয় বার বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. ঈশ্বরের সৃষ্টির জন্য তাঁর প্রশংসা করতে একটি ধন্যবাদ ও প্রশংসামূলক প্রার্থনা প্রস্তুত করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর

আমরা জেনেছি ঈশ্বর সব সৃষ্টির উৎস। আমরা ঈশ্বরের খুব কাছে থাকি। পানিতে যেমন করে মাছ সাঁতার কাটে আমরাও তেমনি তাঁর মধ্যে ডুবে রয়েছি। তবুও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। তাঁকে আমরা দেখতে না পেলেও তাঁর সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু জানতে পারি। তাঁর সাথে আমরা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সারা বিশ্ব জুড়ে আছেন। আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের অন্তরে তিনি আছেন।

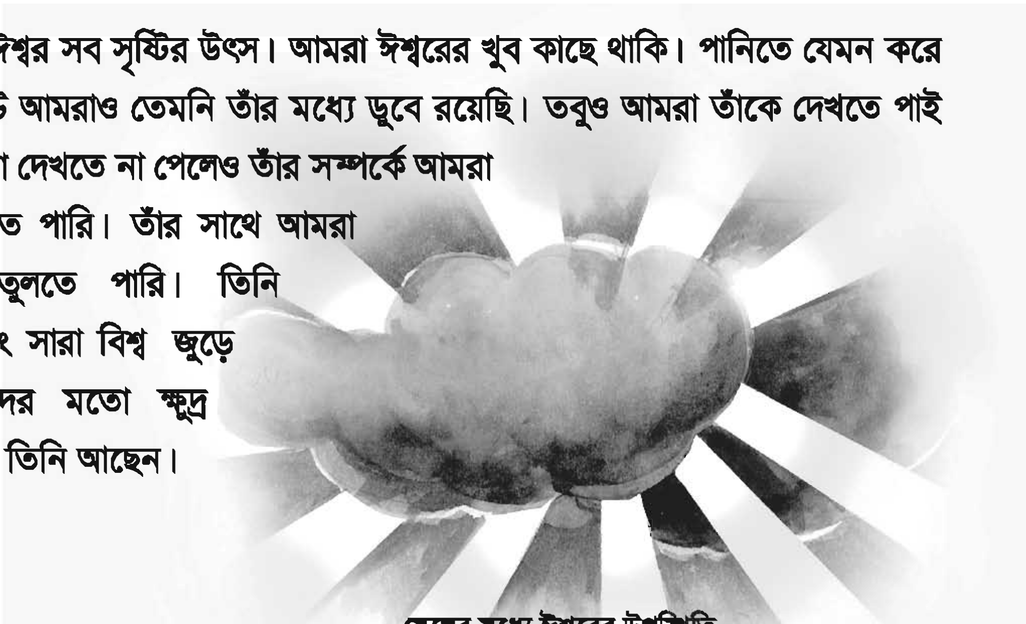

মেঘের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে সেরা সৃষ্টি হলো মানুষ। তাঁর দয়া ছাড়া কোনো কিছুই বেঁচে থাকতে পারে না। তিনি সবকিছু করতে পারেন।

পড়াশোনা করা

ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। কারণ সবার মধ্যে তিনিই বুদ্ধি দেন।

ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি দয়ালু। তিনিই সব মানুষের অন্তরে দয়া দেন।

দয়া করা

ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশীল। কারণ সকলের অন্তরে তিনিই ক্ষমা করার মনোভাব দেন।

ক্ষমা করা

ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা। কারণ সকলের অন্তরে তিনি ভালোবাসা দেন।

ভালোবাসা

মৃত্যু যেমন ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, তেমনি তিনি বাঁচিয়েও তুলতে পারেন। ঈশ্বর জীবনদাতা।
সবকিছুর মধ্যে তিনিই জীবন দেন।

নতুন জীবন

সব কিছু ঈশ্বরের নিয়ম মেনে চলে। পশুপাখি, গাছপালা, পাহাড়–পর্বত, নদীনালা, সাগর, চাঁদ, তারা, সূর্য, আকাশ, বাতাস, সবই তাঁর আদেশে চলে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের সবার মধ্যে আত্মা দিয়েছেন। বিবেক দ্বারা ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। ক্ষমা নেওয়া ও দেওয়ার মনোভাব দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন কাজের জন্য আমাদের বুদ্ধি দেন। নতুন নতুন বিষয় জানার জন্য ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান দেন। তাঁর কাছ থেকেই পাই ধৈর্য ও লোভ জয় করার শক্তি। আমাদের মনের সব কথাও তিনি জানেন। তাঁর শক্তি ও গুণ বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। তাই আমরা বলি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন

ধর্মশিক্ষা ক্লাসে একদিন শিক্ষক সব শিক্ষার্থীদের হাতে একটা করে লজেন্স দিলেন। তিনি বললেন: এই লজেন্সটি আজকে এমন জায়গায় গিয়ে খাবে যেখানে তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না। পরদিন ক্লাসে তিনি জানতে চাইলেন, কে কে লজেন্সটা খেয়েছে। বাবলু ছাড়া সবাই

বললো তারা লজেন্স খেয়েছে। শিক্ষক জানতে চাইলেন, কেন সে লজেন্সটি খায় নি। বাবলু বলল, এমন কোনো জায়গা সে খুঁজে পায় নি যেখানে কেউ তাকে দেখতে পায় না। এতে সব শিক্ষার্থী অবাক হয়ে গেল। তখন সে বলল, সব জায়গায় ঈশ্বর আছেন। তিনি সব দেখেন। সে ঐ লজেন্স খাওয়ার জন্য এমন কোনো স্থান পেল না, যেখানে কেউ দেখতে পায় না। শিক্ষক বাবলুর কথায় খুব খুশি হলেন। তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন, ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন। তিনি সবকিছু দেখেন।

ঈশ্বর নিরাকার

ঈশ্বর অদৃশ্য। তাঁর কোনো আকার নেই। অদৃশ্য আত্মা হয়েও তিনি সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন ও আমাদের ভালোবাসেন। যেমন, বাতাস না থাকলে আমরা বাঁচি না। গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু কোনো কিছুই বাতাস ছাড়া বাঁচে না। এই বাতাস আমরা দেখি না, কিন্তু জগৎ জুড়েই আছে। ঈশ্বরকেও আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তিনি সব জায়গায় আছেন।

কী শিখলাম

ঈশ্বর নিরাকার। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছু জানেন, দেখেন ও করতে পারেন। তিনি আমাদের ভালোবাসেন।

পরিকল্পিত কাজ: এমন দশটি কাজের নাম লেখ যা ঈশ্বর করতে পারেন।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। ঈশ্বর .... এবং বিশ্ব জুড়ে আছেন।

খ। সকল সৃষ্টির সেরা হলো.............।

গ। ঈশ্বরের .... ছাড়া কিছুই বেঁচে থাকতে পারে না।

ঘ। ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি .... । তাই তিনি সবাইকে বুদ্ধি দেন।

ঙ। ঈশ্বর দয়ালু, তাই তিনি মানুষের অন্তরে .... দেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। ঈশ্বর জীবনদাতা	ক। বিবেকের দ্বারা।
খ। ঈশ্বর সবার অন্তরে ভালোবাসা দেন,	খ। ঈশ্বর ।
গ। সবকিছু নিয়ম মেনে চলে	গ। সবকিছুতে তিনি জীবন দেন।
ঘ। ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা পাই	ঘ। ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা ।
ঙ। আমাদের মনের সব কথা জানেন	ঙ। ক্ষমাশীল।
	চ। ঈশ্বরের দ্বারা।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ ঈশ্বরের আকার কেমন?

(ক) গোলাকার (খ) নিরাকার (গ) ত্রিকোণাকৃতি (ঘ) ডিম্বাকৃতি

৩.২ বিশ্বের সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন?

(ক) মানুষ (খ) যীশু (গ) পিতা ঈশ্বর (ঘ) পবিত্র আত্মা

৩.৩ কী না পেলে আমরা বাঁচি না?

(ক) বাতাস (খ) ঝড় (গ) গাছপালা (ঘ) বন্যা

৩.৪ সকল সৃষ্টির মধ্যে উত্তম সৃষ্টি কী?

(ক) গাছপালা (খ) পাহাড়পর্বত (গ) সমুদ্রের পানি (ঘ) মানুষ

৩.৫ নতুন নতুন বিষয় জানার জন্য ঈশ্বর আমাদের কী দেন?

(ক) জ্ঞান (খ) বিবেক (গ) ক্ষমার মনোভাব (ঘ) বুদ্ধি

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মানুষ কার মধ্যে ডুবে থাকে?

খ। ঈশ্বর কোথায় থাকেন?

গ। ঈশ্বর কীভাবে আমাদের সঙ্গে আছেন?

ঘ। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিবেক দেন কেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ঈশ্বরের কাজগুলো কী কী?

খ। ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজের বর্ণনা দাও।

ঈশ্বর

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ ঈশ্বরের শক্তির কথা বর্ণনা করতে পারবে।

২.২ নিরাকার ঈশ্বর সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

২.১.১ ঈশ্বর সবকিছু করতে পারেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

২.১.২ ঈশ্বর সম্পূর্ণ নিরাকার, তিনি আত্মা, এ সম্পর্কে বলতে পারবে।

২.১.৩ ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠের শিরোনামঃ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৫-৬ আমরা জেনেছি............... সর্বশক্তিমান।

শিখনফল : ২.১.৩ ঈশ্বর সবকিছু করতে পারেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, একটি কচি চারাগাছ, ক্ষমার ছবি, দয়া করছে এরূপ ছবি, চক ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। এরপর শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রস্তুতি মূলক প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের জন্য প্রস্তুত করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. সব সৃষ্টির উৎস কে?	ঈশ্বর।
২. মাছ কোথায় ডুবে থাকে?	পানিতে।
৩. আমরা মানুষ হিসেবে কার মধ্যে ডুবে থাকি?	ঈশ্বরের মধ্যে।
৪. ঈশ্বরকে কী আমরা দেখতে পাই?	পাই না, কিন্তু অনুভব করি।

শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে তা লিখে দেবেন।

খ) শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে সহজ, সরল ভাষায় শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠটি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর।
২. ঈশ্বর কোথায় থাকেন?	সারা বিশ্বজুড়ে এমনকি আমার ক্ষুদ্র অন্তরেও।

৩. সব সৃষ্টির মধ্যে সেরা সৃষ্টি কী?	মানুষ।
৪. কে সব কিছু করতে পারেন?	ঈশ্বর।
৫. ঈশ্বরের দয়া ছাড়া কী বাঁচতে পারে না?	কোনো কিছুই না।
৬. ঈশ্বরের প্রধান গুনগুলো কী কী?	বুদ্ধিমান, দয়ালু, ক্ষমাশীল, জীবন দাতা, ভালোবাসার ঈশ্বর।
৭. কারা ঈশ্বরের আদেশ নির্দেশ মেনে চলে?	পশুপাখি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, ইত্যাদি এমনকি আমরাও।
৮. আমাদের সবার মধ্যে ঈশ্বর কী দিয়েছেন?	আত্মা।
৯. বিবেকের দ্বারা কী বুঝতে পারি?	ভালোমন্দ।
১০. ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি দেন কেন?	বিভিন্ন কাজের জন্য।
১১. নতুন বিষয় জানার জন্য ঈশ্বর আমাদের কী দেন	জ্ঞান দেন।

মূল্যায়ন

১. শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। কোনো শিক্ষার্থী যদি বুঝতে না পারে আবার পাঠটি আলোচনা করবেন।

২. শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারেন।

(ক) সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি কী?

(খ) ঈশ্বর কোথায় থাকেন?

(গ) কে সবকিছু করতে পারেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবেন। যেসব শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয় বুঝেছে তারা দুর্বলদের বুঝতে সাহায্য করবে।

২. শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠটি আবারও বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. ঈশ্বরের গুণাবলির একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৬-৭ ধর্ম শিক্ষা ক্লাসে .... সবকিছু দেখেন।

শিখনফল : ২.১.১ ঈশ্বর সবকিছু করতে পারেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, লজেন্স ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। এরপর শিক্ষক সহজ সরল ভাষায় আকর্ষণীয়ভাবে পাঠটি উপস্থাপন করবেন প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমাদের মনের কথা কে সবচেয়ে বেশি জানেন?	ঈশ্বর।
২. ঈশ্বর কোথায় আছেন?	ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন।

শিক্ষক এবার পাঠটি ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে তা লিখে দেবেন।

প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে অথবা গল্পের মাধ্যমে পাঠটি আকর্ষণীয় করে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষক উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হাতে কী দিয়েছিলেন?	লজেন্স।
২. শিক্ষক লজেন্সটি কোথায় গিয়ে খেতে বলেছেন?	যেখানে কেউ দেখবে না ।
৩. কারা লজেন্স খেয়েছিল?	বাবলু ছাড়া সবাই।
৪. বাবলু লজেন্সটি খায়নি কেন?	কেউ দেখতে পায় না এরূপ জায়গা খুঁজে পায় নি বলে।
৫. বাবলু কী বলেছিল?	ঈশ্বর সব কিছু দেখেন।
৬. শিক্ষক বাবলুর কথায় কী হয়েছিলেন?	খুশি হয়েছিলেন।
৭. ঈশ্বর কোথায় থাকেন?	ঈশ্বর সব জায়গায় থাকেন।

মূল্যায়ন

পাঠটি উপস্থাপন করার পর শিক্ষাথীরা তা বুঝতে পেরেছে, কি না তা প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক যাচাই করবেন।

(১) ঈশ্বর কোথায় থাকেন?

(২) কে সবকিছু দেখেন?

শিক্ষার্থীদের গল্পটি বলতে দিবেন।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা :

১. গল্পটি যে ভালো বলতে পারে তার মাধ্যমে দুর্বল শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করবেন।

পরিকল্পিত কাজ :

পাঠের গল্পটির মতো একটি গল্প তৈরি করবে।

ঈশ্বর নিরাকার

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৭ ঈশ্বর অদৃশ্য .... সব জায়গায় আছেন।

শিখনফল : ২.১.২ ঈশ্বর সম্পূর্ণ নিরাকার, তিনি আত্মা এ সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : ঈশ্বরের আত্মার একটি ছবি, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্ব পাঠের উপর কয়েকটি প্রশ্ন করে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বর কী দেখেন?	সবকিছু
২. ঈশ্বর কোথায় থাকেন?	সব জায়গায়
৩. ঈশ্বর দেখতে কেমন?	আকার বিহীন/ নিরাকার

শিক্ষক আজকের পাঠটি বোর্ডে লিখে দেবেন।

শিক্ষক প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন-উত্তর	
১. ঈশ্বর দৃশ্য না অদৃশ্য?	অদৃশ্য।
২. ঈশ্বর দেখতে কেমন?	আকার বিহীন।
৩. কে আমাদের ভালোবাসেন?	ঈশ্বর ।
৪. বাতাস ছাড়া আমরা কী করতে পারি না?	বাঁচতে পারিনা।
৫. বাতাস কী দেখা যায়?	দেখা যায় না।
৬. ঈশ্বরকে কী দেখা যায়?	না, দেখা যায় না।
৭. ঈশ্বর কোথায় থাকেন?	সব জায়গায়।
৮. ঈশ্বর আমাদের কী করেন?	ভালোবাসেন।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়টি বুঝতে পারল কি না তা বুঝবার জন্য শিক্ষক কয়েকটা প্রশ্ন করবেন।

(১) ঈশ্বরের আকার কেমন?

(২) ঈশ্বরের কাজগুলো কী কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শ্রেণিতে যারা দুর্বল, পাঠ্য বিষয়টি পুরোপুরি বুঝতে পারে নি তাদেরকে শিক্ষক দ্বিতীয়বার বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. ঈশ্বর করতে পারেন এমন কয়েকটি কাজের তালিকা প্রস্তুত করবে।

২. ঈশ্বরকে আত্মার মতো কল্পনা করে তাঁর একটি ছবি আঁকবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর

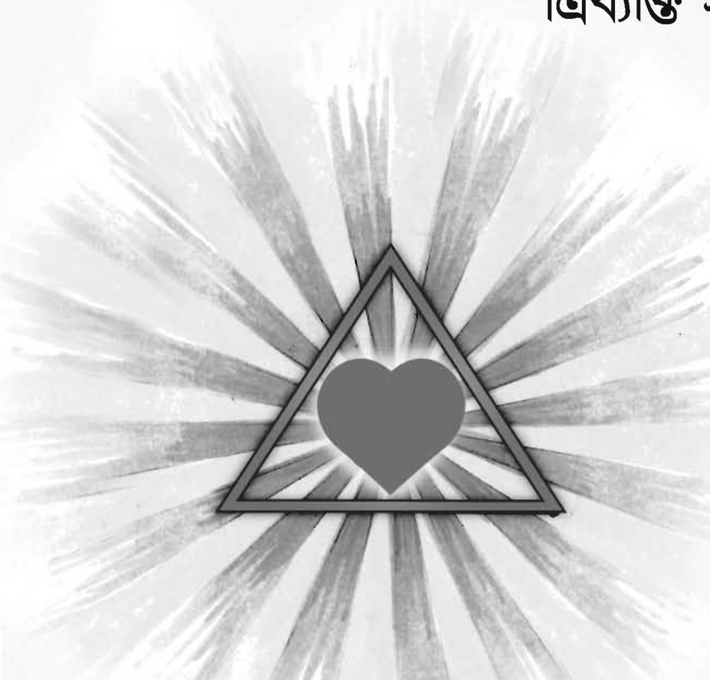

ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর

শৈশব থেকেই আমরা ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে শুরু করি। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে জানতে থাকি। তবুও যেন ত্রিব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের জানা শেষ হয় না। 'ত্রিব্যক্তি' কথার অর্থ তিন ব্যক্তি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা–এই তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর। এই বিষয়টি হলো একটি রহস্য। এটি আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি না। অনেকখানি অজানা থাকে। পুরোপুরি না জানলেও ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি।

ঈশ্বর একজন

আমরা জানি, ঈশ্বর শুধু আত্মা। তাঁকে আমরা দেখতে পাই না বলে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানতেও পারি না। তাই তিনি নিজের পুত্রকে আমাদের জন্য পাঠালেন। পুত্র ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করলেন। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা পিতা ঈশ্বরকে জানতে পারলাম। পিতা ও পুত্রের মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র আত্মাকে জানতে পারলাম। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা জানলাম যে, ঈশ্বর এক।

তিন ব্যক্তি সমান

তিন ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান। কেউ বড় বা কেউ ছোট নন। তিন ব্যক্তি পরস্পরের সাথে এক। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি আলাদা নন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এক। পিতা সৃষ্টিকাজ করেন। সৃষ্টির সময় পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরের সাথে ছিলেন।

পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে পুত্র ঈশ্বর এসেছেন। পুত্র ঈশ্বর মুক্তি কাজ সম্পন্ন করেন। মুক্তি কাজের সময় পিতা ও পবিত্র আত্মা পুত্রের সঙ্গে ছিলেন। পিতা ও পুত্র থেকে পবিত্র আত্মা আসেন। তিনি এখন আমাদের সাথে রয়েছেন। আমাদের সহায়ক তিনি। তাঁর সকল কাজে পিতা ও পুত্র রয়েছেন। এভাবে আমরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। এক ঈশ্বরের উপাসনা করি।

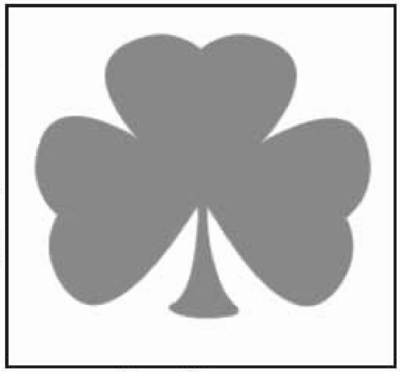

তিনে মিলে এক

তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর

পবিত্র ত্রিত্ব আমাদের কাছে একটি গভীর রহস্য। কী করে ঈশ্বর মাত্র একজন, অথচ তিন ব্যক্তি হতে পারেন? একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুটা বুঝতে পারি। যেমন একটি দ্রাক্ষাগাছের মূল কাণ্ড একটা, কিন্তু এর অনেক ডালপালা আছে। সব ডালপালার গুরুত্ব সমান। সব অংশ মিলে একটি গাছ হয়। সব ডালপালা মিলে গাছের ফল উৎপাদন করে ও আমাদের জন্য সুস্বাদু ফল দেয়।

কী শিখলাম

ঈশ্বর এক, কিন্তু তিন ব্যক্তি। পিতা ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেন, পুত্র ঈশ্বর মুক্তি আনেন এবং পবিত্র আত্মা অনুপ্রেরণা দেন, সহায়তা করেন ও আমাদের মধ্যে বাস করেন। আমরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করি।

পরিকল্পিত কাজ: ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি কে কে এবং কে কী তা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। এক ঈশ্বরে .... ব্যক্তি আছেন।

খ। ত্রিব্যক্তি কথার অর্থ ....।

গ। পুত্র ঈশ্বর .... কাজ করেন।

ঘ। পবিত্র আত্মা আমাদের .... দেন।

ঙ। আমরা এক ঈশ্বরের ...... করি।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। এক ঈশ্বরে	ক। পিতা ঈশ্বর।
খ। সৃষ্টির কাজ করেন	খ। পুত্র।
গ। আমাদের মধ্যে বাস করেন	গ। তিন ব্যক্তি
ঘ। পিতা ও পুত্রের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি	ঘ। সন্তান।
	ঙ। পবিত্র আত্মাকে।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ এক ঈশ্বরে কতজন ব্যক্তি আছেন?

(ক) একজন (খ) দুইজন (গ) তিনজন (ঘ) চারজন

৩.২ পুত্রকে জানার পথ হলো:

(ক) মানুষ (খ) স্বর্গের দূতবৃন্দ (গ) স্বর্গীয় পিতা (ঘ) পবিত্র আত্মা

৩.৩ পিতা ঈশ্বরকে কে প্রকাশ করেন?

(ক) পিতা (খ) পুত্র (গ) পবিত্র আত্মা (ঘ) ত্রিব্যক্তি

৩.৪ তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই–

(ক) ছোট–বড় (খ) আলাদা (গ) যার যার মতো (ঘ) সমান

৩.৫ পবিত্র আত্মা কী হিসেবে কাজ করেন?

(ক) সৃষ্টিকর্তা (খ) অনুপ্রেরণাদাতা (গ) জীবনদাতা (ঘ) মুক্তিদাতা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। 'ত্রিব্যক্তি' কথার অর্থ কী?

খ। সৃষ্টির কাজ কে করেন?

গ। পুত্রের কাজ কী?

ঘ। আমাদের সহায়ক কে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ত্রিব্যক্তি কীভাবে সমান?

খ। ত্রিব্যক্তি মিলে কীভাবে এক ঈশ্বর?

ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ তিন ব্যক্তির দ্বিতীয় ব্যক্তি পুত্র ঈশ্বরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল : ৩.১.১ ঈশ্বর একজন দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই তা বর্ণনা করতে পারবে।

৩.১.২ তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর তা বর্ণনা করতে পারবে।

৩.১.৩ তিন ব্যক্তি সমান, কেউ ছোট নয় বা কেউ বড় নয় তা বর্ণনা করতে পারবে।

৩.১.৪ সব মানুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে।

৩.১.৫ সব মানুষের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপন করবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর

পাঠ-১, পৃষ্ঠা ৯ শৈশব থেকেই .... ঈশ্বর এক।

শিখনফল : ৩.১.১ ঈশ্বর একজন, দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, চার্ট পেপারে ত্রি-ব্যক্তি ঈশ্বরের ছবি, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। ২/৩টি প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. বাবা, মা ও সন্তান মিলে কী তৈরী হয়?	একটি পরিবার
২. পরিবারে কী বিদ্যমান থাকে?	একতা ও ভালোবাসা
৩.এক ঈশ্বরে কয় ব্যক্তি?	তিন ব্যক্তি

শিক্ষক এবার পাঠের বিষয়টি ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

খ. নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয় উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কখন থেকে আমরা ত্রি-ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে শুরু করি?	শৈশব থেকে ।
২. ''ত্রিব্যক্তি'' কথার অর্থ কী?	তিন ব্যক্তি, পিতা, পুত্র ও আত্মা।
৩. কোন বিষয়টি রহস্যজনক ?	তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর।
৪. ত্রিব্যক্তি সম্পর্কে পুরোপুরি না জানলেও আমরা কী করে থাকি?	বিশ্বাস করি।
৫. কয়জন ঈশ্বর আছেন?	মাত্র একজন।
৬. পিতা ঈশ্বরকে কীভাবে জানতে পারি?	পুত্র ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে।
৭. পিতা ও পুত্রের মাধ্যমে আমরা কাকে জানতে পারি?	পবিত্র আত্মাকে।
৮. পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা কী জানতে পারি?	তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠটি সম্পূর্ণ বুঝতে পারল কিনা তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।
(১) কয়জন ঈশ্বর আছেন?
২) ত্রিব্যক্তি কথার অর্থ কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিবেন।
২. প্রয়োজনে পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
৩. কঠিন প্রশ্নগুলো সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. একটি পরিবারের ছবি এঁকে তাদের মধ্যে একাত্মতা বুঝাবে।

তিন ব্যক্তি সমান

পাঠ ২ : পৃষ্ঠা ৯-১০, তিন ব্যক্তির ....উপাসনা করি।

শিখনফল : ৩.১.৩ তিন ব্যক্তি সমান, কেউ ছোট নয় বা কেউ বড় নয় তা বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১.২ তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, চার্ট , ছবি ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। কয়েকটি প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয় উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তিন ব্যক্তি মিলে কয় ঈশ্বর?	এক ঈশ্বর
২. তিন ব্যক্তির কে বড় বা কে ছোট?	তিন ব্যক্তি সমান, কেউ বড় বা ছোট নন।

এবার শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে তা লিখে দিবেন।

শিক্ষক নিম্নলিখিত ছোট ছোট প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. এক ঈশ্বরে কয় ব্যক্তি?	তিন ব্যক্তি
২. তিন ব্যক্তি কে কে?	পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা
৩. সৃষ্টির কাজ কে করেন?	পিতা ঈশ্বর
৪. পুত্র ও পবিত্র আত্মা সৃষ্টি কাজের সময় কোথায় ছিলেন?	পিতার সঙ্গে ছিলেন
৫. পুত্র ঈশ্বর কী কাজ করেন?	মুক্তির কাজ সম্পন্ন করেন
৬. মুক্তির কাজের সময় পুত্র ঈশ্বরের সঙ্গে কে কে ছিলেন?	পিতা ও পবিত্র আত্মা
৭. পবিত্র আত্মা কার কাছ থেকে আসেন?	পিতা ও পুত্রের কাছ থেকে।
৮. আমাদের সঙ্গে কে থাকেন?	পবিত্র আত্মা
৯. আমাদের সহায়ক কে?	পবিত্র আত্মা
১০. আমরা কয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ও উপাসনা করি?	এক ঈশ্বরের

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়টি যথার্থভাবে বুঝতে পারল কিনা তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারেন?

(১) সৃষ্টির কাজ কে করেন?

(২) পুত্র ঈশ্বরের কাজ কী

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা : ১. শ্রেণিতে যারা দুর্বল, শিক্ষক আলাদাভাবে তাদের আবার বুঝিয়ে দেবেন।

২. প্রয়োজনবোধে প্রশ্নগুলো আরও সহজ ভাষায় করে বুঝাবেন।

পরিকল্পিত কাজ : ত্রিভুজ এঁকে তিন ব্যক্তি যে সমান তা বুঝাতে চেষ্টা করবে।

তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর

পাঠ-৩ পৃষ্ঠা ১০ পবিত্র ত্রিত্ব ....সুস্বাদু ফল দেয়।

শিখনফল : ৩.১.২ তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর তা বর্ণনা করতে পারবে।

৩.১.৩ তিন ব্যক্তি সমান, কেউ ছোট নয় বা কেউ বড় নয় তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক , চার্ট পেপার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

১। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জেনে নিয়ে পূর্ব পাঠের উপর ২/১ টি প্রশ্ন করে আজকের পাঠে প্রবেশ করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. এক ঈশ্বরে কয় ব্যক্তি?	তিন ব্যক্তি।
২. পিতার সৃষ্টি কাজে আর কে কে থাকেন?	পুত্র ও পবিত্র আত্মা।
৩. মুক্তির কাজ কে করেন?	পুত্র ঈশ্বর।

এবার শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও তা বোর্ডে লিখে দেবেন।

নিম্ন লিখিত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট আজকের পাঠ্য বিষয়টি তুলে ধরবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পবিত্র ত্রিত্ব আমাদের কাছে কিসের মতো?	গভীর রহস্য স্বরূপ।
২. কয়জন ঈশ্বর আছেন?	একজন মাত্র।
৩. একটি দ্রাক্ষাগাছের মূল কাণ্ড কয়টি?	একটি।
৪. দ্রাক্ষাগাছের ডালপালা কয়টি?	অনেকগুলো।
৫. দ্রাক্ষাগাছের কোন ডালার গুরুত্ব বেশি?	সবগুলোর গুরুত্ব সমান।
৬. সবগুলো ডালপালা মিলে কী হয়?	একটি গাছ হয়।
৭. আমরা কয় ঈশ্বরের উপাসনা করি?	এক ঈশ্বরের ।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

(১) কয়জন ঈশ্বর আছেন? (২) আমরা কয় ঈশ্বরের উপাসনা করি?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বারবার প্রশ্ন করে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন।

২. কঠিন প্রশ্নগুলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

৩. প্রয়োজনে পাঠ্যটি ২য় বার বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. ঈশ্বরের তিন ব্যক্তির কার কী কাজ খাতায় লিখবে। ২. পাঠের সাথে মিল রেখে একটি গান করবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শয়তানের পরাজয় ও শাস্তি

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত শয়তান

পৃথিবীতে আমরা সবাই সুখে বাস করতে চাই। আমরা চাই শান্তি, আনন্দ, ভালোবাসা, সহানুভূতি, নিরাপত্তা ও এরকম ভালো অবস্থা। কিন্তু সমাজে দেখি এগুলোর কত অভাব। চারদিকে দেখি অনেক অশান্তি , অন্যায়–অত্যাচার, ঘৃণা, ঝগড়া-বিবাদ, নিরাপত্তাহীনতা, বিনা কারণে দুঃখকষ্ট ইত্যাদি। অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, একের পর এক মন্দতা কোথা থেকে আসে? কেন এগুলো একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় না? এগুলোর উত্তর পেতে হলে আমাদের পাঠ করতে হবে পবিত্র বাইবেল। পবিত্র বাইবেল আমাদের বলে, এসব দুঃখকষ্ট ও মন্দতার উৎস হলো শয়তান। শয়তান সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদেরকে ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য শয়তান নানারকম ফন্দি আঁটছে। সে আমাদের নানা রকম প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করেই যাচ্ছে। এত প্রলোভনের মধ্যে আমাদের মন খুব শক্ত রাখতে হবে। আমাদেরকে ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন। সেই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা প্রতিদিনই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কার পরামর্শ শুনব– ঈশ্বরের নাকি শয়তানের?

শয়তানের পরিচয়

যাকে আমরা শয়তান বলি তার আর এক নাম হলো দিয়াবল। সে এবং তার অনুসারীরা আগে অন্য স্বর্গদূতদের মতোই ভালো স্বর্গদূত ছিল। তারাও অন্য স্বর্গদূতদের মতো আগে সর্বদা ঈশ্বরের

আরাধনা করত। কিন্তু ক্রমে তাদের মধ্যে ঈর্ষা হলো। নিজের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা তারা পাপ করল। সেই পাপের পর থেকে তাদেরকে শয়তান বা দিয়াবল বলে ডাকা হয়। সাধু যোহন শয়তানের নাম দিয়েছেন নাগদানব। কারণ তিনি স্বর্গের একটি দৃশ্যের মধ্যে ঐ নাগদানবটিকে দেখতে পেয়েছেন। তার সাতটি মাথা আর দশটি শিং ছিল। সে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল।

শয়তান ও তার সঙ্গীদের অপরাধ

সেই নাগদানব অর্থাৎ শয়তান ও তার সঙ্গীদের মধ্যে অহংকার প্রবেশ করল। তারা গর্বিত হয়ে উঠল। ঈশ্বরের রাজত্ব গ্রহণ না করে তারা বিদ্রোহ করল । তারপর স্বর্গে একটা যুদ্ধ বেঁধে গেল। মহাদূত মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী সেই নাগদানব বা শয়তান ও তার দলের সাথে যুদ্ধ করলেন। নাগদানব বা শয়তান ও তার অপদূত–বাহিনী নিয়ে মহাদূত মিখায়েল ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত শয়তান ও তার দল পরাজিত হলো। স্বর্গে তাদের আর থাকতে দেওয়া হলো না। সেখান থেকে তাদেরকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হলো নরকে।

শয়তানদের শাস্তি

পরাজিত শয়তান ও তার সঙ্গীদের ঈশ্বর অনুতাপের কোনো সুযোগ দিলেন না। কারণ তারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা এই অপরাধ করেছে। ঈশ্বর তাদের মহাশাস্তির ব্যবস্থা করলেন। শয়তানদের জন্য ঈশ্বর একটি নরক সৃষ্টি করলেন। এটি এমন একটি স্থান যেখানে সব সময় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। এই আগুন কখনও নিভে না। ঈশ্বর তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করলেন। শয়তান ও তার সঙ্গীরা নরকের আগুনে সারাজীবন পুড়তে থাকল।

শয়তানের কাজ চলছে

শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সব সময় কাজ করে চলছে। প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বলা হয়েছে, শয়তানেরা সারা জগৎটাকে ভোলায়। সে সবরকম মিথ্যার জন্ম দেয় এবং দলাদলি ও অশান্তি সৃষ্টি করে। তারা

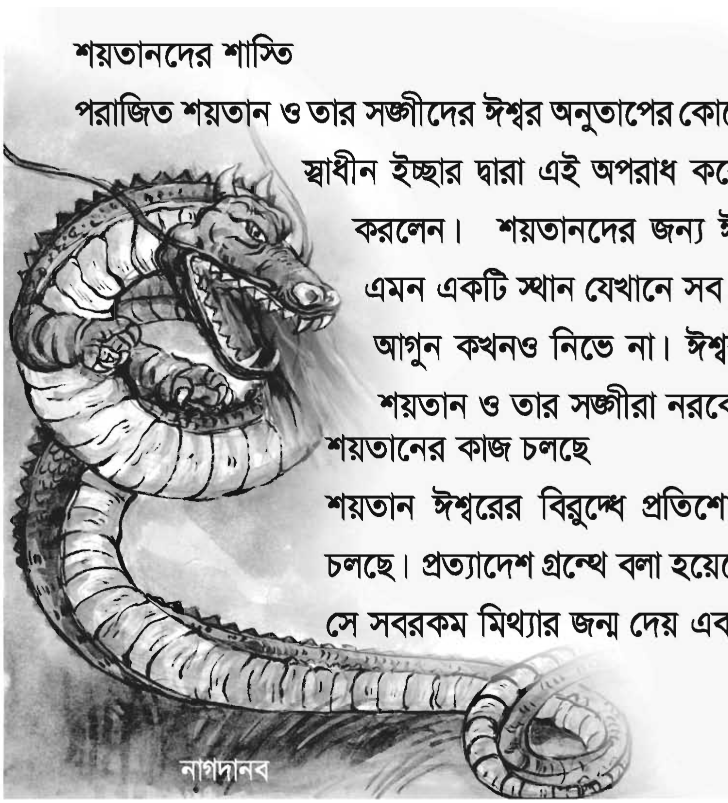

নাগদানব

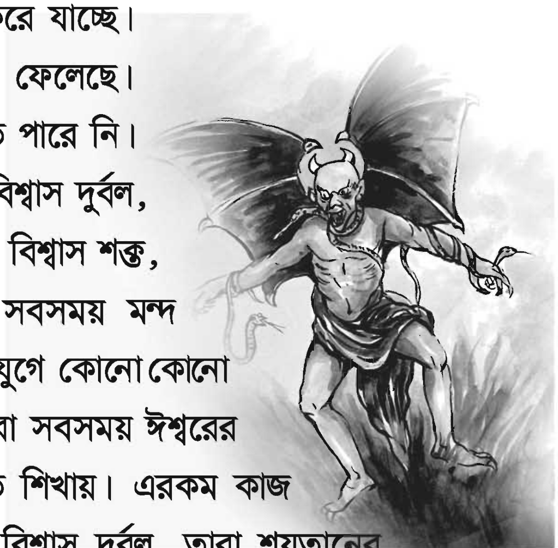

মানুষকে পাপে ফেলার জন্য সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রথমে তারা হবাকে ও পরে আদমকে পাপে ফেলেছে। যীশুকে শত চেষ্টা করেও শয়তান পাপে ফেলতে পারে নি। যীশু শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন। যাদের বিশ্বাস দুর্বল, তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে। কিন্তু যাদের বিশ্বাস শক্ত, তারা শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। যারা সবসময় মন্দ কাজ করে তারা শয়তানের বংশধর। বর্তমান যুগে কোনো কোনো মানুষ অন্য মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। তারা সবসময় ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলে ও অন্যকে সেভাবে চলতে শিখায়। এরকম কাজ যারা করে, তারা শয়তানের বংশধর। যাদের বিশ্বাস দুর্বল, তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে। কিন্তু যাদের বিশ্বাস শক্ত, তারা শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। যারা সব সময় মন্দ কাজ করে তারা শয়তানের বংশধর। বর্তমান যুগে কোনো কোনো মানুষ অন্য মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। তারা সব সময় ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলে ও অন্যকে সেভাবে চলতে শিখায়। এরকম কাজ যারা করে, তারা শয়তানের বংশধর।

শয়তানকে পরাজিত করতে হবে

প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বলা হয়েছে, যীশু খ্রিষ্ট পৃথিবীতে এসেছেন শয়তানের কাজগুলোকে ধ্বংস করে দিতে। যীশু তাঁর কাজ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য সফল করেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেন, “আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ–ঝলকের মতো স্বর্গ থেকে পড়তে দেখলাম” (লুক ১০:১৮)। মরুভূমিতে শয়তান যীশুকে প্রলোভন দিতে এসেছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, ‘দূর হও শয়তান’। তখন শয়তান যীশুকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

আমরা যদি শয়তানকে পরাজিত করতে চাই, তবে আমাদেরও যীশুর মতো কাজ করতে হবে। আমরাও প্রলোভনের সময় শয়তানকে বলতে পারি, ‘দূর হও শয়তান’। তখন শয়তান আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

শয়তানের কাজ	ঈশ্বরের কাজ
অহংকার করা	অহংকার না করা
ঈশ্বরের বিরোধিতা করা	ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া
অন্যকে ভুল পথে চালিত করা	সঠিক পথে চালিত করা
দলাদলি করা	একতা আনা
অশান্তি সৃষ্টি করা	শান্তি স্থাপন করা
মিথ্যার জন্ম দেওয়া	সত্য প্রতিষ্ঠা করা

কী শিখলাম

শয়তানের পরাজয়ের কারণ হলো অহংকার ও গর্ব। পরাজয়ের ফলে শয়তান ও তার সঙ্গীরা নরকের শাস্তি ভোগ করছে। চিরদিন তারা পুড়বে ও কষ্ট পাবে। তার মধ্যেই মিথ্যার জন্ম। যারা তার অনুসরণ করে তারা শয়তানের বংশধর। কিন্তু যারা যীশুর পথে চলে তারা ঈশ্বরের সন্তান।

পরিকল্পিত কাজ শয়তানের পাঁচটি কাজ লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। দুঃখ কষ্ট ও মন্দতার উৎস হলো....... ।

খ। পৃথিবীতে সবাই .... বাস করতে চাই।

গ। শয়তানের অপর নাম..........।

ঘ। প্রলোভনের মধ্যেও আমাদের মন .... রাখতে হবে।

ঙ। শয়তান সর্বদা আমাদের নানারকম .... ফেলার চেষ্টা করেই যাচ্ছে ।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। নিজের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা শয়তান	ক। নাগদানব।
খ। সাধু যোহন শয়তানের নাম দেন	খ। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে ।
গ। শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সব সময় কাজ করে	গ। পাপ করল।
ঘ। শয়তানের জন্য ঈশ্বর	ঘ। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।
ঙ। যাদের বিশ্বাস দুর্বল তারা	ঙ। নরক সৃষ্টি করলেন।
	চ। পাপে ফেলতে পারে নি।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ ঈশ্বর কাদের জন্য মহাশাস্তির ব্যবস্থা করেন?

(ক) মানুষের (খ) শয়তানের

(গ) যীশুর (ঘ) শিষ্যদের

৩.২ শয়তান ও তার সঙ্গীরা কীসের আগুনে সারা জীবন পুড়তে থাকল?

(ক) স্বর্গের (খ) মধ্যস্থানের

(গ) পাতালের (ঘ) নরকের

৩.৩ শয়তান যীশুকে কোথায় প্রলোভন দিতে এসেছিল?

(ক) মরুভূমিতে (খ) পাহাড়ে

(গ) মাঠে (ঘ) মন্দিরে

৩.৪ শয়তানের পরাজয়ের কারণ কী?

(ক) অহংকার ও গর্ব (খ) হিংসা ও রাগ

(গ) মিথ্যা ও দুর্নাম (ঘ) মিথ্যা ও রাগ

৩.৫ কারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে?

(ক) বিশ্বাসে সবল যারা (খ) মিথ্যাবাদী যারা

(গ) বিশ্বাসে দুর্বল যারা (ঘ) শারীরিকভাবে দুর্বল যারা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। প্রত্যাদেশ গ্রন্থে কী বলা হয়েছে?

খ। শয়তানের বংশধর কারা?

গ। মরুভূমিতে শয়তানকে যীশু কী বলেছিলেন?

ঘ। কারা নরকের আগুনে সারাজীবন পুড়বে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ঈশ্বরের কাজগুলো কী কী?

খ। পরাজিত শয়তানদের ঈশ্বর কীরূপ শাস্তি দিলেন?

গ। শয়তানকে পরাজিত করার জন্য যীশু আমাদের কী করতে বলেন?

ঘ। শয়তানের পরিচয় কী?

শয়তানের পরাজয় ও শাস্তি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ লুসিফের এবং তার সঙ্গীদের পতন ও শাস্তি বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল : ৪.১.১ লুসিফের ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১.২ লুসিফের ও তার সঙ্গীদের পতন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১.৩ লুসিফের ও তার সঙ্গীদের কী শাস্তি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১.৪ ঈশ্বরের আরাধনা করবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

শয়তানের পরাজয় ও শাস্তি (শয়তানের পরিচয়)

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ১২-১৩ পৃথিবীতে ------ উঠে পড়ে লেগেছিল।

শিখনফল : ৪.১.১ শয়তান ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১.২ শয়তান ও তার সঙ্গীদের পতন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, শয়তানের ছবি, চক ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জেনে নেবেন। এরপর নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের মূল বিষয়টি বের করতে চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমরা কীভাবে থাকতে চাই?	সুখে শান্তিতে।
২. আমাদের সমাজে কিসের অভাব?	নিরাপত্তা, আনন্দ, ভালোবাসার।
৩. চারদিকে কী দেখা যায়? দুঃখকষ্ট,	অন্যায় ও অশান্তি।
৪. মন্দতার উৎস কী?	মন্দতার উৎস শয়তান।

এবার শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে তা লিখে দেবেন।

১. শিক্ষক এবারে নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. মন্দতার উৎস শয়তান এ বিষয় কোথা থেকে জানতে পারি?	পবিত্র বাইবেল থেকে।
২. শয়তান সব সময় কীসের চেষ্টা করে?	ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে।
৩. শয়তান সবসময় আমাদেরকে কীসে ফেলতে চেষ্টা করে?	প্রলোভনে।
৪. ঈশ্বর আমাদেরকে কী ধরনের ইচ্ছা দিয়েছেন?	স্বাধীন ইচ্ছা।
৫. শয়তানের অপর নাম কী?	দিয়াবল।
৬. শয়তান ও তার অনুসারীরা আগে কী ছিল?	স্বর্গদূত।
৭. স্বর্গদূত কিসের দ্বারা পাপ করেছিল?	স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা।
৮. স্বর্গদূত পাপ করার পর তাদের কী বলে ডাকা হতো?	শয়তান বা দিয়াবল।
৯. সাধু যোহন শয়তানের নাম কী দিয়েছেন	নাগদানব।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১. ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে শয়তান সবসময় কিসের চেষ্টা করে?
২. প্রলোভনের সময় আমাদেরকে কী করতে হবে?
৩. শয়তান ও তার অনুসারীরা আগে কেমন ছিল?
৪. শয়তান আগে কী রকম কাজ করত?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিবেন।
২. প্রয়োজন বোধে যে সব শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তাদের সহযোগিতায় দুর্বলদের সাহায্য করবেন।
৩. সহজভাবে বিষয়টি আবারও বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. মন্দ কাজের তালিকা প্রস্তুত করে তা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ভালো দিকগুলো নির্ণয় করবে।

শয়তান ও তার সঙ্গীদের অপরাধ ও শাস্তি

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ১৩-১৪ সেই নাগদানব --------শয়তানের বংশধর।

শিখনফল : ৪.১.৩ লুসিফের ও তার সঙ্গীদের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : নাগদানবের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, চক ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। এরপর পূর্বপাঠের উপর পুনরালোচনা করবেন। নতুন পাঠ ঘোষণার আগে পাঠ উপযোগী নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরগুলো ব্যবহার করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
নাগদানবটি কার বিরোধিতা করতে চেয়েছিল?	ঈশ্বরের
নাগদানবের কয়টি মাথা ও কয়টি শিং ছিল?	সাতটি মাথা ও দশটি শিং
শয়তান বা নাগদানবের মধ্যে কী প্রবেশ করেছিল?	অহংকার
শিক্ষক এবার পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে তা লিখে দেবেন।	

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠটি প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বরের রাজত্ব গ্রহণ না করে শয়তান কী করল?	বিদ্রোহ করল।
২. বিদ্রোহের ফলে স্বর্গে কী দেখা দিল?	যুদ্ধ।
৩. নাগদানব বা শয়তানের সাথে স্বর্গে কারা যুদ্ধ করেছিল?	মহাদূত মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী
৪. যুদ্ধে কারা পরাজিত হলো?	শয়তান ও তার দল
৫. পরাজয়ের ফল কী হলো?	শয়তান ও তার দলকে আর স্বর্গে থাকতে দেওয়া হলো না
৬. শয়তান ও তার সঙ্গীদের অপরাধ কী ছিল?	স্বাধীন ইচ্ছার অপরাধ
৭. ঈশ্বর শয়তানদের জন্য কী সৃষ্টি করলেন?	নরক।

৮. নরক স্থানটি কেমন?	সেখানে সবসময় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।
৯. শয়তানের কাজ কী?	ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য কাজ করে
১০. শয়তান আর কী কাজ করে?	সারা জগতকে ভোলায়, মিথ্যার জন্ম দেয়, দলাদলি ও অশান্তি সৃষ্টি করে।
১১. প্রথমে শয়তান কাকে পাপে ফেলেছে?	প্রথমে হবাকে পরে আদমকে
১২. যীশু কাকে পরাজিত করেছেন?	শয়তানকে
১৩. যারা সবসময় মন্দ কাজ করে তারা কীসের বংশধর?	শয়তানের
১৪. কারা শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে?	যাদের বিশ্বাস শক্ত
১৫. বর্তমান যুগে কোনো কোনো মানুষ কী করে?	অন্য মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠটি কতটুকু বুঝতে পেয়েছে তা যাচাই করার জন্য নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলো করতে পারেন

১ কে বা কারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল?
২. নাগদানবটি দেখতে কেমন ছিল?
৩. স্বর্গের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কারা পরাজিত হয়েছিল?
৪. শয়তান ও তার সঙ্গীদের অপরাধ কী ছিল?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শ্রেণিতে যারা দুর্বল শিক্ষক তাদেরকে বিষয়টি আবার বুঝিয়ে দেবেন।
২. ছোট ছোট দল করে আলোচনার মাধ্যমে সবল শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় দুর্বল শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

পরিকল্পিত কাজ ১. শয়তান ও তার সঙ্গীদের শাস্তি পাবার কারণগুলো লিখবে।
২. শিক্ষার্থীরা কোন পথ অবলম্বন করবে তা লিখবে।

শয়তানের পরাজয়

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ১৪ প্রত্যাদেশ---------- ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

শিখনফল : ৪.১.৩ শয়তান ও তার সঙ্গীদের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১.৪ ঈশ্বরের আরাধনা করবে।

উপকরণ : শয়তানের কাজ ও ঈশ্বরের কাজের তালিকার চার্ট, পাঠ্যপুস্তক, চক ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্ব পাঠ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করে নতুন পাঠ উপস্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কে যীশুকে প্রলোভনে ফেলতে চেয়েছিল?	শয়তান
২. শয়তানকে পরাজিত করেছিল কে?	যীশু
৩. কারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে?	যাদের বিশ্বাস দুর্বল
৪.কারা শয়তানের বংশধর	যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে চলে।

শিক্ষক এবার পাঠ উপস্থাপন করবেন ও বোর্ডে তা লিখে দেবেন।

খ. শিক্ষক আজকের পাঠটি সহজ সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. শয়তানের কাজ ধক্ষংস করতে কে এ পৃথিবীতে এসেছেন?	যীশু খ্রিষ্ট
২. কোন গ্রন্থে তা বলা হয়েছে?	প্রত্যাদেশ গ্রন্থে
৩. শয়তান যীশুকে কোথায় প্রলোভনে ফেলতে চেয়েছিল?	মরুভূমিতে
৪. যীশু শয়তানকে কী বলে তিরস্কার করেছেন?	দূর হও শয়তান
৫. আমরা যদি শয়তানকে পরাজিত করতে চাই তাহলে কী করতে হবে?	যীশুর মতো কাজ করতে হবে।
৬. অহংকার ও গর্ব করা কার কাজ?	শয়তানের
৭. সত্য প্রতিষ্ঠা ও শান্তি স্থাপন করা কার কাজ?	ঈশ্বরের
৮. শয়তানের পরাজয়ের ফল কী?	নরকের শাস্তি

মূল্যায়ন : শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

(১) শয়তান যীশুকে কোথায় প্রলোভিত করেছিল?

(২) অহংকার করা কার কাজ?

(৩) শয়তানের পরাজয়ের ফল কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক আরও ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠটি আবার বুঝিয়ে দেবেন।

২. সবল শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় দুর্বল শিক্ষার্থীদের বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবেন।

৩. প্রয়োজনে দুর্বল শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে আবার বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরের পাঁচটি কাজ তালিকাভুক্ত করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

পবিত্র বাইবেল

'বাইবেল' শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। বাইবেল অর্থ হচ্ছে বইপুস্তক। একটা লাইব্রেরিতে যেমন অনেক বই থাকে, তেমনি বাইবেলও একটা লাইব্রেরির মতো। কারণ অনেক ছোট-বড় পুস্তক নিয়ে হলো বাইবেল। এখন আমরা যে ধরনের বই দেখি বা ব্যবহার করি, আগের দিনে সেরকম ছিল না। তখনও কাগজ আবিষ্কার হয় নি। তখন বই লেখা হতো চামড়া অথবা পাতার পর। পুরো বইটা হাত দিয়ে লেখা হতো। প্রথম বাইবেল লেখা হয়েছিল চামড়ার ওপর।

পবিত্র বাইবেল

বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী

পবিত্র বাইবেল হলো খ্রিস্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী বা কথা। ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা ও ইচ্ছার কথা জানতে পারি। কীভাবে তিনি আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন তা জানতে পারি। তাঁর ইচ্ছা জেনে পাপের পথ ত্যাগ করে পবিত্রতার পথে চলতে পারি। পৃথিবীতে নানা রকম মন্দতা থাকলেও আমরা যেন আশা না হারাই। পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বরের কথাগুলো আমরা অবশ্যই ভক্তি সহকারে পাঠ করব, গ্রহণ করব ও মেনে চলব।

বাইবেল একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ

ঈশ্বর পবিত্র। তিনি সকল পবিত্রতার উৎস। বাইবেল হলো সেই পবিত্র ঈশ্বরের কথা। বাইবেলে লিখিত প্রতিটি কথাই পবিত্র। যুগের পর যুগ পবিত্র ঈশ্বর কীভাবে মানব জাতিকে ভালোবাসলেন, তাই বাইবেলে লেখা হয়েছে। পবিত্র বাইবেলকে আমরা সর্বদা শ্রদ্ধা করি। যেমন মা-বাবা ও

অন্যান্য গুরুজনের কথা মেনে চলার মাধ্যমে তাঁদেরকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। তেমনিভাবে পবিত্র বাইবেলের বাণী অনুযায়ী জীবন-যাপন করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বাইবেল পাঠ

পবিত্র বাইবেল পাঠ করার অর্থ প্রার্থনা করা। আর প্রার্থনা করার অর্থ হলো ঈশ্বরের সাথে কথা বলা। আমরা যখন পবিত্র বাইবেলের সামনে বসি তখন যেন মনে রাখি, আমরা ঈশ্বরের সামনেই বসে আছি। যখন বাইবেলের বাণী শুনি তখন ঈশ্বরের বাণী শুনি। বাইবেলের কথাগুলো শুধু মুখস্থ করলে বা মানুষকে শোনাতে পারলেই যথেষ্ট নয়। অথবা বাইবেলকে যত্ন সহকারে আলমারিতে বা সেলফে রেখে দিলেও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। বরং ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে সেই অনুসারে জীবন-যাপন করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের বাণী আমাদের জীবনে মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি। এ জন্য বাইবেল পাঠের পর নীরবে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে ধ্যান করতে হয়। ঈশ্বরের কথা শোনার চেষ্টা করতে হয়। এভাবে আমরা আমাদের জীবনে তাঁর উপস্থিতি বুঝতে ও তাঁর ইচ্ছা জানতে চেষ্টা করি।

কী শিখলাম

অনেক পুস্তক নিয়ে বাইবেল। বাইবেল আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বাইবেল হলো ঈশ্বরের কথা, আমাদের মুক্তির ইতিহাস। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের সামনে বাইবেল পাঠ করতে হয়।

পরিকল্পিত কাজ

১। একটি বাইবেলের একপাশে জ্বলন্ত মোমবাতি অন্যপাশে একটি ক্রুশের ছবি খাতায় অঙ্কন কর।

২। গান গাও: বাইবেল, বাইবেল,বাইবেল/ পবিত্র এই বাইবেল . . . .

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। বাইবেল কথাটি .... ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে।

খ। বাইবেল হলো একটি .... মতো।

গ। খ্রিষ্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো .... ।

ঘ। বাইবেলে লিখিত প্রতিটি কথাই ....।

ঙ। বাইবেল হলো .... ইতিহাস।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। খ্রিষ্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ	ক। চামড়ার ওপর।
খ। বাইবেল একটা	খ। বাইবেল।
গ। প্রথম বাইবেল লেখা হয়েছে	গ। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে।
ঘ। ঈশ্বরের বাণী অনুসারে জীবন-যাপন করা	ঘ। লাইব্রেরির মতো।
	ঙ। বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ বাইবেল কেমন ধর্মগ্রন্থ?

(ক) পবিত্র (খ) সাধারণ

(গ) অসাধারণ (ঘ) বিশেষ

৩.২ আগের দিনে বই কোথায় লেখা হতো?

(ক) পাথরের ওপর (খ) কাগজের ওপর

(গ) চামড়ার ওপর (ঘ) পাতার ওপর

৩.৩ ঈশ্বর কার মাধ্যমে আমাদের কাছে কথা বলেছেন?

(ক) ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে (খ) সরকারের মাধ্যমে

(গ) দূতদের মাধ্যমে (ঘ) প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে

৩.৪ ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে মানুষ কার ইচ্ছা জানতে পারে?

(ক) শয়তানের (খ) দিয়াবলের

(গ) ঈশ্বরের (ঘ) মানুষের

৩.৫ পবিত্র বাইবেলের বাণী কীভাবে পাঠ করব?

(ক) অপবিত্রভাবে (খ) ভক্তিসহকারে

(গ) সাধারণভাবে (ঘ) অসাধারণভাবে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। বাইবেল কী?

খ। বাইবেলে কী লেখা আছে?

গ। কেমন করে বাইবেল পাঠ করতে হয়?

ঘ। প্রার্থনা করার অর্থ কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। বাইবেল কাকে বলে?

খ। বাইবেল ঈশ্বরের বাণী, তুমি কীভাবে বুঝবে?

গ। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বাইবেলের গুরুত্ব কতটুকু?

পবিত্র বাইবেল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৫.২ পবিত্র বাইবেল পাঠ করতে পারবে ও বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

শিখনফল : ৫.১.১ ঈশ্বরের বাণী কী তা বর্ণনা করতে পারবে।
৫.১.২ বাইবেলকে কেন ঈশ্বরের বাণী বলা হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।
৫.১.৩ পবিত্র বাইবেলের বাণী ভক্তি সহকারে পাঠ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী

পাঠ -১ পৃষ্ঠা ১৮ "বাইবেল" ------------ মেনে চলব।

শিখনফল : ৫.১.১ পবিত্র বাইবেল কী তা বর্ণনা করতে পারবে।
৫.১.২ বাইবেলকে কেন ঈশ্বরের বাণী বলা হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পবিত্র বাইবেল, বাইবেল স্ট্যান্ড, মোমবাতি, ফুল, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার, বোর্ড ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক পাঠটি উপস্থাপন করার আগে শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই পূর্বক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বাইবেল অর্থ কী?	বই পুস্তক
২। বাইবেল শব্দটি কোন্ ভাষা থেকে এসেছে?	গ্রিক ভাষা
৩। বাইবেল কী সবাই পড়তে পারে?	হ্যাঁ, পারে।

১. শিক্ষক এবার নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে সহজ, সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কী দেখতে লাইব্রেরির মতো?	বাইবেল
২। প্রথমে বাইবেল (বই, পুস্তক) কিসের উপর লেখা হতো?	চামড়া অথবা পাতার উপর
৩। প্রথম বাইবেল কিসের উপর লেখা হয়েছিল?	চামড়ার উপর
৪। খ্রিষ্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কী?	পবিত্র বাইবেল
৫। আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি কী?	ঈশ্বরের বাণী
৬। ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে আমরা কী জানতে পারি?	ঈশ্বরের ভালোবাসা ও ইচ্ছার কথা জানতে পারি।

৭। ঈশ্বরের ইচ্ছা জেনে আমরা কী করতে পারি?	পাপের পথ ত্যাগ করতে পারি
৮। পাপের পথ ত্যাগ করে আমরা কী করতে পারি?	পবিত্রতার পথে চলতে পারি
৯। পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বরের কথাগুলোকে আমরা কী করব?	ভক্তি সহকারে পাঠ করব ও মেনে চলব।

মূল্যায়ন : শিক্ষক পাঠ্য বিষয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে কি না তা যাচাই করার জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন করতে পারেন।

(১) খ্রিষ্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কী? (২) আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে কী লেখা আছে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে আবার পাঠটি বুঝিয়ে দেবেন।
২. প্রয়োজনবোধে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে সাহায্য করবেন।
৩. সম্ভব হলে যে সব শিক্ষার্থী ভালো বুঝেছে তাদের সহযোগিতায় সাহায্য করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। প্রত্যেকে নিজের বাড়িতে বাইবেল রাখার জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করে সেখানে বাইবেল রাখবে।

বাইবেল একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ

পাঠ - ২ পৃষ্ঠা ১৮-১৯ ঈশ্বর পবিত্র ------------ নিবেদন করি।

শিখনফল : ৫.১.২ বাইবেলকে কেন ঈশ্বরের বাণী বলা হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, পবিত্র বাইবেল, স্ট্যান্ড, মোমবাতি, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

১. গান অথবা প্রার্থনা দিয়ে শুরু করবেন।
২. পূর্বজ্ঞান যাচাই এর জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।
৩. পাঠটি ঘোষণার আগে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সাহায্য নেবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১। খ্রিষ্টধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কী?	পবিত্র বাইবেল
২। পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে কার কথা জানতে পারি?	ঈশ্বরের কথা
৩। পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা আর কী জানতে পারি?	মুক্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও তা বোর্ডে লিখে দেবেন।

৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নউত্তরের মাধ্যমে সহজ সরল ভাষায় শিক্ষক আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সকল পবিত্রতার উৎস কে?	ঈশ্বর।
২। পবিত্র ঈশ্বরের কথা কোথায় পাওয়া যায়?	পবিত্র বাইবেলে।
৩। বাইবেলে লিখিত প্রতিটি কথা কেমন?	পবিত্র।
৪। ঈশ্বর যে মানবজাতিকে ভালোবাসেন সে কথা কোথায় লেখা আছে?	পবিত্র বাইবেলে।
৫। পবিত্র বাইবেলকে আমরা কী জানিয়ে থাকি?	শ্রদ্ধা।
৬। পবিত্র বাইবেলকে শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে আমরা কাকে শ্রদ্ধা জানাই?	স্বয়ং ঈশ্বরকে।

মূল্যায়ন : ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে পেরেছে কি না তা জানতে চেষ্টা করবেন।
(১) সকল পবিত্রতার উৎস কে?
(২) বাইবেল কী?
(৩) বাইবেলে কী লেখা আছে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. যে সব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পারে নি তাদের তিরস্কার না করে আবার বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন।
২. পাঠটি বার বার অনুশীলন করার মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করবেন।
৩. সবল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় দুর্বল শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যেমন অভিভাবকদের সাহায্যে মনোযোগী হতে উৎসাহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শ্রেণিকক্ষে পবিত্র বাইবেল স্থাপন করে শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা করবে।

বাইবেল পাঠ

পাঠ-৩ পৃষ্ঠা ১৯ পবিত্র বাইবেল ------------ জানতে চেষ্টা করি।

শিখনফল : ৫.১.৩ পবিত্র বাইবেলের বাণী ভক্তি সহকারে পাঠ করবে।

উপকরণ : বাইবেল, একটি পরিবরের ছবি, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবে। এরপর শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পূর্বপাঠ যাচাই করে আজকের পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সকল পবিত্রতার উৎস কে?	ঈশ্বর।
২। ঈশ্বরের কথা কোথায় পাওয়া যায়?	পবিত্র বাইবেলে।
৩। পবিত্র বাইবেলকে সবাই কী করে থাকে?	শ্রদ্ধা করে থাকে।

. এরপর শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও তা বোর্ডে লিখে দেবেন।

. নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে সহজ সরল ভাষায় আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষক আজকের পাঠে অগ্রসর হবেন।

	প্রশ্ন উত্তর
১। পবিত্র বাইবেল পাঠ করার অর্থ কী?	প্রার্থনা করা।
২। প্রার্থনা করার অর্থ কী?	ঈশ্বরের সাথে কথা বলা।
৩। বাইবেলের সামনে বসার অর্থ কী?	ঈশ্বরের সামনে বসা।
৪। কী সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?	ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে সেই অনুসারে জীবন যাপন করা।
৫। আমাদের ভালোবাসা আমরা কীভাবে প্রকাশ করি?	ঈশ্বরের বাণী জীবনে মেনে নিয়ে।
৬। ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে কী করতে হয়?	নীরবে ধ্যান করতে হয়।
৭। ঈশ্বরের বাণী পাঠের মাধ্যমে আমরা কী জানতে পারি?	ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে চেষ্টা করি।

মূল্যায়ন : ১. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করবেন তারা পাঠটি যথার্থভাবে বুঝতে পেরেছে কি না।

(১) বাইবেল কাকে বলে?

(২) বাইবেল কীভাবে পাঠ করতে হয়?

(৩) প্রার্থনা করার অর্থ কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. দুর্বল শিক্ষার্থীরা যদি পাঠটি না বুঝে থাকে তাহলে আবার আরও সহজভাবে তা বোঝানোর চেষ্টা করবেন শিক্ষক।

২. সবল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় দুর্বল শিক্ষার্থীদের আলোচনার মাধ্যমে পাঠটি বুঝতে সাহায্য করবেন।

৩. প্রয়োজনে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে সাহায্য করতে পরামর্শ দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা একটি পরিবারে কিভাবে বাইবেল পাঠ করতে হয় তার অভিনয় করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

সিনাই পর্বতে মোশীর হাতে দশ আজ্ঞা

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। তাই তিনি চান আমরা যেন প্রকৃত সুখী মানুষ হই। তিনি আমাদের জন্য দশটি আজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা এই যে, আমরা যেন এই আজ্ঞাগুলো পালন করি। এগুলো পালন করলে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি। এভাবে আমরা সুখী জীবন-যাপন করতে পারি। আগের শ্রেণিতে আমরা ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা ধীরে ধীরে আজ্ঞাগুলোর অর্থ জানব। প্রথমে আমরা জেনে নিব ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞাটির অর্থ। ঈশ্বর মোশীর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে বলেন: "তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে।"

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

১। তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।

২। ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না।

৩। বিশ্রামবার (রবিবার) বিশ্রাম করে তা শুদ্ধভাবে পালন করবে।

৪। পিতা মাতাকে সম্মান করবে।

৫। নরহত্যা করবে না।

৬। ব্যভিচার করবে না।

৭। চুরি করবে না।

৮। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

৯। পরস্ত্রী/পরপুরুষে লোভ করবে না।

১০। পরদ্রব্যে লোভ করবে না।

প্রথম আজ্ঞা: তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।

প্রথম আজ্ঞার অর্থ: প্রভু ঈশ্বর আমাদের জন্য এই আজ্ঞাটি দিয়েছেন, আমরা যেন তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। আমরা যেন স্বীকার করি তিনি সর্বদা ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। কখনও তাঁর পরিবর্তন হয় না। তিনি সব সময় বিশ্বস্ত ন্যায়বান। তাঁর মধ্যে কোনো মন্দতা নেই। তাই তিনি চান আমরা যেন তাঁর বাণী গ্রহণ করি। তাঁর ওপর যেন পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি। সব সময় যেন স্বীকার করি যে, তিনি সব কিছুর কর্তা, সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও মঙ্গলময়। আমরা তাঁর ওপর ভরসা রাখতে পারি। তাঁকে ভালোবাসতে পারি।

ঈশ্বরকে পূজা করার অর্থ হচ্ছে তাঁর আরাধনা বা উপাসনা করা। ঈশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা করার সময় আমরা স্বীকার করি যে, তিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। আরও স্বীকার করি, তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, সবকিছুর প্রভু ও কর্তা। আরাধনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

নিজেদেরকে তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে দান করি। আমরা স্বীকার করি, তিনিই সব কিছুর উৎস। তাঁর মধ্য দিয়েই সবকিছু টিকে আছে। ঈশ্বরের আরাধনা করার মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করি। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরের মহান কাজ স্মরণ করি। মারীয়ার মতো নম্র হই। আমরা স্বীকার করি যে, আমরা তাঁর মতো পবিত্র নই। তাই তাঁর পবিত্রতা স্বীকার করি ও দয়া চাই। ঈশ্বরের উপাসনার মাধ্যমেই আমরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করি। আমরা আরও বেশি দায়িত্বশীল হই ও তাঁর প্রতি বাধ্য হতে শিখি।

কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা করা যায়

১। ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে;

২। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে;

৩। তাঁর প্রশংসা করে;

৪। প্রতিজ্ঞা ও ব্রতপালনের মাধ্যমে;

৫। ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করে;

৬। ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবেসে;

৭। দীনদরিদ্রদের সেবা করে;

৮। তাঁর ইচ্ছা পালন করে ও বাধ্য থেকে।

স্বপ্ন ও সমর্পণ দুই ভাইবোন। এক জনের বয়স ১০ অন্য জনের বয়স ৭ বৎসর। তাদের দুইজনেরই রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি ও ভালোবাসা। তারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় মায়ের সাথে প্রার্থনা করে। তাদের মা বাইবেল পাঠ করে শোনালে তারা মন দিয়ে শোনে। টিভিতে তাদের প্রিয় অনুষ্ঠান থাকলেও তারা প্রার্থনা বাদ দেয় না। রবিবার দিন স্কুল খোলা থাকলেও তারা নিয়মিত খ্রিষ্টযাগে যায়। রাস্তায় গরিব-দুঃখী মানুষ দেখলে তারা দান করে। উৎসবের সময় বাবামায়ের কাছে বেশি দামি জামাকাপড় দাবি করে না। তারা সবার সাথে মিলেমিশে থাকে। সব বিষয়ে তারা ঈশ্বরের কথামতো চলতে চেষ্টা করে। বিপদে আপদে ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখে।

কী শিখলাম

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। তিনি চান আমরা যেন সুখী মানুষ হই। তাই তিনি আমাদের দশটি আজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি চান আমরা যেন এই আজ্ঞাগুলো পালন করি। সব সময় যেন তাঁর আরাধনা করি।

পরিকল্পিত কাজ

১। তুমি কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা কর? তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

২। প্রথম আজ্ঞাটি একটি কাগজে সুন্দরভাবে লিখে চারদিকে ফুলপাতার নকশা অঙ্কন কর। তারপর একটি জায়গায় সাজিয়ে রাখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। ঈশ্বর আমাদের ...... আজ্ঞা দিয়েছেন।

খ। আরাধনার মাধ্যমে আমরা নিজেকে ....ভাবে দান করি।

গ। ঈশ্বর সবসময় বিশ্বস্ত ও ....।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান	ক। আমরা সুখী হই।
খ। তিনি চান	খ। ভরসা রাখতে পারি।
গ। ঈশ্বরের ওপর আমরা	গ। ও দয়ালু।
	ঘ। আমরা ঠিকমতো জীবন-যাপন করি।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। আমরা কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি?

খ। প্রথম আজ্ঞায় ঈশ্বরকে কী করতে বলা হয়েছে?

গ। ঈশ্বরকে আরাধনা করার অর্থ কী?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। প্রথম আজ্ঞাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর।

খ। কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করা যায়?

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১. ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার প্রথম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখণফল : ৬.১.১. ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৬.১.২. একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

পাঠ ১ও ২ পৃষ্ঠা ২২-২৪ ঈশ্বর -------------------- তাঁর প্রতি বাধ্য হতে শিখি।

শিখনফল : ৬.১.১. ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ : বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, সিনাই পর্বতে মোশীর হাতে দশ আজ্ঞার ফলক, প্রার্থনারত একজন ছোট ছেলে-মেয়ের ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর শিক্ষক তাদের স্মরণ করিয়ে দিবেন যে, ২য় শ্রেণিতে তারা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা সম্বন্ধে পড়েছে। তাদের মনে আছে কিনা তা শিক্ষক যাচাই করে নিবেন। এরপর নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের বাড়িতে কী কোন রকমের নিয়ম আছে? যেমন সন্ধ্যা প্রার্থনা করা, ঘুম থেকে সঠিক সময়ে ওঠা ইত্যাদি ।	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
২. বাড়িতে কে তোমাদের সেই সব নিয়ম গুলো পালন করতে বলেন?	বাবা, মা, ও গুরুজনেরা
৩. নিয়ম মেনে চললে কী হয়?	আমাদের মঙ্গল হয় এবং জীবন সুন্দর হয়।
৪. যখন আমরা কাউকে প্রকৃতভাবে ভালোবাসি তখন আমরা তাদের জন্য কী করি?	আমরা জানতে চেষ্টা করি তারা কী চায় বা পছন্দ করে।

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন। পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষক বুঝিয়ে বলবেন সব জায়গায়ই নিয়মকানুন আছে এবং নিয়ম আমাদের মেনে চলতে হয়। এগুলো মেনে চললে আমাদেরই মঙ্গল হয়। পরে নিম্নলিখিত প্রশ্ন - উত্তরের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. সিনাই পর্বতে ঈশ্বর মোশীকে কী দিয়েছিলেন?	আজ্ঞা
২. আজ্ঞা মানে কী?	ঈশ্বরের আদেশ।
৩. ঈশ্বর মোশীর কাছে কয়টি আজ্ঞা দিয়েছিলেন?	দশ আজ্ঞা
৪. দশ আজ্ঞা প্রথম আজ্ঞাটি কী?	তুমি তোমার আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।
৫. ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কী করতে হবে?	আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি সেই কাজগুলো করতে যেগুলো তিনি করতে আদেশ করেন।
৬. ঈশ্বরকে আরাধনার অর্থ কী?	তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে জীবন-যাপন করা। অর্থাৎ তাঁকে পূজা করা।
৭. বরিবার দিন আমরা কী করব?	খ্রিষ্টযাগে যোগদান করব।

শিক্ষক প্রথম আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিবেন।

ব্যাখ্যা : সর্ব প্রথমে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে কেননা অন্য সব কিছু ঈশ্বরের দান। তিনি তো চান তোমরা যেন তাঁর প্রতি ভালোবাসায় বিশ্বস্ত থাক কারণ তিনি হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। ইস্রায়েল জাতির মানুষকে ঈশ্বর স্পষ্টই বলেছেন যে, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন দেবতা যেন তাদের না থাকে। ঈশ্বরই হবেন তাদের সবকিছুর কর্তা এবং সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর নিজেই বলেছেন ‘‘ আমি তোমার ঈশ্বর ভগবান, তুমি অন্য কোন দেবতার সামনে প্রণিপাত কর না।”

মূল্যায়ন : পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. দশ আজ্ঞা প্রথম আজ্ঞাটি কী?

২. ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কী করতে হবে?

৩. ঈশ্বরকে আরাধনার অর্থ কী?

৪. প্রথম আজ্ঞাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয় গুলোর উপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. প্রথম আজ্ঞাটি একটি কাগজে সুন্দরভাবে লিখে চারদিকে ফুলপাতার নকশা অঙ্কন কর।

কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা করা যায়

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ২৪ ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা -------------------------------------ভরসা রাখে।

শিখনফল : ৬.১.২ একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করবে।

উপকরণ : প্রার্থনারত একজন ছোট ছেলে/ মেয়ের ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বর আমাদের জন্য কয়টি আজ্ঞা দিয়েছেন ?	দশটি আজ্ঞা।
২. প্রথম আজ্ঞায় কী করতে বলা হয়েছে ?	তুমি তোমার আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।
৩ .ঈশ্বরকে আরাধনা করার অর্থ কী ?	শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রশংসা করা।

এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। পরে শিক্ষক পাঠটি সহজ সরলভাবে পাঠটি শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করবেন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তুমি কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করবে?	প্রার্থনার মাধ্যমে ও ঈশ্বরের আদেশ পালন করে।
২. ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান ?	যেন আমরা সুখি হই।
৩. ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কী করতে হবে ?	প্রার্থনা করতে হবে, সেবা করতে হবে, ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শিক্ষক এবার পাঠ্য পুস্তকের গল্পটি সহজ সরল ভাষায় বলবেন ।২৪ পৃষ্ঠার স্বপ্ন ও সমর্পণের গল্পটি।

মূল্যায়ন : পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. তুমি কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করবে ?

২. ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান ?

৩. ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কী করতে হবে ?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর উপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।

৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. তুমি কীভাবে আরাধনা কর? তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

সপ্তম অধ্যায়

পাপ

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা সুখী মানুষ হই। অন্তরে সুখ থাকলেই আমরা সুখী মানুষ হতে পারি। যারা তাঁর মতো পবিত্র হতে চেষ্টা করে তাদের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক ভালো থাকে। তাঁর সাথে সম্পর্ক ভালো থাকলেই আমরা অন্তরে সুখ অনুভব করি। ঈশ্বর জানেন, আমরা দুর্বল মানুষ। তাই সবসময় আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলতে পারি না। অর্থাৎ আমরা পাপ করে থাকি। পাপ করি বলে আমরা সম্পূর্ণ পবিত্রও হতে পারি না। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি ও পাপ কত প্রকার। আমরা আরও দেখব পাপের ফল কী এবং কীভাবে পাপ না করে চলা যায়।

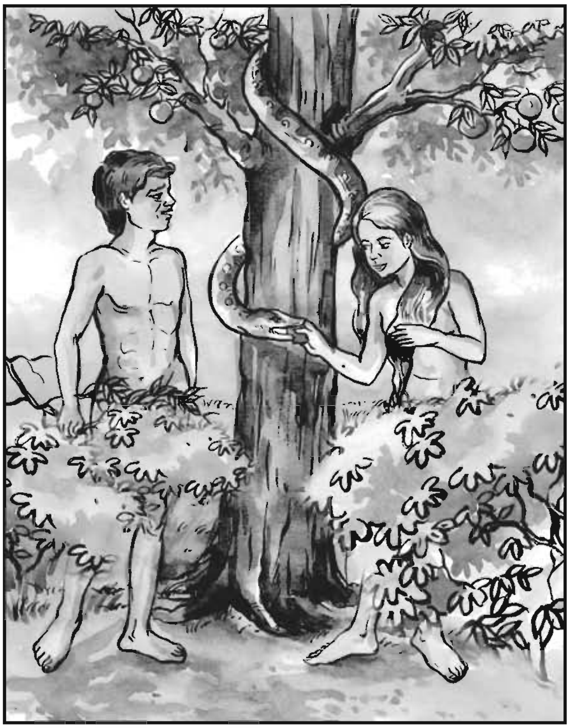

এদেন বাগানে শয়তান হবাকে ফল দিচ্ছে

পাপ কী

আমাদের মা–বাবা আমাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন কাজের বা ভালো পথে চলার আদেশ দেন। তাঁরা আমাদের ভালোবাসেন, আমাদের ভালো চান। আমরা তাঁদের আদেশগুলো পালন করলে তাঁরা খুশি হন। আর পালন না করলে তাঁরা দুঃখ পান। ঈশ্বর আমাদের পিতা। আমরা তাঁর সন্তান। তিনি আমাদেরকে যে আজ্ঞাগুলো দিয়েছেন সেগুলো আমরা জানি। আজ্ঞাগুলো জেনেও যখন আমরা সেগুলো অমান্য করি, তখনই আমরা পাপ করি। তাহলে বলতে পারি: জেনে শুনে নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করাই হলো পাপ। চিন্তা, কথা ও কাজ দিয়ে আমরা অনেক সময় তাঁর আজ্ঞাগুলো অমান্য করি।

পাপের প্রকারভেদ

পাপ দুই প্রকার: মৌলিক পাপ ও স্বকৃত পাপ।

১। মৌলিক পাপ: আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হবা এদেন বাগানে সুখে বাস করছিলেন। ঈশ্বর তাঁদেরকে একটা বিশেষ গাছের ফল খেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে শয়তানের কথা শুনে সেই ফল খেয়েছিলেন। এভাবে তাঁরা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন। এই অবাধ্যতা তাঁদের প্রথম পাপ। তাঁদের এই পাপটিকে বলা হয় মৌলিক পাপ। তাঁদের পাপের পর থেকে সব মানুষ আত্মায় মৌলিক পাপের দাগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই পাপ আমরা জেনেশুনে বা নিজের ইচ্ছায় করি না। দীক্ষাস্নানের দ্বারা এই পাপ আমাদের আত্মা থেকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

২। স্বকৃত পাপ: আমরা নিজের ইচ্ছায়, জেনেশুনে যে পাপ করি তাকে বলা হয় স্বকৃত পাপ। যেমন, আমরা জানি সপ্তম আজ্ঞায় আছে, চুরি করবে না। তা জেনেও আমরা যখন কারও জিনিস চুরি করি, তখন আমরা পাপ করি। কারণ এই পাপ আমরা জেনেশুনে ও নিজের ইচ্ছায় করি। অনুতাপ ও পাপস্বীকারের মধ্য দিয়ে আমরা এই পাপের ক্ষমা পেতে পারি।

হারানো পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতার গল্পের নৈতিক শিক্ষা

ছোট ছেলে দূর দেশে চলে যাচ্ছে

যীশু একদিন একটি গল্প বললেন:

এক লোকের দুইটি ছেলে ছিল। একদিন ছোট ছেলেটি বাবাকে বলল, 'বাবা! আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও।' বাবা তাকে তার ভাগের সম্পত্তি দিয়ে দিলেন। বাবার কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি সব বিক্রি করে টাকাপয়সা নিয়ে ছেলেটি দূর দেশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে মন্দভাবে জীবন-যাপন করতে লাগল। সব টাকা পয়সা মন্দ আমোদ–প্রমোদ করে নষ্ট করল। তখন ঐ দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সে খুব অভাবে ও কষ্টে পড়লে। ক্ষুধার জ্বালায় সে এক বাড়িতে শূকর চড়াবার কাজ নিল। সেখানেও সে ঠিকমতো খেতে পেত না। শূকরের খাবার খেয়ে সে পেট ভরাতে চাইত। এমন

সময় তার বাবার ভালোবাসার কথা তার মনে পড়ল। তার বাবার বাড়িতে কত লোক কত বেশি খাবার পাচ্ছে। আর সে কি-না ক্ষুধার জ্বালায় মরছে! তখন সে ঠিক করল যে, সে বাবার কাছে ফিরে যাবে। ফিরে গিয়ে বাবার কাছে ক্ষমা চাবে। সে যা ভাবল তাই করল।

ছোট ছেলে শূকরের খাবার খাচ্ছে

ছোট ছেলে বাবার কাছে ফিরে এসেছে

সে বাবার কাছে ফিরে আসল। বাবা তাকে ক্ষমা করলেন। তাকে ফিরে পেয়ে বাবা খুব খুশি হলেন ও তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে দামি জামা কাপড় পরালেন। তার হাতে আংটি দিলেন। তার জন্য মোটাসোটা বাছুরটা জবাই করে বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাড়িতে সবাইকে নিয়ে উৎসব করতে লাগলেন।

নৈতিক শিক্ষা

নৈতিকতা	অনৈতিকতা
বাধ্যতা	অবাধ্যতা
সম্পদ রক্ষা করা	সম্পদ অপচয় করা
সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করা	খারাপ জীবন-যাপন করা
ভালো বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা	খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করা

পাপের ফল

১। ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়;

২। আমাদের জীবনে অশান্তি দেখা দেয়;

৩। সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়;

৪। আমরা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে পারি না;
৫। আমরা নরকে যাওয়ার যোগ্য হই;
৬। চিরকাল সুখে থাকার যোগ্যতা হারাই;

পাপ পরিহার করার উপায়

১। পাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
২। পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
৩। পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৪। পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করা।
৫। প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা।
৬। ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝা ও মেনে চলা।
৭। পাপ না করার প্রতিজ্ঞা করা।
৮। নিয়মিত প্রার্থনা করা।
৯। নিজের দেহ, মন ও আত্মা পবিত্র রাখার চেষ্টা করা।

কী শিখলাম

পাপ কী, মৌলিক পাপ কী, স্বকৃত পাপ কী তা জেনেছি। পাপের ফলে কী হয় এবং কীভাবে পাপ ত্যাগ করতে পারি, সে বিষয়ে বুঝেছি। নৈতিক জীবন গঠনের চেতনাও লাভ করেছি।

পরিকল্পিত কাজ

১। হারানো পুত্রের গল্পটি শ্রেণিকক্ষে অভিনয় কর।
২। একসঙ্গে নিচের প্রার্থনাটি বল। প্রার্থনাটি মুখস্থ কর।

প্রার্থনা: হে প্রভু যীশু, তুমি আমার সব পাপ ক্ষমা কর। পাপ না করার শক্তি দান কর। আমাকে তোমার কৃপা দান কর। আমি যেন পবিত্র জীবন-যাপন করতে পারি। আমেন।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। পাপ করে আমরা ....কে দুঃখ দেই।
খ। অনুতাপ ও .... মাধ্যমে আমরা পাপের ক্ষমা পেয়ে থাকি।
গ। পাপের ফলে আমরা................ যোগ্য হই।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। পাপের ফলে	ক। মানুষকে ক্ষমা করেন।
খ। পাপ পরিহারের উপায় হলো	খ। মৌলিক পাপ মুছে যায়।
গ। মানুষ বার বার পাপ করলেও ঈশ্বর	গ। আমাদের জীবনে অশান্তি দেখা দেয়।
ঘ। দীক্ষাস্নানের দ্বারা	ঘ। পাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
	ঙ। নিয়মিত দান করা।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ আমরা নিজের ইচ্ছায় জেনে শুনে যে পাপ করি তাকে বলে

(ক) মৌলিক পাপ (খ) আদি পাপ (গ) স্বকৃত পাপ (ঘ) মারাত্মক পাপ

৩.২ হারানো পুত্র ক্ষমাশীল পিতার গল্পের নৈতিক শিক্ষা কোনটি

(ক) দয়া করা (খ) ক্ষমা করা (গ) সেবা করা (ঘ) ভালো ব্যবহার করা

৩.৩ পাপের ফল কোনটি

(ক) অশান্তি (খ) উন্নতি (গ) ঈশ্বরের কৃপা (ঘ) মানুষের ভালোবাসা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পাপ কী?

খ। পাপ কত প্রকার ও কী কী?

গ। মৌলিক পাপ কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পাপের পাঁচটি ফল লেখ।

খ। পাপ পরিহারের পাঁচটি উপায় লেখ।

গ। হারানো পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতা গল্পের নৈতিক ও অনৈতিক দিকগুলো বর্ণনা কর।

পাপ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

৭.২ পাপের ফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখণফল : ৭.১.১ পাপ কী তা বর্ণনা করতে পারবে।

৭.১.২ মারাত্মক পাপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে ।

৭.১.৩ লঘু পাপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে ।

৭.১.৪ পাপের ফল বর্ণনা করতে পারবে।

৭.১.৫ পাপ পরিহার করে চলবে।

পাঠ বিভাজন ৪

পাপ , পাপ কী? এবং পাপের প্রকার ভেদ

পাঠ ১ ও ২ পৃষ্ঠা ২৬-২৭ ঈশ্বর ------------------------------------ পেতে পারি।

শিখনফল ৭.১.১. পাপ কী তা বর্ণনা করতে পারবে।

৭.১.২. মারাত্মক পাপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, এদেন বাগানে আদম - হবা ও সাপের ছবি এবং মারামারি/ঝগড়া করার ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. বাবা-মার কথার অবাধ্য হলে কী হয়?	পাপ হয়।
২. পাপের ফলে কী হয়?	দূরে সরে যাই। সহজ হতে পারি না।
৩. তুমি যখন এই রকম অবাধ্য হও তখন তোমার কেমন লাগে?	কষ্ট লাগে, মনে কোন আনন্দ থাকে না।

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। সংক্ষেপে আদম হবার পাপের কাহিনীটি শিক্ষার্থীদের বলবেন পরে আদম-হবার ও মারামারি করছে এমন ছবি দেখিয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
২. আদম হবার পাপ কী ছিল?	ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া।
৩. আমরা কীভাবে পাপ করি?	ঈশ্বরের ও গুরুজনদের আদেশ অমান্য করে।
৪. পাপ কত প্রকার? কী কী?	দুই প্রকার। মৌলিক পাপ ও স্বকৃত পাপ।

৫ মৌলিক পাপ কী?	আদম-হবার পাপ নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি এটাই আদি/ মৌলিক পাপ।
৬. কিসের দ্বারা মৌলিক পাপের ক্ষমা পাই?	দীক্ষাস্নানের দ্বারা ।
৭. স্বকৃত পাপ কী?	নিজের ইচ্ছায় জেনে শুনে যে পাপ করি তাই স্বকৃত পাপ।

মূল্যায়ন : পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. আদম হবার পাপ কী ছিল?
২. আমরা কীভাবে পাপ করি?
৩. পাপ কত প্রকার? কী কী?
৪. মৌলিক পাপ কী?
৫. কিসের দ্বারা মৌলিক পাপের ক্ষমা পাই?
৬. স্বকৃত পাপ কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের আবার প্রশ্ন করবেন এবং না পারলে বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

একসঙ্গে প্রভুর প্রার্থনাটি বলো। প্রার্থনাটি মুখস্থ কর এবং খাতায় লেখ।

হারানো পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতার গল্পের নৈতিক শিক্ষা

পাঠ-৩ পৃষ্ঠা -২৭-২৮ যীশু একদিন একটি গল্প------ মেলামেশা করা।

শিখনফল : ৭.১.৩ লঘু পাপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে

উপকরণ : ছোট ছেলে দূর দেশে চলে যাওয়ার ছবি, বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক সহজ সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে হারানো পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতার গল্পটি বলবেন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কোন ছেলে বাবার সম্পত্তির ভাগ চেয়েছিল?	ছোট ছেলে।
২. ছোট ছেলেটি সম্পত্তি বিক্রির টাকা নিয়ে কোথায় চলে গেল?	দূর দেশে।
৩. সেখানে কেমন জীবন-যাপন করত?	মন্দভাবে।

৪. টাকা পয়সা নষ্ট করার পর তার জীবন কেমন ভাবে চলত?	অতি কষ্টে।
৫.পরে সে কী সিদ্ধান্ত নিল?	বাবার কাছে যাবার এবং ক্ষমা চাওয়ার জন্য।
৬. বাবা তাকে দেখে কী করলেন?	জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন এবং নতুন পোশাক দিলেন ও ভোজের আয়োজন করলেন।
৭. গল্প থেকে তুমি কী শিখলে?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।
৮. তুমি কেমন বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করবে?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।

মূল্যায়ন : পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. গল্পে ছোট ছেলের জীবন কেমন ছিল?

২. কষ্টের সময় তার কার কথা মরে পড়ল?

৩. বাবা ছেলেকে ফিরে আসতে দেখে কী করলেন?

৪. গল্প থেকে তুমি কী শিখলে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১.শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২.পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।

৩.শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. হারানো পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতার গল্পটির নৈতিক ও অনৈতিক দিকগুলো লিখতে দিবেন।

২. হারানো পুত্র ও ক্ষমাশীল পিতার গল্পটি শ্রেণিকক্ষে অভিনয় করবে।

পাপের ফল ও পাপ পরিহার করার উপায়

পাঠ ৪ পৃষ্ঠা ২৮-২৯ ঈশ্বর ---------------------------------- পবিত্র রাখার চেষ্টা কর।

শিখনফল : ৭.১.৪. পাপের ফল বর্ণনা করতে পারবে।

৭.১.৫. পাপ পরিহার করে চলবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার, বোর্ড।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠার পাপের ফল এবং পাপ পরিহার করার উপায় অনুচ্ছেদ গুলো শিক্ষক আলোচনা করার পর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পাপের ফলে কার সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়?	ঈশ্বরের সাথে।
২. পাপের ফলে আমাদের জীবনে ও সমাজে কী দেখা দেয়?	অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা।
৩.পাপের ফলে আমরা কোথায় যাওয়ার যোগ্য হই?	নরকে যাওয়ার।
৪. পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রথমে আমাদের কী করা উচিত?	পাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও অনুতপ্ত হতে হবে।।
৫. পাপের ক্ষমা পাওয়ার জন্য আমাদের কোন সংস্কার গ্রহণ করা উচিত?	পাপস্বীকার সংস্কার।
৬. পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য আমাদের কীভাবে চলা উচিত?	নিয়মিত প্রার্থনা করা, দেহ, মন ও আত্মা পবিত্র রাখার চেষ্টা।

মূল্যায়ন : পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. পাপের ফলে কার সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়?

২. পাপের ফলে আমাদের জীবনে ও সমাজে কী দেখা দেয়?

৩. পাপের ক্ষমা পাবার জন্য আমাদের কোন সংস্কার গ্রহণ করা উচিত?

৪. পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য আমাদের কীভাবে চলা উচিত?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পরেন।

৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. পাপের পাঁচটি ফল ও পাঁচটি পাপ পরিহারের উপায় লিখে আনবে।

অষ্টম অধ্যায়

মুক্তিদাতার জন্ম

আদি পিতা-মাতার পাপের ফলে সকল মানুষ পাপের কারাগারে বন্দী ছিল। যীশু খ্রিষ্ট মানুষকে মুক্ত করলেন। তাই তিনি হলেন আমাদের মুক্তিদাতা। তিনি পুরো মানবজাতির মুক্তিদাতা। মুক্তিদাতা যীশুর জন্মদিনকে আমরা বড়দিন বলি। বড়দিনে আমরা সবাই মিলে অনেক আনন্দ করি। তাঁর জন্মের সময় কিছু কিছু বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। বিভিন্ন মানুষ তাঁকে প্রণাম করতে ও শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। মুক্তিদাতাকে আমরা কোথায় দেখতে পাব, কীভাবে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারব, সে বিষয়ে আমরা এখন পাঠ করব।

গোয়ালঘরে মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম

মুক্তিদাতার জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

আমাদের আদি পিতা-মাতা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করলেন। তাঁদের পাপের কারণে সকল মানুষের মধ্যে পাপ প্রবেশ করল। তাঁদের জীবনে নেমে এলো অশান্তি । স্বর্গ ছেড়ে তাঁদের পৃথিবীতে চলে আসতে হলো। স্বর্গে যাওয়ার জন্য তাঁদের পথ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু দয়ালু ও ক্ষমাশীল ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন। তাই তাদের জন্য তাঁর অনেক দয়া হলো। ঈশ্বর তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে ফেললেন না। চিরদিন তাদেরকে কষ্টের মধ্যেও রাখতে চাইলেন না। তিনি মানুষকে আবার স্বর্গের সুখ ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন, মানুষের মুক্তির জন্য একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন। ঈশ্বর শয়তানকে বললেন, “সকল জীবজন্তুর মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত হবে। তুমি সম্পূর্ণ বুকে ভর দিয়ে চলবে আর ধুলা খেয়ে বাঁচবে। আমি তোমার ও হবার মধ্যে শত্রুতা জাগিয়ে তুলব। তোমার বংশ ও হবার বংশের মধ্যেও শত্রুতা জাগিয়ে তুলব। তার বংশ তোমার মাথা পিষে মারবে। আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারবে।”

মানুষের মুক্তির জন্য এটাই হলো ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি। তাঁর পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে হবার বংশেই মুক্তিদাতা যীশু মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন। তিনি জন্ম নিয়ে শয়তানের শক্তিকে ধ্বংস করলেন। অর্থাৎ পাপ থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করলেন।

মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্য

১। মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করা

২। ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা মানুষের কাছে প্রকাশ করা

৩। মানুষকে ভালোবাসা শিক্ষা দেওয়া

৪। মানুষে মানুষে পুনর্মিলন ঘটানো

৫। ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মিলন ঘটানো

মুক্তিদাতার জন্মের ঘটনা

নাজারেথ নগরে একজন কুমারী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মারীয়া। একদিন স্বর্গদূত গাব্রিয়েল তাঁর কাছে এলেন। তিনি তাঁকে একটি সুসংবাদ দিলেন। তিনি বললেন যে, 'তুমি মুক্তিদাতার মা হবে'। এরকম সংবাদে মারীয়া ভয় পেলেন। তিনি জানালেন, 'আমি অবিবাহিতা। এটি কী করে সম্ভব'। তখন স্বর্গদূত বললেন যে, 'ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব'। তখন মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নিলেন। তিনি বললেন, 'আমি ঈশ্বরের দাসী। আমার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' এরপর মারীয়া মা হতে চললেন। যীশুর জন্মাবার সময় খুব কাছে এসে গেছে। এমন সময় রোম সম্রাট সিজার একটি আদেশ জারি করলেন। তিনি লোক গণনা করতে চাইলেন। তাই সবাইকে নিজ নিজ শহরে

গাব্রিয়েল দূত মারীয়াকে সংবাদ দিচ্ছেন

গিয়ে নাম লেখাতে বললেন। মারীয়ার স্বামী যোসেফ ছিলেন দায়ূদ বংশের লোক। তিনি নাম লেখাতে গেলেন বেথলেহেম নগরে। সঙ্গে নিলেন মারীয়াকে। সেখানে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে গেল। রাত কাটাবার জন্য তাঁরা জায়গা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও জায়গা পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আশ্রয় নিলেন একটি গোয়াল ঘরে। সেখানে ছিল গরু ও ভেড়ার পাল। সে রাতে অনেক শীত ছিল। হাড় কাঁপানো শীতের গভীর রাতে যীশুর জন্ম হলো। মারীয়া যীশুকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন। অতি সাধারণ ও দীন বেশে ঈশ্বর পুত্রের জন্ম হলো। রাজা হয়েও তিনি গরিবের মতোই জন্ম নিলেন।

মুক্তিদাতা যীশুর প্রতি ভক্তি

শীতের রাতে রাখালরা মাঠে আগুন পোহাচ্ছিল। গভীর রাতে স্বর্গদূত রাখালদের দেখা দিলেন। রাখালেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু স্বর্গদূত তাদেরকে যীশুর জন্মের আনন্দ সংবাদ দিলেন। রাখালরা যীশুকে দেখতে ছুটে গেলেন। সেখানে গিয়ে তারা নবজাত যীশুকে প্রণাম জানালেন।

পূর্বদেশের পন্ডিতেরা যীশুকে উপহার দিচ্ছেন

সেই সময় আকাশে একটি উজ্জ্বল তারা দেখা গেল। পূর্বদেশের তিন জন পন্ডিত আকাশে এই উজ্জ্বল তারাটি দেখতে পেয়েছিলেন। তারা দেখে পন্ডিতেরা বুঝলেন পৃথিবীতে নতুন রাজা জন্মেছেন। তাঁকে দেখার জন্য তাঁরা রওনা দিলেন। তারাটিকে অনুসরণ করে তাঁরা পথ চলতে লাগলেন। সঙ্গে নিলেন দামি দামি উপহার।

অবশেষে তাঁরা বেথলেহেম নগরে এসে পৌঁছালেন। গোয়াল ঘরের উপরে এসে তারাটি থামল। পণ্ডিতেরা গোয়াল ঘরের ভিতরে গিয়ে যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে দেখতে পেলেন। উপহারগুলো দিয়ে তাঁরা যীশুকে প্রণাম জানালেন। আমরাও যীশুকে খুঁজে পেতে চাই। তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা নিবেদন করতে চাই। যীশুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হলে আমাদের করণীয় হলো:

১। যীশুর কথা মেনে চলা;
২। তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করা;
৩। পবিত্র হওয়া;
৪। গরিব ও অভাবী ভাইবোনদের দান করা;
৫। অসহায় মানুষের যত্ন নেওয়া।

কী শিখলাম

ঈশ্বর একজন মুক্তিদাতাকে পৃথিবীতে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর সেই পরিকল্পনা অনুসারে মুক্তিদাতা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আসলেন। রাখালদের কাছে মুক্তিদাতার জন্মের সংবাদ শুনে রাখালেরা ও তিনজন পণ্ডিত শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাতে এসেছিলেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। তুমি কীভাবে যীশুকে ভক্তি কর তা লেখ।
২। তোমাদের জানা যে কোনো একটি বড়দিনের গান কর।
৩। একজন গরিব শিশুর জন্য কিছু দান কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। মারীয়াকে যীশুর জন্মের সুসংবাদটি দিয়েছিলেন স্বর্গদূত ....।

খ। যীশুর জন্ম হয়েছিল .... নগরে।

গ। যীশুর জন্মের পর তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন ....পণ্ডিতেরা।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা হলো	ক। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মিলন ঘটান।
খ। আমরা যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি	খ। তিনি একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন।
গ। মুক্তিদাতার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল	গ। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন।
	ঘ। পবিত্র হয়ে।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ ঈশ্বর কথা দিয়েছিলেন মানুষকে মুক্ত করতে তিনি পাঠাবেন একজন

(ক) প্রবক্তা (খ) মুক্তিদাতা (গ) স্বর্গদূত (ঘ) রাজা

৩.২ স্বর্গদূতের সংবাদে মারীয়া খুব

(ক) আনন্দিত হলেন (খ) ভয় পেলেন (গ) অস্থির হলেন (ঘ) রাগ করলেন

৩.৩ স্বর্গদূতেরা বেথলেহেমে যীশু জন্মাবার খবর প্রথম দিয়েছিলেন

(ক) রাজা হেরোদকে (খ) পণ্ডিতদের (গ) রাখালদের (ঘ) প্রবক্তাদের

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মুক্তিদাতার নাম কী?

খ। যীশু কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন?

গ। কোন রাজা লোক গণনার আদেশ জারি করেছিলেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

খ। তুমি কীভাবে যীশুকে ভক্তি কর?

গ। মুক্তিদাতার জন্মের ঘটনাটি লেখ।

মুক্তিদাতার জন্ম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ মুক্তিদাতার পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য ও তাঁর জন্মের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল : ৮.১.১ পৃথিবীতে মুক্তিদাতার আগমন কেন হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে ।
৮.১.২ মুক্তিদাতার জন্মের বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৮.১.৩ পূর্ব দেশের তিন পন্ডিতের মতো করে মুক্তিদাতাকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাবে।

পাঠ বিভাজন : ৫

পাঠের শিরোনাম : মুক্তিদাতার জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

পাঠ ১ ও ২ পৃষ্ঠা ৩০-৩১ আদি পিতা-মাতার ------------------------------------ মুক্ত করলেন।

শিখনফল : ৮.১.১. পৃথিবীতে মুক্তিদাতার আগমন কেন হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে ।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, গোশালায় যীশুর জন্মের একটি ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক প্রথমে প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

১. তোমাদের কি কেউ কখনো কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল? (হ্যাঁ)
২. কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল? (বাবা বলেছিল ভালোভাবে পাশ করলে সাইকেল / পুতুল কিনে দিবে)
৩. যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা কি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল? (হ্যাঁ / না)
৪. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে তোমার কেমন লেগেছিল? (খুব আনন্দ লেগেছিল)

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন। শিক্ষক প্রথমে সংক্ষেপে মুক্তিদাতার জন্মের কাহিনীটি শিক্ষার্থীদের বলবেন এবং পরে গোশালায় যীশুর জন্মের ছবিটি দেখিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
২.আদি পিতা-মাতা কী পাপ করেছিল?	ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল।
৩. পাপের ফলে তাদের কী শাস্তি হয়েছিল?	স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে চলে আসতে হয়েছিল।
৪. ঈশ্বর সাপকে কী শাস্তি দিয়েছিল?	বুকে ভর দিয়ে চলবে এবং সাপের বংশ ও মানুষের বংশের মধ্যে শত্রুতা হবে।
৫ মানুষকে পাপের অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল?	তাঁর একমাত্র পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠাবেন।
৬. যীশু কোথায় জন্ম নিলেন?	বেথলেহেমে।
৭. কোন্ বংশে মুক্তিদাতার জন্ম হয়েছিল?	হবার বংশেই।
৮. মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্য কী ছিল?	মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করা।

মূল্যায়ন : পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. আদি পিতামাতা কী পাপ করেছিল?
২. মানুষকে পাপের অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল?
৩. কোন বংশে মুক্তিদাতার জন্ম হয়েছিল?
৪. মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর উপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্যগুলো লিখবে।

পাঠের শিরোনাম : মুক্তিদাতার জন্মের ঘটনা

পাঠ ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা ৩২-৩৩ নাজারেথ নগরে ---------------------- জন্ম নিলেন।

শিখনফল : ৮.১.২. মুক্তিদাতার জন্মের বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, গাব্রিয়েল দূত মারীয়াকে সংবাদ দিচ্ছেন এবং যীশুর জন্মের ছবি।।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক পূর্ব পাঠের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

২. শিক্ষক সহজ সরল ও আকর্ষণীয় ভাবে গাব্রিয়েল দূত মারীয়াকে সংবাদ দিচ্ছেন ও যীশুর জন্ম কাহিনী বলবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পাঠটি পড়াতে পারেন। পরে নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. মারীয়া কোন নগরে বাস করতেন?	নাজারেথ নগরে।
২. মারীয়া কি বিবাহিত ছিল?	না, কুমারী ছিলেন।
৩. ঈশ্বর মারীয়ার কাছে কোন দূতকে পাঠিয়েছিলেন?	স্বর্গদূত গাব্রিয়েল।
৪. স্বর্গদূতের কথা শোনার পর মারীয়ার উত্তর কী ছিল?	আমি প্রভুর দাসী। আমার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।
৫.যীশুর জন্মের সময়ে কোন সম্রাট লোক গণনার আদেশ দিয়েছিলেন?	রোম সম্রাট সিজার।
৬. মারীয়া ও যোসেফ কোন বংশের লোক ছিলেন?	দায়ুদ বংশের।
৭.মারীয়া ও যোসেফ নাম লিখাতে কোন নগরে গিয়েছিলেন?	বথলেহেম নগরে।
৮. কোন জায়গা খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল?	গোয়াল ঘরে।
৯. যীশুর জন্মের সময়ে পরিবেশ কেমন ছিল?	গভীর রাত ও অনেক শীত।
১০. জন্মের পর মারীয়া যীশুকে কোথায় শুইয়ে রাখলেন?	যাবপাত্রে
১১. কেমন বেশে যীশুর জন্ম হয়েছিল?	অতি সাধারণ ও দীন বেশে।

মূল্যায়ন : পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. মুক্তিদাতার নাম কী?

২. যীশু কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন?

৩. কোন রাজা লোক গণনার আদেশ জারি করেছিলেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয় গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. মুক্তি দাতার জন্মের ঘটনা লিখ।

২. বড়দিনের একটি গান গাইবে।

মুক্তিদাতা যীশুর প্রতি ভক্তি

পাঠ ৫ পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪ শীতের রাতে ---------------------------------- যত্ন নেওয়া।

শিখনফল : ৮.১.৩. পূর্ব দেশের তিন পন্ডিতের মতো করে মুক্তিদাতাকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, পণ্ডিতেরা যীশুকে উপহার দিচ্ছে এমন ছবি, কাউকে উপহার দেওয়া হচ্ছে এমন ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবেন।

১. তোমরা মা-বাবা ও বড়দের শ্রদ্ধা জানাতে কী কর? (প্রণাম করি)

২. তোমরা কী কখনও কারো কাছ থেকে কোন উপহার পেয়েছ? (হ্যাঁ/না)

৩. কেন তারা উপহার দেন? (কারণ তারা আমাদের ভালোবাসেন)

৪. তুমি কি কখনও কাউকে উপহার দিয়েছ? (তারা উত্তর দিবে)

খ) শিক্ষক সহজ সরল ভাষায় তিন পন্ডিতের উপহার প্রদানের ঘটনাটি বলবেন। বলার পর নিম্নের প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠটি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.শীতের রাতে রাখালরা মাঠে কী করছিল?	আগুন পোহাচ্ছিল।
২. স্বর্গদূত রাখালদের কী সংবাদ দিয়েছিল?	যীশুর জন্মের আনন্দ সংবাদ।
৩. রাখালেরা সেখানে ছুটে গিয়ে কী করলেন?	নবজাত যীশুকে প্রণাম জানালেন।
৪. সেই সময়ে আকাশে কী দেখা গেল?	উজ্জ্বল তারা।
৫. কারা সেই উজ্জ্বল তারা দেখতে পেয়েছিল?	পূর্ব দেশের তিনজন পন্ডিত।
৬. তারা দেখে পণ্ডিতেরা কী বুঝেছিলেন?	পৃথিবীতে নতুন রাজা জন্মেছেন।

৭. তারাটিকে অনুসরণ করে তারা কোথায় পৌছলেন?	বেথলেহেম নগরে।
৮. পণ্ডিতেরা গোয়াল ঘরে কোথায় শিশুটিকে কী অবস্থায় দেখতে পেলেন?	যাবপাত্রে শোয়ানো।
৯. পণ্ডিতেরা যীশুকে কী করলেন?	উপহারগুলো দিয়ে প্রণাম জানালেন।
১০. আমরা কীভাবে যীশুকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি?	পবিত্র হয়ে ও যীশুর কথা মেনে চলে।

মূল্যায়ন : পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. শীতের রাতে রাখালরা মাঠে কী করছিল?

২. স্বর্গদূত রাখালদের কী সংবাদ দিয়েছিল?

৩. তারাটিকে অনুসরণ করে পণ্ডিতেরা কোথায় পৌছলেন?

৪. তাঁরা যীশুকে কী করলেন?

৫. আমরা কীভাবে যীশুকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।

৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. তুমি কীভাবে যীশুকে ভক্তি কর লিখ।

২. একজন গরিব শিশুর জন্য কিছু দান কর।

নবম অধ্যায়

পবিত্র আত্মার দান ও ফল

প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের পর প্রেরিতশিষ্যগণ ভয়ে ভয়ে ছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করছিলেন, যীশুর মতো করে লোকেরা তাঁদেরও মেরে ফেলবে। তাই তাঁরা একটা বদ্ধ ঘরে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁরা একত্রে মিলিত হয়ে প্রার্থনায় রত ছিলেন। এমন সময়ে প্রেরিতশিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। পবিত্র আত্মা নেমে আসার ঘটনাটি এখন আমরা জানব।

পবিত্র আত্মার আগমনের ঘটনা

পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এসে গেল। প্রেরিতশিষ্যগণ তখনও প্রার্থনায় রত ছিলেন। হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড একটি শব্দ শোনা গেল। খুব জোরে বাতাস বয়ে গেল। তারপর দেখা গেল শিষ্যদের মাথার ওপর ছোট ছোট আগুনের শিখা। এই আগুনের শিখার আকারেই পবিত্র আত্মা তাঁদের ওপর নেমে আসলেন। তখন শিষ্যগণ পবিত্র আত্মার শক্তি পেলেন। সেই শক্তিতে তাঁরা নানা ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁরা জোরে জোরে ঈশ্বরের মহান কর্মকীর্তির কথা ঘোষণা করতে লাগলেন।

শব্দ শুনে নানা জাতি ও ভাষার মানুষরা সেখানে এসে সমবেত হলেন। তারা সবাই নিজ নিজ ভাষায় শিষ্যদের কথা বুঝতে পারছিলেন। এতে লোকেরা খুব অবাক হয়ে গেলেন। কারণ শিষ্যগণ আগে যেসব ভাষা জানতেন না, তা তাঁরা হঠাৎ কীভাবে জানলেন?

মারীয়া ও প্রেরিতশিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মার আগমন

শিষ্যদের মধ্যে কীভাবে এই পরিবর্তন হয়েছে তা জানার জন্য লোকদের মনে নানা প্রশ্ন জাগছিল। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগলেন 'এই ব্যাপারটির মানে কী?' লোকেরা কিন্তু কোনো কিছুই বুঝতে পারলেন না।

পবিত্র আত্মার আগমনে প্রেরিতশিষ্যদের মনের সব ভয় দূর হয়ে গেল। পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাঁরা শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। তাঁরা নির্ভয়ে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। পবিত্র আত্মার আলোতে তারা সব কিছু বুঝতে পেরেছিলেন।

পবিত্র আত্মার দান

দীক্ষাস্নানের সময় আমাদের ওপরও পবিত্র আত্মা নেমে আসেন। তিনি সর্বদা আমাদের সাথে আছেন। শিষ্যদের তিনি বিভিন্ন গুণ দিয়ে সহায়তা করেছেন। একইভাবে তিনি বিভিন্ন গুণ বা দান নিয়ে আমাদের ওপরও নেমে আসেন। দানগুলো দিয়ে তিনি আমাদের শক্তিশালী করেন। পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা পবিত্র আত্মার সাতটি দানের কথা জানি।

পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও অর্থ

১। প্রজ্ঞা: সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারা।
২। বুদ্ধি: কোনো বিষয়ের গভীর অর্থ বুঝতে পারা।
৩। বিবেক: ভালো ও মন্দ বোঝার ক্ষমতা।
৪। মনোবল: দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে খ্রিষ্টীয় জীবনের কষ্ট ও সমস্যা মোকাবেলা করা।
৫। জ্ঞান: নতুন ও অজানা বিষয়ে বেশি করে জানার গভীর ইচ্ছা।
৬। ধর্মানুরাগ: ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালোবাসা।
৭। ঈশ্বরভীতি: ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা।

পবিত্র আত্মার সাতটি দান

পবিত্র আত্মার দানের ফল

পবিত্র আত্মার দানের ফল ও তাদের অর্থ

১। ভালোবাসা: বিনিময়ে কোনো কিছু না চেয়ে অন্যদের মঙ্গল করা।

২। আনন্দ: যা কিছু সত্য ও সুন্দর তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করা।

৩। শান্তি : ভালো কাজ, কথা, চিন্তার কারণে তৃপ্তি, ভয়হীন ও নিরাপত্তা অনুভব করা।

৪। সহিষ্ণুতা: কষ্টকর বিষয়গুলোকেও সহজভাবে মেনে নেওয়া।

৫। সহৃদয়তা: ভালোবাসা সহকারে হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করা।

৬। মঙ্গালানুভবতা: সবকিছুতে ভালো শক্তির উপস্থিতি বোঝা।

৭। বিশ্বস্ততা: বিশ্বাস রক্ষা করা।

৮। কোমলতা: বিনয় ও নম্রতার সাথে আচরণ করা। কোনো

৯। আত্মসংযম: মন্দকে দমন করার শক্তি।

১০। ধৈর্য: কোনো কিছুতেই নিরাশ না হওয়া।

১১। মৃদুতা: ধীরস্থির, নম্র ও ভদ্র আচরণ করা।

১২। বিশুদ্ধতা: কথা, কাজ ও আচরণের মিল থাকা। সবকিছুতে সৎ থাকা।

পবিত্র আত্মার দানগুলো লাভ করার উপায়

১। পবিত্র আত্মার কাছে সব সময় প্রার্থনা করা

২। পবিত্র আত্মার প্রেরণা বোঝা ও সেভাবে জীবনযাপন করা

৩। পবিত্র আত্মার পরিচালনা মেনে চলা

৪। মন খোলা রাখা

৫। বিশ্বাস রাখা

৬। সদ্‌গুণের অনুশীলন করা

গান: পবিত্র আত্মা হৃদয়ে এসো
তোমারি আলো হৃদয়ে ঢালো
মোচন কর হে অন্ধকার।

কী শিখলাম

পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও তার ব্যাখ্যা ভালোমতো বুঝেছি। পবিত্র আত্মার দানের বারোটি ফলেরও অর্থ বুঝতে পেরেছি। পবিত্র আত্মার দানগুলো লাভের উপায় শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

১। সাত পাপড়ির একটি ফুল আঁক। ফুলের মাঝখানে একটি ছোট হৃদয় আঁক। এবার সাতটি পাপড়ির মধ্যে সাতটি দান লেখ (ফুলটি হলে তুমি এবং হৃদয়টি হলো পবিত্র আত্মা)।

২। পবিত্র আত্মার দান ও ফলগুলো মুখস্থ কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। বিবেক হলো........বুঝার ক্ষমতা।

খ। বিশুদ্ধতা হলো কথা, কাজ ও ....মিল থাকা।

গ। পবিত্র আত্মার দান লাভের উপায় হলো সবসময় পবিত্র আত্মার কাছে ....করা।

ঘ। কোমলতা মানে হলো .... ও নম্রতার সাথে আচরণ করা ।

২। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

২.১ ত্রিত্ব ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি হলেন

(ক) পিতা (খ) পবিত্র আত্মা (গ) স্বর্গদূত (ঘ) পুত্র

২.২ পবিত্র আত্মাকে লাভ করে শিষ্যেরা খুব

(ক) আনন্দিত হলেন (খ) সাহসী হলেন (গ) সবল হলেন (ঘ) ভয় পেলেন

২.৩ আনন্দ অর্থ হলো সত্য ও সুন্দরকে নিয়ে

(ক) ঈশ্বরের প্রশংসা করা (খ) সৎ হওয়া

(গ) খুব খুশি হওয়া (ঘ) ভয় না পাওয়া

২.৪ ঈশ্বর ভীতির অর্থ হলো

(ক) ঈশ্বরকে ভয় পাওয়া (খ) ঈশ্বরকে ভালোবাসা

(গ) ঈশ্বরকে জানা (ঘ) ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করা

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পবিত্র আত্মার পরিচয় দাও।

খ। কোন পর্বের সময় পবিত্র আত্মা প্রথম নেমে এসেছিলেন?

গ। পবিত্র আত্মার দান কয়টি?

ঘ। পবিত্র আত্মার দানের ফল কয়টি?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পবিত্র আত্মার সাতটি দানের অর্থ ব্যাখ্যা কর।

খ। পবিত্র আত্মার দানের বারোটি ফলের নাম লেখ।

গ। পবিত্র আত্মার দান লাভ করার পাঁচটি উপায় লেখ।

পবিত্র আত্মার দান ও ফল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও বারোটি ফল বর্ণনা করতে পারবে।

শিখণফল : ৯.১.১ পবিত্র আত্মার সাতটি দান ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৯.১.২ পবিত্র আত্মার দানের বারোটি ফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৯.১.৩ পবিত্র আত্মার দানগুলো লাভ করার জন্য সব সময় পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করবে।

এই অধ্যায়টিকে মোট ৪টি পাঠে ভাগ করা যায়।

পাঠ বিভাজন : ৪

পবিত্র আত্মার আগমনের ঘটনা ও পবিত্র আত্মার দান

পাঠ: ১ পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭ পঞ্চাশত্তমী ------------------------------------ বুঝতে পেরেছিল।

শিখনফল : ৯.১.১. পবিত্র আত্মার সাতটি দান ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, পবিত্র আত্মার অবতরণের একটি ছবি, পবিত্র আত্মার সাতটি দানের চার্ট ব্যাখ্যাসহ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন উত্তরের সাহায্যে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমরা কি এমন কোনো ব্যাক্তিদের মনে করতে পার যারা তোমাদের কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?	হ্যাঁ, বাবা, মা. ভাই বোন বন্ধু।
২. তাঁরা তোমাদের কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?	খেলনা/ নতুন জামা কিনে দিবে।
৩. তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যখন তারা পূর্ণ করেছিলেন তখন তোমাদের কেমন লেগেছিল?	আমি খুব খুশি হয়েছিলাম।

শিক্ষক এবার বলেন যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: ‘‘আমি পিতার কাছে আবেদন জানাব : তিনি যেন একজন সহায়ক আত্মাকে দান করেন, যিনি চিরকালের মতোই তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। এর পর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। পরে পবিত্র আত্মার আগমনের ঘটনাটি শিক্ষক সহজসরল ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে বলবেন। প্রয়োজনে বাইবেল থেকে পাঠটি পড়েও শুনাতে পারেন এবং ছবি দেখিয়ে ও নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?	একদল লোক, কবুতর, আর সকলের মাথার উপর অগ্নিজিহ্ক্ষা।
২. ছবিতে লোক গুলো কারা?	যীশুর শিষ্যরা এবং মা মারীয়া।
৩. ছবিতে পবিত্র আত্মাকে কীভাবে দেখানো হয়েছে?	একটি অগ্নিজিহ্ক্ষা মধ্যে ও কবুতরের আকারে।
৪. শিষ্যদের মাথার ওপর কী দেখতে পাচ্ছ?	অগ্নিজিহ্ক্ষা।
৫. অগ্নিজিহ্ক্ষার অর্থ কী?	তারা সবাই পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করছে।
৬. পবিত্র আত্মাকে গ্রহণের পর শিষ্যেরা কী করেছিলেন?	তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছিলেন।
৭. তারা বিভিন্ন ভাষায় কী বলছিলেন?	যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বাণী প্রচার করছিলেন।

মূল্যায়ন : ৪. পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. অগ্নিজিহ্ক্ষার অর্থ কী?

২. পবিত্র আত্মাকে গ্রহণের পর শিষ্যেরা কী করেছিলেন?

৩. তারা বিভিন্ন ভাষায় কী বলছিলেন ?

৪. নিজের ভাষায় পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনাটি বল।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

পবিত্র আত্মার পরিচয় দাও।

পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও অর্থ

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৩৭ প্রজ্ঞা ------------------------ ভক্তি করা।

শিখনফল : ৯.১.১.পবিত্র আত্মার সাতটি দান ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ : বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, পবিত্র আত্মার সাতটি দানের চার্ট ব্যাখ্যাসহ ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক পূর্ব পাঠের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষর্থীদের যাচাই করে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।

২. শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পাঠটি পড়াতে পারেন। পরে চার্টটি দেখিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমাদের ওপর পবিত্র আত্মা কখন নেমে আসেন?	দীক্ষাস্নানের সময়।
২. পবিত্র আত্মা আমাদের কী দিয়ে সাহায্য করেন?	বিভিন্ন গুণ/দান দিয়ে।
৩. পবিত্র আত্মার দান কয়টি?	সাতটি
৪. সাতটি দান কী কী?	প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মনোবল, জ্ঞান, ধর্মানুরাগ ও ঈশ্বরভীতি
৫. দান গুলো দিয়ে তিনি আমাদের কী করেন?	শক্তিশালী করেন।
৬. প্রজ্ঞা অর্থ কী?	সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারা।
৭. বুদ্ধি অর্থ কী?	কোন বিষয়ে গভীর অর্থ বুঝতে পারা।
৮. বিবেক অর্থ কী?	ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা।
৯. মনোবল কী?	দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে খ্রিষ্টীয় জীবনের কষ্ট ও সমস্যার মোকাবেলা করা।
১০. ধর্মানুরাগ কী?	ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালোবাসা।
১১. ঈশ্বরভীতি কী?	ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা।

শিক্ষক জোড় দিয়ে বলবেন, পবিত্র আত্মা যিনি শিষ্যদের উপর নেমে এসেছিলেন, আমাদের দীক্ষাস্নানের সময় আমাদের প্রত্যেকের ওপরও নেমে আসেন। তিনি আমাদের আনন্দিত এবং যীশুর সাহসী অনুগামী হওয়ার অনুগ্রহ দান করেন। তিনি সর্বদা আমাদের সাথে থাকেন।

মূল্যায়ন : পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. আমাদের ওপর পবিত্র আত্মা কখন নেমে আসেন?

২. পবিত্র আত্মার দান কয়টি ও কী কী ?

৩. প্রজ্ঞা অর্থ কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. সাতটি পাপড়ির একটি ফুল আঁকবে এবং ফুলের মাঝখানে একটি হৃদয় এঁকে সাতটি পাপড়ির মধ্যে সাতটি দান লিখবে।

২. পবিত্র আত্মার সাতটি দানের ব্যাখ্যা করবে।

পবিত্র আত্মার দানের ফল ও তাদের অর্থ

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৩৮ ভালোবাসা --------------------------------- সৎ থাকা।

শিখনফল : ৯.১.২.পবিত্র আত্মার দানের বারোটি ফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, বারোটি ফলের একটি চার্ট, একটি গাছে বারোটি ফলসহ ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষক পূর্ব পাঠের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।

খ. শিক্ষক পবিত্র আত্মার বারোটি ফলের চার্টটি দেখাবেন এবং বারো জনকে সামনে ডেকে একটি একটি করে বারোটি ফলের নাম ও ব্যাখ্যা পড়তে দিবেন। পরে সবাইকে একসাথে ধীরে ধীরে পাঠ্য পুস্তক থেকে পড়তে দিবেন। তারপর নিম্নের প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠটি উপস্থাপন করেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.পবিত্র আত্মার ফল কয়টি?	বারোটি।
২. বারোটি ফল কী কী?	শিক্ষার্থীরা নাম বলবে।
৩. ভালোবাসা অর্থ কী?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
৪. শান্তি অর্থ কী?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
৫. আনন্দ অর্থ কী?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
৬. বিশ্বস্ততা অর্থ কী?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
৭. আত্মসংযম অর্থ কী?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
৮. ধৈর্য অর্থ কী?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
৯. কোমলতা অর্থ কী?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।
১০. বিশুদ্ধতা অর্থ কী?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে।

এইভাবে শিক্ষক বারোটি ফলের ব্যাখ্যা শিক্ষর্থীদের কাছ থেকে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আদায় করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা না পারলে শিক্ষক সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

মূল্যায়ন : . পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. পবিত্র আত্মার ফল কয়টি ও কী কী?

২. পবিত্র আত্মার দানের বারোটি ফলের নাম লেখ।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয় গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. শিক্ষক প্রয়োজনে এই বইয়ে বর্ণিত অন্যান্য ব্যাবস্থা নিতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. পবিত্র আত্মার দানের বারোটি ফলের নাম লেখ।

২. পবিত্র আত্মার দানের বারোটি ফলের নাম মুখস্থ কর।

পাঠের শিরোনাম : পবিত্র আত্মার দানগুলো লাভ করার উপায়

পাঠ ৪ পৃষ্ঠা ৩৮ পবিত্র আত্মার -------------------------- সদগুণের অনুশীলন করা।

শিখনফল : ৯.১.৩. পবিত্র আত্মার দানগুলো লাভ করার জন্য সব সময় পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করবে।

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, প্রার্থনায়রত একটি ছেলে/মেয়ের ছবি, দয়ার কাজের একটি ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

. শিক্ষক পূর্ব পাঠের পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও বারোটি ফলের মধ্য থেকে প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।

. শিক্ষক পবিত্র আত্মার দান গুলো লাভ করার উপায় (৩৮ পৃষ্ঠা) পড়তে দেবেন। পড়ার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন ‘‘আমরা কীভাবে পবিত্র আত্মার দানগুলো লাভ করতে পারি?” শিক্ষার্থীরা একজন একজন করে একেকটি বলবে আর শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। পরে বোর্ড দেখে সবাইকে একসাথে ধীরে ধীরে পড়তে বলবেন।

মূল্যায়ন

ক) পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. পবিত্র আত্মার দান লাভ করার পাঁচটি উপায় বল।
২. পবিত্র আত্মার পরিচয় দাও।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. পবিত্র আত্মার দান লাভ করার পাঁচটি উপায় লেখ।
২. পাঠ্যপুস্তকের পবিত্র আত্মার গানটি গাইবে।।

দশম অধ্যায়

খ্রিষ্টমণ্ডলী

সারা জগতের খ্রিষ্টভক্তদের নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি খ্রিষ্টীয় সমাজ। এই সমাজের নাম হলো খ্রিষ্টমণ্ডলী। যীশু খ্রিষ্ট নিজে মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এটিকে তুলনা করা হয় মানব দেহ বা দ্রাক্ষালতার সঙ্গে। এটিকে আবার একটি পরিবারও বলা যায়। আমরা সকলে দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে এই মণ্ডলী বা পরিবারের সন্তান হয়েছি।

খ্রিষ্টমণ্ডলী একটি পরিবারের মতো

খ্রিষ্টীয় পরিবার

মা, বাবা ও সন্তান নিয়ে একটি পরিবার হয়। পরিবারে একজন কর্তাব্যক্তি থাকেন। তিনি পরিচালনা করেন। অন্য সকলের সাথে তাঁর একটা ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্কের কারণে পরিবারের সকল সদস্য নিজ নিজ ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করে। এভাবে একটি সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। খ্রিষ্টমণ্ডলীও একটি পরিবারের মতো। এই পরিবারের অদৃশ্য কর্তা হলেন পিতা ঈশ্বর। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা এই পরিবারের সদস্য হয়েছি। যীশু আমাদেরকে পরিচালনা করে পিতার দিকে নিয়ে যান।

খ্রিষ্টমণ্ডলী একটি দেহের মতো, যীশু হলেন দেহের মাথা

আমাদের দেহ এক, অথচ তার অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা অনেক। দেহের অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা আলাদা হলেও সব মিলে এক দেহ। খ্রিষ্টমণ্ডলীও তেমনি একটি মানব দেহের মতো। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা এই দেহের অঙ্গা হয়েছি। এখন আমরা সবাই এক দেহের অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা। আমাদের দেহে চোখ, মুখ, নাক, কান, হাত, পা ইত্যাদি আছে। অঙ্গাপ্রত্যঙ্গাগুলোর নিজ নিজ কাজ আছে। তারা নিজ নিজ কাজ ঠিকভাবে পালন করে বলে দেহ সুস্থ, সবল ও সচল থাকে।

মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গা প্রত্যঙ্গা

মস্তক হিসেবে খ্রিস্টের ভূমিকা

মানব দেহে মাথা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনি খ্রীষ্টমণ্ডলীর মস্তক যীশুও মণ্ডলীতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে তা উল্লেখ করা হলো।

মানব দেহের মাথা	খ্রিষ্টমণ্ডলীর মাথা
আমাদের দেহ চলে মাথার পরিচালনায়।	মণ্ডলী চলে যীশু খ্রিস্টের পরিচালনায়।
মাথা ছাড়া মানুষের দেহ বাঁচে না।	খ্রিষ্ট ছাড়া মণ্ডলী বাঁচে না।
বিপদ দেখলে আমাদের মাথা সংকেত দেয়। এভাবে সব অঙ্গাকে সে নিরাপদে রাখে।	খ্রিষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে পালন ও রক্ষা করে নিরাপদে রাখেন।
আমাদের মাথা সব অঙ্গাপ্রতঙ্গোর মধ্যে একতা বজায় রাখে।	খ্রিষ্ট তাঁর সকল ভক্তের মধ্যে একতা আনেন।
আমাদের দেহের সব অঙ্গোর গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান।	খ্রিস্টের কাছে সব ভক্তের গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান।
আমরা নিজ নিজ দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পছন্দ করি।	খ্রিষ্ট তাঁর মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকে পবিত্র রাখতে চান।

মণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গাপ্রত্যঙ্গোর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। খ্রিস্টের সাথে এক থাকা
২। পবিত্র জীবন-যাপন করা
৩। মঙ্গালবাণী প্রচার করা
৪। উপাসনা করা
৫। প্রতিবেশীদের সেবা ও দয়ার কাজ করা
৬। মণ্ডলীকে পরিচালনা দান করা

একদিন একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের রঙধনু আঁকতে বললেন। শিক্ষার্থীরা রঙধনু আঁকল । তাদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র দুই রং দিয়ে রঙধনু বানাল । এতে তাদের রঙধনুগুলো ঠিকমত আঁকা হলো না এবং ততটা সুন্দরও দেখাল না। কিন্তু যারা সাত রং ব্যবহার করে রঙধনু বানাল তাদেরগুলো চমৎকার হলো। তাদের রঙধনুগুলো দেখে সবাই খুব আনন্দ পেল ও প্রশংসা করল। এতে আমরা বুঝতে পারি, সাত রং মিলেছে বলে রঙধনু বেশি সুন্দর হয়েছে। মণ্ডলীও ঠিক তেমনি সবার অংশগ্রহণে সুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কী শিখলাম

যীশু খ্রিস্ট হলেন খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্তক স্বরূপ। তিনি মণ্ডলীকে পরিচালনা করেন। খ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা অবশ্যই দরকার। একেক জন একেক ভূমিকা পালন করলেও আমরা সবাই এক দেহ।

পরিকল্পিত কাজ

১। একটি রঙধনুর ছবি আঁক।

২। মণ্ডলীতে তুমি কী ভূমিকা পালন করতে পার তার একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। খ্রিষ্টভক্তদের নিয়ে গঠিত সমাজকে বলা হয় ....।

খ। খ্রিষ্টমণ্ডলীর সদস্য হওয়ার জন্য .... গ্রহণ করতে হয়।

গ। খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন ....।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলাদা হলেও	ক। পালন ও রক্ষা করেন।
খ। খ্রিষ্টভক্তগণ নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করলে	খ। সব সময় পবিত্র রাখেন।
গ। খ্রিষ্ট তাঁর দেহকে	গ। সব মিলে এক দেহ।
	ঘ। মণ্ডলী জীবন্ত থাকে।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ মণ্ডলীর মস্তক হলেন

(ক) বিশপ (খ) পোপ (গ) যীশু খ্রিষ্ট (ঘ) যাজক

৩.২ মণ্ডলীর মস্তকের ভূমিকা হলো

(ক) নিজের গুণ প্রকাশ করা (খ) সেবা করা

(গ) সবাইকে এক করা (ঘ) উপাসনা করা

৩.৩ নিচের কোনটি মণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দায়িত্ব

(ক) বাণী প্রচার করা (খ) ভক্তদের পবিত্র করা

(গ) মণ্ডলীকে পালন করা (ঘ) মণ্ডলীকে গতিশীল রাখা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। খ্রিষ্টমণ্ডলী বলতে কী বুঝ?

খ। কে মণ্ডলী স্থাপন করেছেন?

গ। খ্রিষ্টমণ্ডলীকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ঘ। খ্রিষ্টমণ্ডলীর পরিচালক কে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্তকের ভূমিকা কী?

খ। খ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

গ। মানবদেহের মাথা ও খ্রিষ্ট মণ্ডলীর মাথার সাথে তুলনা কর।

খ্রিষ্টমন্ডলী

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১০.১ মন্ডলীর বিভিন্ন জনের বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয় বলতে পারবে।

শিখন ফল : ১০.১.১ খ্রিষ্টমন্ডলীর মস্তক খ্রিষ্টের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।

১০.১.২ খ্রিষ্টমন্ডীর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।

১০.১.৩ মন্ডলীর অঙ্গ হিসাবে নিজের দায়িত্বকর্তব্য পালন করবে।

পাঠ বিভাজন : ৪

"খ্রিষ্টমন্ডলী একটি পরিবারের মতো"

পাঠ- ১ ও ২ পৃষ্ঠা ৪১ সারা জগতের-------------- সবল ও সচল থাকে।

শিখনফল : ১০.১.১.খ্রিষ্টমন্ডলীর মস্তক খ্রিষ্টের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : ভক্ত জনগণের ভূমিকা বুঝানোর জন্য একটি মানবদেহের ছবি। একটি পরিবারের ছবি। পোপ, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও ক্যাটেখিষ্ট এদের ছবি এবং তাঁদের কাজ কর্মের ছবি। মূলত তারা একত্রে মন্ডলীতে কীভাবে কাজ করে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অত:পর তাদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে খ্রিষ্টমণ্ডলী সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১।	পরিবারের প্রধান কে?	বাবা অথবা মা
২।	মন্ডলীর প্রধান কে?	যীশু খ্রিষ্ট
৩।	আমাদের দেহে কী কী অঙ্গ-প্রতঙ্গ আছে?	চোখ, হাত, পা, নাক, কান মাথা ইত্যাদি।
৪।	মন্ডলী কে পরিচালনা করেন?	পোপ, বিশপ, ফাদার ব্রাদার ও সিস্টারগণ ।
৫।	মন্ডলী পরিবারের সাথে কারা জড়িত?	ভক্ত জনগণ ।

এবার ভক্ত জনগনের ভূমিকা বুঝানোর জন্য একটি মানবদেহের ছবি বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিক্ষার্থীদের খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন। এরপর বাস্তব উপকরণ গুলো দেখিয়ে মন্ডলীর সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পাঠ করার পাশাপাশি ব্যাখ্যা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে সরব পাঠ করাবেন।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারলো কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১. খ্রিষ্টমন্ডলীর মস্তক কে?

২. পরিবারের মস্তক কে?

৩. খ্রিষ্টমন্ডলী ও পরিবারের অদৃশ্য কর্তা কে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।
৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।
৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।
৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে খ্রিষ্টমন্ডলীর বিভিন্ন জনের দায়িত্ব কর্তব্যের একটি তালিকা তৈরি করবে।

"মস্তক হিসেবে খ্রিষ্টের ভূমিকা"

পাঠ ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা- ৪২-৪৩ মানব দেহে মাথা------------ সুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

শিখনফল : **i.** খ্রিষ্টমন্ডলীর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।
ii. মন্ডলীর অঙ্গ হিসেবে নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবে।

উপকরণ : মানব দেহের ছবি এবং মন্ডলীর কার্যক্রমের ছবি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতঃপর তাদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে খ্রিষ্টমন্ডলী সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন। এবার ভক্ত জনগণের ভূমিকা বুঝানোর জন্য একটি মানবদেহের ছবি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিক্ষার্থীদের খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন। এরপর বাস্তব উপকরণগুলো দেখিয়ে মন্ডলীর সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পাঠ করার পাশাপাশি ব্যাখ্যা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে সরব পাঠ করাবেন। বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১।	আমাদের দেহ কিসের পরিচালনায় চলে?	মাথার
২।	মন্ডলী চলে কার পরিচালনায়?	খ্রিষ্টের
৩।	খ্রিষ্টের কাছে সব ভক্তের গুরুত্ব ও মর্যাদা কেমন?	সবাই সমান।
৪।	রঙধনুতে কত প্রকার রং থাকে?	সাত প্রকার।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারলো কি না, তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো বা নিজে প্রশ্ন তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।

ক. আমাদের মাথা সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কী বজায় রাখে?

খ. খ্রিষ্ট ছাড়া মন্ডলী কী হয় না?

গ. খ্রিষ্ট তার প্রত্যেক সদস্যকে কী রাখতে চান?

ঘ. আমরা নিজ নিজ দেহ কী রাখতে পছন্দ করি?

ঙ. মন্ডলীর অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা : প্রথম পাঠের অনুরূপ।

পরিকল্পিত কাজ :

১। একটি রঙধনুর ছবি আঁক।

২। মণ্ডলীতে তুমি কী ভূমিকা পালন করতে পার? তার একটি তালিকা তৈরি কর।

একাদশ অধ্যায়

সাক্রামেন্ত

সাক্রামেন্তকে অন্য কথায় বলা হয় সংস্কার বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আগে আমরা সাতটি সাক্রামেন্তের নাম জেনেছি। সেগুলোর নাম হলো: (১) বাপ্তিস্ম বা দীক্ষাস্নান; (২) পাপস্বীকার; (৩) খ্রিস্টপ্রসাদ (প্রভুর ভোজ); (৪) হস্তার্পণ; (৫) রোগীলেপন (রোগীদের জন্য প্রার্থনা); (৬) যাজকবরণ; ও (৭) বিবাহ। এখন আমরা জানব, সাক্রামেন্ত কী? এরপর বাপ্তিস্ম বা দীক্ষাস্নান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানব।

সাক্রামেন্ত কী?

সাক্রামেন্ত হচ্ছে কিছু বাহ্যিক ধর্মীয় চিহ্ন বা উপায়। এগুলোর মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কৃপা ঢেলে দেন। কৃপাকে আমরা বলতে পারি ঈশ্বরের জীবন। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে মাটিতে রস সৃষ্টি করে ও উর্বরতা বাড়ায়। ঈশ্বরের কৃপাও তেমনিভাবে আমাদের জীবনকে সিক্ত ও উর্বর করে।

ঈশ্বরকে আমরা দেহের চোখ দিয়ে দেখতে পাই না। তাঁর কৃপাও আমরা দেহের চোখ দিয়ে দেখি না। কিন্তু বিশ্বাসের চোখ দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে ও তাঁর কৃপা দেখতে পাই। সাক্রামেন্তে ব্যবহৃত কিছু বাহ্যিক চিহ্নের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কৃপা দিয়ে থাকেন। এরূপ কয়েকটি চিহ্ন হলো: পবিত্র বাইবেল, মানুষের কথা, পবিত্র জল, পবিত্র তেল, মোমবাতি, আগুন, ক্রুশচিহ্ন, ক্রুশমূর্তি, রুটি, দ্রাক্ষারস, আংটি ইত্যাদি।

দীক্ষাস্নান ও এর প্রয়োজনীয়তা

দীক্ষাস্নান বা বাপ্তিস্ম খ্রিস্টমণ্ডলীর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সাক্রামেন্ত। এটাকে মণ্ডলীতে প্রবেশের দরজা বলা হয়। কারণ অন্যসব সাক্রামেন্তের আগে এটি গ্রহণ করতে হয়। কাথলিক ও এ্যাংলিকান মণ্ডলীতে শিশু ও বয়স্ক উভয়কেই দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়। প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীতে শুধু

বয়স্কদেরকে এই সাক্রামেন্ত দেওয়া হয়। দীক্ষাস্নানকে সেখানে অবগাহনও বলা হয়। দীক্ষাস্নান বা বাপ্তিস্মকে প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীতে বলা হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

যীশু খ্রিস্ট নিজেই তাঁর শিষ্যদের দীক্ষাস্নান দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁদের সকল জাতির সকল মানুষের কাছে যেতে বলেছেন। তাদের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে বলেছেন। যারা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস করে তাদেরকে তিনি দীক্ষাস্নান দিতে বলেছেন। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করেছেন। তিনিই একটি নতুন সমাজ গঠন করেছেন। এটিকে আমরা বলি খ্রিস্টমণ্ডলী। এটি একটি বড় পরিবার। এই পরিবারের পিতা হলেন ঈশ্বর। যীশু খ্রিস্ট এই পরিবারের প্রথম সন্তান। তিনি আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করার পথ খুলে দিয়েছেন। দীক্ষাস্নানের পর আমরা ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করি। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে একজন খ্রিস্টান তার আত্মায় পবিত্র আত্মার চিহ্ন গ্রহণ করে। কাগজে যেমন করে সিলমোহর দেওয়া হয় তেমনি করে আমাদের আত্মায় সিলমোহর দেওয়া হয়। এই সিল আর কোনো দিন মুছে ফেলা যায় না। সে সারা জীবনের জন্য খ্রিস্টান হয়ে যায়।

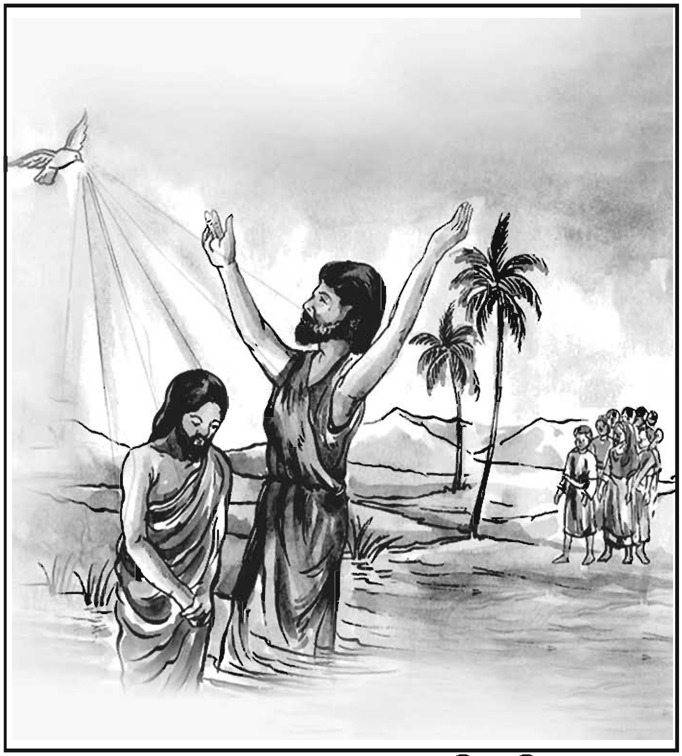

যীশুর দীক্ষাস্নান

দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান

ক) কাথলিক মণ্ডলীর দীক্ষাস্নান

এই অনুষ্ঠানে মা–বাবা ও ধর্ম পিতা মাতা উপস্থিত থাকেন। পুরোহিত শিশুর কপালে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কন করে দেন। তার বুকে পবিত্র তেল মেখে দেন। মা- বাবা ও ধর্ম পিতা মাতা শিশুর হয়ে শয়তানকে পরিত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তারা খ্রিস্টীয় বিশ্বাস স্বীকার করেন।

তারপর শিশুর মাথায় জল ঢেলে দিতে দিতে যাজক বলেন, "(দীক্ষাপ্রার্থীর নাম) . . . . পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমি তোমাকে দীক্ষাস্নাত করছি।" এরপর শিশুর কপালে পবিত্র তেল লেপন করে দেওয়া হয়। মা–বাবা ও ধর্ম পিতা মাতা হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নেন। তারা শিশুর অন্তরে বিশ্বাস জ্বলন্ত রাখবে বলে প্রতিজ্ঞা করেন। বড় হয়ে সে নিজেও শয়তান পরিত্যাগ করার ও বিশ্বাস জ্বলন্ত রাখার প্রতিজ্ঞা করে।

শিশুর দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান

খ) প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর দীক্ষাস্নান

শিশুদের দীক্ষাস্নান দেওয়া হয় না কিন্তু তাদেরকে গির্জায় এনে উৎসর্গ করা হয়। শিশুরা বড় হয়ে নিজের ইচ্ছায় দীক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর তখন তাদের দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়। পিতা-মাতার সাথে ধর্ম পিতা মাতা উপস্থিত থাকেন। দীক্ষাস্নান যারা চায় তাদেরকে নদীতে বা পুকুরে অবগাহনের মাধ্যমে দীক্ষাস্নান দেওয়া হয়। দীক্ষাস্নানের সময় পালক বলেন, "(দীক্ষাপ্রার্থীর নাম) . . . . পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমি তোমাকে দীক্ষাস্নাত করছি।" এরপর দীক্ষিত ব্যক্তি খ্রিষ্ট মণ্ডলীর সদস্য হয়।

কী শিখলাম

সাক্রামেন্ত কী, কয়টি ও কী কী? দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা কীভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য হয়ে উঠি। বিভিন্ন মণ্ডলীর দীক্ষাস্নান রীতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

পরিকল্পিত কাজ
সাক্রামেন্তে যে বাহ্যিক উপকরণগুলো ব্যবহৃত হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। সাক্রামেন্তকে অন্যকথায় সংস্কার বা ....বলা হয়।

খ। সাক্রামেন্ত হচ্ছে কিছু বাহ্যিক ....বা উপায়।

গ। দীক্ষাস্নানকে অন্যকথায় মণ্ডলীতে প্রবেশের ....বলা হয়।

ঘ। দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে আমরা দ্বিতীয় ....লাভ করি।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। ঈশ্বরের কৃপা হলো	ক। আমরা ঈশ্বরের পরিবারে প্রবেশ করি।
খ। ঈশ্বরের কৃপার ফলে আমরা	খ। মৃত্যু থেকে জীবন লাভ করি।
গ। দীক্ষাস্নানের পর যীশুর মধ্য দিয়ে	গ। ঈশ্বরের অলৌকিক দান।
	ঘ। ভালো মানুষ হতে পারি।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ঈশ্বরের কৃপা আমরা কীভাবে দেখতে পারি?

খ। দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে একজন খ্রিষ্টান কার চিহ্ন গ্রহণ করে?

গ। ঈশ্বরের পরিবার বলতে কী বুঝায়?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। সাক্রামেন্ত কাকে বলে? সাক্রামেন্ত কয়টি ও কী কী?

খ। সাক্রামেন্তের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ। দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান কীভাবে সম্পন্ন হয় তা লিখ।

সাক্রামেন্ত

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১১.১ বাপ্তিস্ম বা দীক্ষাস্নান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখনফল : ১১.১.১ বাপ্তিস্ম কী তা বর্ণনা করতে পারবে।
১১.১.২ বাপ্তিস্ম কীভাবে দেওয়া হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।
১১.১.৩. বাপ্তিস্মের ফল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
১১.১.৪ এক পিতার সন্তান হিসাবে অন্য সকলকে ভাইবোন হিসাবে ভালোবাসবে।

পাঠ বিভাজন : ৪

সাক্রামেন্ত কী?, দীক্ষাস্নান ও এর প্রয়োজনীয়তা

পাঠ ১ ও ২ পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬ সাক্রামেন্ত কে অন্যকথায় বলা হয় ----- সে সারা জীবনের জন্য খ্রিষ্টান হয়ে যায়।

শিখনফল : ১১.১.১. বাপ্তিস্ম কী তা বর্ণনা করতে পারবে।
১১.১.২. বাপ্তিস্ম কীভাবে দেওয়া হয় তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : ঈশ্বরের কৃপার বাহ্যিক চিহ্ন হিসাবে শুভ্র বসন, মোমবাতি, পবিত্রতেল, পবিত্র বাইবেল, ক্রুশমূর্তি, আগুন ইত্যাদি রাখা যেতে পারে। ঐশ অনুগ্রহের বাহ্যিক চিহ্ন হিসাবে এই সামগ্রীগুলোর প্রয়োজন হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। অতঃপর তাদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে সাক্রামেন্ত সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন। বিভিন্ন মন্ডলীতে নামের বানান বা অনুবাদ এবং ঐতিহ্যগতভাবে যে বিভিন্নতা রয়েছে শিক্ষক সে বিষয়ে উল্লেখ করবেন।

প্রশ্ন		উত্তর
১।	সাক্রামেন্ত কী?	কিছু বাহ্যিক ধর্মীয় চিহ্ন।
২।	সাক্রামেন্ত কয়টি ?	৭টি
৩।	দীক্ষাস্নান কী?	একটি সংস্কার ।
৪।	দীক্ষাস্নানকে কী বলা হয়?	মন্ডলীতে প্রবেশের দরজা।
৫।	কখন দীক্ষাস্নান নেওয়া বা দেওয়া হয়?	জন্মের কয়েক দিন পরে।
৬।	দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে কী হওয়া যায়?	মন্ডলীর সদস্য হওয়া যায়।

মূল্যায়ন : শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নিবেন শিক্ষার্থীরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছে কি না।
ক. দীক্ষাস্নানে কে কে উপস্থিত থাকেন?
খ. দীক্ষস্নানে শিশুকে কী মেখে দেওয়া হয়?
গ. দীক্ষাস্নানে জলন্ত কী রাখা হয়?

নিরাময়মুলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের নিম্ন লিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।
৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।
৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।
৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠানটি অভিনয় করে দেখাবে।

কাথলিক মন্ডলীর দীক্ষাস্নান

পাঠ ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা- ৪৬-৪৭ এই অনুষ্ঠানে -------- খ্রিষ্টমন্ডলীর সদস্য হয়।

শিখনফল : ১১.১.৩. বাপ্তিস্মের ফল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
১১.১.৪. এক পিতার সন্তান হিসাবে অন্য সকলকে ভাইবোন হিসাবে ভালোবাসবে।

উপকরণ : পূর্ব পাঠের অনুরূপ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি : শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১।	বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে কে কে উপস্থিত থাকেন?	পিতা-মাতা ও ধর্ম পিতা-মাতা
২।	শিশুর কপালে ও বুকে পুরোহিত কী লেপে দেন?	পবিত্র তেল।
৩।	পিতামাতাগণ শিশুর হয়ে কী সংকল্প গ্রহণ করেন?	শয়তানকে পরিত্যাগ করা ও খ্রিস্টকে বিশ্বাস
৪।	যাজক শিশুর মাথায় পানি ঢালার সময় কী বলেন?	পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমি তোমাকে দীক্ষিত করছি।
৫।	জ্বলন্ত মোমবাতি কেন রাখা হয়?	শিশুর অন্তরে বিশ্বাস জ্বলন্ত থাকবে বলে।
৬।	প্রটেস্টান্ট ধর্মমতে শিশুকে কোথায় উৎসর্গ করা হয়?	গির্জায় এনে উৎসর্গ করা হয়।
৭।	প্রটেস্টান্ট ধর্ম মতে শিশু বড় হয়ে কী ইচ্ছা প্রকাশ করে?	বাপ্তিস্ম গ্রহণের ইচ্ছা।

মূল্যায়ন : শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নেবেন শিক্ষার্থীরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছে কি না।

শূন্যস্থান পূরণ করতেও দিতে পারেন।

১. এই অনুষ্ঠানে ----- ও ---- উপস্থিত থাকেন।

২. তারা খ্রিষ্টীয় ----- স্বীকার করেন।

৩. এরপর দীক্ষিত ব্যক্তি---- ------ সদস্য হয়।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের নিম্ন লিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাসের আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

সাক্রামেন্তে যে বাহ্যিক উপকরণগুলো ব্যবহৃত হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।।

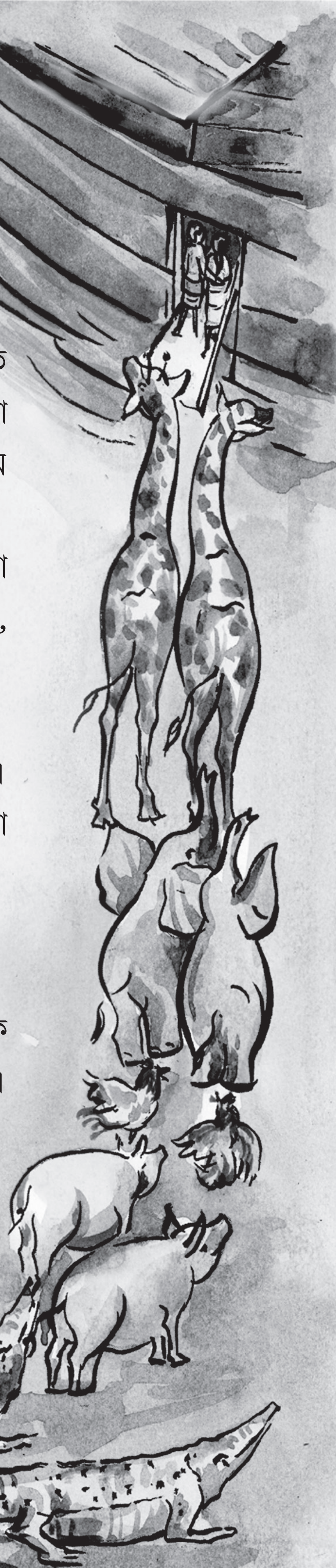

দ্বাদশ অধ্যায়

নোয়া (নোহ)

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির প্রায় এগার শত বছর পরের কথা। তখন পৃথিবীতে বাস করতেন ঈশ্বরভক্ত নোয়া। পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তক থেকে আমরা তাঁর পরিচয় পাই। তাঁর বাবার নাম ছিল লামেখ ও ঠাকুরদাদার নাম মেথুসেলাহ। সেই সময় পৃথিবীর সব মানুষ খারাপ পথে চলছিল। কিন্তু নোয়া ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে চলছিলেন। নোয়া ঈশ্বরের চোখে ভালো মানুষ ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর গভীর বাধ্যতা, ভক্তি ও ভালোবাসা।

নোয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সব মানুষকে ভালো পথে ফিরে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর কথা শুনলো না। নোয়া ঈশ্বরভক্ত ছিলেন বলে রক্ষা পেলেন। কিন্তু অন্যরা ধ্বংস হলো।

বিপথগামী মানুষ

নোয়ার সময়ে পৃথিবীটা পাপী মানুষে ভরে গিয়েছিল। লোকেরা একে অন্যকে ঠকাত, ঘৃণা করত ও মারামারি করত। তারা ঈশ্বরের কথা শুনতো না। তাতে ঈশ্বর ভীষণ দুঃখ পেলেন। তিনি নোয়াকে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পৃথিবীর সব মানুষ আমি ধ্বংস করে ফেলব। তাদের সাথে সব প্রাণীও ধ্বংস করে ফেলব।

মানুষ ও জীবজন্তু নোয়ার জাহাজে প্রবেশ করছে

নোয়ার জাহাজ

ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, তুমি বড় একটি জাহাজ তৈরি কর। তারপর তার ভিতরে ও বাইরে আলকাতরা দিয়ে লেপন কর। ঈশ্বরের কথা অনুসারে নোয়া একটি বড় জাহাজ তৈরি করলেন। সেটি ছিল তিনশত হাত লম্বা পঞ্চাশ হাত চওড়া ও ত্রিশ হাত উঁচু। জাহাজটিতে ছিল তিনটি তলা ও একটি মাত্র দরজা।

ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, তিনি একটি জলপ্লাবন পাঠাবেন। এতে পৃথিবীর সকল জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। বেঁচে যাবে শুধু নোয়া ও তাঁর পরিবার। তাই ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, তিনি যেন পরিবারের সকলকে নিয়ে জাহাজে প্রবেশ করেন। সঙ্গে যেন নিয়ে যান সব জাতের এক জোড়া করে পাখি, পশু ও সরীসৃপ। ঈশ্বর নোয়াকে নিজের ও জীবজন্তুদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে বললেন। নোয়া ঈশ্বরের কথা অনুসারে তাঁর পরিবার, জীবজন্তু ও পশুপাখিদের নিয়ে জাহাজে প্রবেশ করলেন।

মহাপ্লাবন ও অবিশ্বস্তদের ধ্বংস

ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে নোয়া জাহাজে উঠলেন। এর সাত দিন পর শুরু হলো বৃষ্টি। চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ধরে বৃষ্টি হলো। বৃষ্টির পানিতে বন্যা দেখা দিল। সব বাড়িঘর, জমিজমা ডুবে গেল। বন্যার পানিতে জাহাজটি ভাসতে লাগল। একশত পঞ্চাশ দিন ধরে চরিদিকে বন্যার পানি থাকল। জাহাজের ভিতরে থাকা নোয়া, তাঁর পরিবার ও প্রাণীরা বেঁচে গেল। কিন্তু বাইরের সব মানুষ ও জীবজন্তু ডুবে মরল। এরপর স্থলভূমি থেকে সব পানি নেমে যেতে শুরু করল। দশ মাস পর পর্বতের চূড়া দেখা গেল।এর চল্লিশ দিন পর নোয়া জাহাজের জানালা খুললেন। তিনি একটি দাঁড়কাক ছেড়ে দিলেন।

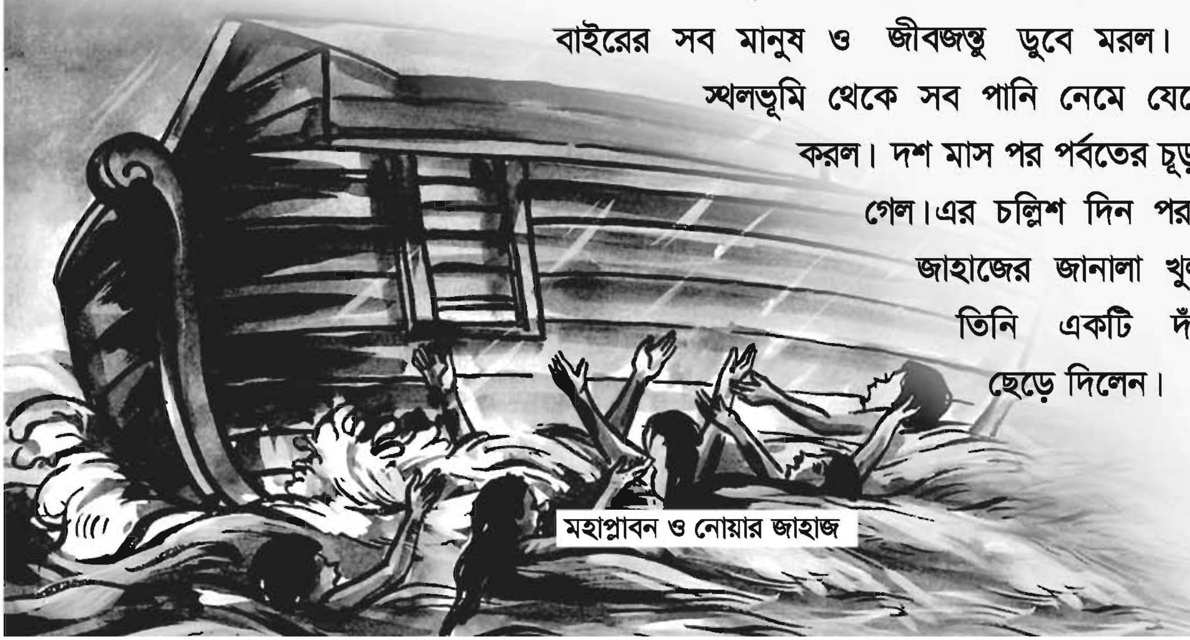

মহাপ্লাবন ও নোয়ার জাহাজ

কিন্তু সেটি কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে ফিরে এলো। পরে তিনি একটি কবুতর ছেড়ে দিলেন। কোনো শুকনা জমি না থাকায় সে কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে সেও ফিরে এলো। আরও সাত দিন পরে তিনি আবার সেই কবুতরটিকে ছেড়ে দিলেন। সন্ধ্যা বেলায় সেটি ফিরে এলো। কবুতরের ঠোঁটে দেখা গেল জলপাই গাছের একটা কচি পাতা। নোয়া বুঝতে পারলেন, স্থলের উপর থেকে জল সরে গেছে। আরও সাত দিন পরে সেই কবুতরটিকে আবার ছেড়ে দিলেন। এবার সে আর ফিরে এলো না। এবার নোয়া বুঝলেন, বন্যা চলে গেছে।

মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি

বন্যা শেষে জাহাজ থেকে নোয়া ও তাঁর পরিবারের সকলে নামলেন। ঈশ্বর তাঁদের রক্ষা করেছেন বলে তাঁরা একটা যজ্ঞবেদী তৈরি করলেন। যজ্ঞ নিবেদনের মাধ্যমে তাঁরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।

মহাপ্লাবনে এত মানুষের মৃত্যুতে ঈশ্বর দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি কথা দিলেন, বড় প্লাবন দিয়ে তিনি আর কখনও সারা পৃথিবী ধ্বংস করবেন না। এর চিহ্ন হিসেবে তিনি আকাশে একটি রঙধনু স্থাপন করলেন। এটিই ছিল মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধির চিহ্ন।

কী শিখলাম

ঈশ্বরের প্রতি নোয়ার ছিল বাধ্যতা, ভক্তি ও ভালোবাসা। এই কারণে তিনি ঈশ্বরভক্ত হতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। কিন্তু অন্য সকল বিপথগামী মানুষরা ধ্বংস হলো।

পরিকল্পিত কাজ: নোয়ার জাহাজ অঙ্কন কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। নোয়া ঈশ্বরের চোখে .... মানুষ ছিলেন।

খ। ঈশ্বরের প্রতি নোয়ার ছিল গভীর ...., ভালোবাসা।

গ। জাহাজটি ছিল .... তলা।

ঘ। মহাপ্লাবনে এত মানুষের মৃত্যুতে ঈশ্বর .... প্রকাশ করলেন।

ঙ। মানব জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধির চিহ্ন হলো .... ।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। ঈশ্বরের প্রতি নোয়ার ছিল	ক। নোয়া জাহাজে উঠলেন।
খ। ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে	খ। ধ্বংস হলো।
গ। কবুতরের ঠোঁটে দেখা গেল	গ। বাধ্যতা, ভক্তি ও ভালোবাসা।
ঘ। সব বিপথগামী মানুষরা	ঘ। রঙধনু স্থাপন করলেন।
ঙ। তিনি আকাশে একটি	ঙ। জলপাইগাছের একটা কচি পাতা।
	চ। বন্যা দিলেন।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ঈশ্বর নোয়াকে কী তৈরি করতে বললেন?

খ। কতদিন যাবৎ বৃষ্টি হয়েছিল?

গ। বন্যার পর নোয়া জাহাজ থেকে কী ছেড়ে দিলেন?

ঘ। নোয়া কেন যজ্ঞবেদী তৈরি করেছিলেন?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। নোয়া কেমন লোক ছিলেন? ঈশ্বর তাকে কী করতে বললেন?

খ। মহাপ্লাবনের বর্ণনা দাও।

গ। নোয়ার জাহাজের বর্ণনা দাও।

নোয়া (নোহ্)

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১২.১ ঈশ্বরের আহূত ব্যক্তি নোয়ার ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলার আদর্শ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল : ১২.১.১ ঈশ্বরের প্রতি নোয়ার বিশ্বস্ততা বর্ণনা করতে পারবে।

১২.১.২ নোয়ার জাহাজ বানানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।

১২.১.৩ ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত ও অধর্মের পথে পরিচালিত ব্যক্তিদের ধধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে।

১২.১.৪ ঈশ্বরের পথে সর্বদা বিশ্বস্ত থাকবে।

পাঠ বিভাজন : ৪

নোয়া ও বিপথগামী মানুষ

পাঠ ১ পৃষ্ঠা-৪৯ পৃথিবীতে মানুষ---------- ধধ্বংশ করে ফেলব।

শিখনফল : ১২.১.১. ঈশ্বরের প্রতি নোয়ার বিশ্বস্ততা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : বন্যা কবলিত মানুষ ও দুর্যোগে সাহায্য দানকারী জাহাজ দেখানো যেতে পারে। বন্যার কুফল ও মানুষের জীবনে দুঃখ দুর্ভোগের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। অতঃপর তাদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে নোয়া ও জলপ্লাবন সম্পর্কে বলা যেতে পারে। সেই সাথে মানুষের পাপের ফল ও ঈশ্বরের অসন্তুষ্টি সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন		উত্তর
১।	নোয়া কে ছিলেন?	ঈশ্বরের চোখে ভালো মানুষ।
২।	ঈশ্বরের প্রতি নোয়ার কী ছিল?	গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।
৩।	নোয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে কী বলেছিলেন?	ভালো পথে ফিরে আসতে বলেছিলেন।

উপকরণের সাহায্যে বন্যার কারণ কী তা সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করবে। বন্যা হলে কী হয়। বন্যা প্রতিরোধে সৃষ্টির যত্ন ও রক্ষা এবং ঈশ্বরের নির্দেশ মানার বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন : ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নেবেন শিক্ষার্থীরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছে কি না।

১. লোকেরা একে অন্যের বিরুদ্ধে কী করত?

২. লোকেরা কী ঈশ্বরের কথা শুনত?

৩. ঈশ্বর ভীষণ কী পেলেন?

৪. ঈশ্বর কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক পাঠটি বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে দুর্বল শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বর ভক্ত মানুষের গুণগুলো লিপিবদ্ধ কর।

নোয়ার জাহাজ, মহাপাবন ও অবিশ্বস্তদের ধবংস

পাঠ ২ পৃষ্ঠা- ৫০-৫১ ঈশ্বর নোয়াকে বললেন --------- বন্যা চলে গেছে।

শিখনফল : ১২.১.২. নোয়ার জাহাজ বানানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।

১২.১.৩. ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত ও অধর্মের পথে পরিচালিত ব্যক্তিদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : পূর্ব পাঠের অনুরূপ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন		উত্তর
১।	ঈশ্বরের কথামতো নোয়া কী তৈরি করলেন?	নৌকা তৈরি করলেন।
২।	নোহের তৈরি জাহাজ কত পরিমাণ বড় ছিল?	তিনশত হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া ও ত্রিশ হাত উঁচু।
৩।	ঈশ্বর নোহকে জাহাজে কী কী নিতে বলেছিলেন?	সব জাতের একজোড়া করে পাখি, পশু ও সরিসৃপ।
৪।	কত দিন বৃষ্টি হয়েছিল?	চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত।
৫।	বৃষ্টির ফলে কী হয়ে ছিল?	ভয়াবহ বন্যা।

উপকরণের সাহায্যে বন্যার কারণ কি তা সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করবে। বন্যা হলে কি হয়। বন্যা প্রতিরোধে সৃষ্টি যত্ন ও রক্ষা ও ঈশ্বরের নির্দেশ মানার বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমত বুঝতে পারলো কি না ৪ বা ৫ টি প্রশ্ন করে তা যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

পূর্বে পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

নোয়ার জাহাজ অঙ্কন করবে।

মানব জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি

পাঠ ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা- ৫১ বন্যা শেষে ----- ঈশ্বরের সন্ধির চিহ্ন।

শিখন ফল : ১২.১.৪. ঈশ্বরের পথে সর্বদা বিশ্বস্ত থাকবে ।

উপকরণ : কবুতর উড়ানোর ছবি বা কোলাকুলির ছবি রাখা যেতে পারে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

ক. বন্যা শেষে নোয়া কী করেছিলেন? জাহাজ থেকে নামলেন।

খ. মানুষের মৃত্যুতে ঈশ্বর কী প্রকাশ করলেন? দুঃখ প্রকাশ করলেন ।

গ. ঈশ্বর আকাশে স্থাপন করেছিলেন? রঙধনু।

মূল্যায়ন : ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিবেন শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারল কি না।

১. বন্যা শেষে নোয়া কী করেছিলেন?

২. মানুষের মৃত্যুতে ঈশ্বর কী প্রকাশ করলেন?

৩. ঈশ্বর আকাশে কি স্থাপন করেছিলেন?

শূন্যস্থান পূরণ :

১. ঈশ্বর তাদের ----- করেছেন। (রক্ষা)

২. নোয়া একটি ---- তৈরি করলেন। (যজ্ঞ)

৩. ঈশ্বর আকাশে একটি ----- স্থাপন করলেন। (রঙধনু)

৪. মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধির চিহ্ন ------- । (রঙধনু)

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

পূর্বে পাঠের অনুরূপ।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরের সন্ধির চিহ্নটি অঙ্কন কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেবার আদর্শ মাদার তেরেজা

যীশু খ্রিস্ট এসেছেন সেবা করতে, সেবা পেতে নয়। শেষ ভোজের সময় যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে সেবার আদর্শ দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের একটা নতুন আদেশ দিলাম। তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেন দীন–দুঃখী, অভাবী ও অবহেলিত মানুষকে সেবা করি। তাদের সেবা করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে সেবা করতে পারি। তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি। একারণে যুগে যুগে অনেক মানুষ দীন–দুঃখী ও অবহেলিতদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে থাকেন। এমনই একজন মহীয়সী নারী মাদার তেরেজা। তিনি সারা পৃথিবীর মানুষের সামনে উজ্জ্বল এক সেবার আদর্শ।

মাদার তেরেজা

মাদার তেরেজার জন্ম ও শৈশব

মাদার তেরেজা ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬এ আগস্ট যুগোস্লাভিয়ার (বর্তমান মেসিডোনিয়ার) স্কোপিয়ে নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম নিকোলা বয়াজিও এবং মায়ের নাম দ্রানাফিলে বয়াজিও। তাঁর বাবার আসল বাড়ি ছিল আলবেনিয়ায় এবং মায়ের বাড়ি ছিল কসোভো দেশে। নিকোলা ও দ্রানাফিলের ঘরে ছিল তিন সন্তান। মাদার তেরেজা ছিলেন তৃতীয় ও সবার ছোট। তেরেজার ছোটবেলার নাম ছিল আগ্নেস গন্‌জা বয়াজিও। তাঁর গায়ের রং ছিল গোলাপি। এ কারণে তাঁর বড় ভাইয়েরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন গন্‌জা। গন্‌জা শব্দের অর্থ ফুলের কুঁড়ি।

শৈশবে আগ্নেস দয়ার কাজ সম্পর্কে বক্তব্য শুনে আকৃষ্ট হন। এরপর থেকে আগ্নেস মণ্ডলীর কাজে জড়িত হওয়ার প্রতি আগ্রহী হন। তিনি এ বিষয়ে অনেক পড়াশোনা করতে থাকেন। প্রার্থনা ও ধর্মীয় গানে তিনি অধিক সময় ব্যয় করতে থাকেন।

ব্রতীয় জীবন

যুবতী থাকাকালেই আগ্নেসের মধ্যে গোটা জীবন ঈশ্বরের কাজে নিয়োজিত করার গভীর ইচ্ছা জেগে ওঠে। তিনি একজন পুরোহিতের কাছে গিয়ে মনের কথা বলেন। সেই পুরোহিত তাঁকে জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেন। এরপর ১৮ বছর বয়সে তিনি লরেটো সিস্টার–সংঘের নভিশিয়েটে প্রবেশ করেন। তিনি ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই নভিশিয়েট শেষে ব্রত গ্রহণ করে তিনি তেরেজা নাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মিশনারি হিসেবে ভারতে আসেন। সিস্টার তেরেজা কলকাতার সেন্ট মেরী'স স্কুলে শিক্ষকতা করার দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ভূগোল ও খ্রিস্টধর্ম পড়াতেন। এখানে দরিদ্র ও দুঃখী মানুষ দেখে খুবই ব্যথিত হন। তাদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদনের কথা ভাবতে থাকেন। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৪এ মে তিনি চিরব্রত গ্রহণ করেন। একবার তিনি দার্জিলিং যাওয়ার পথে ঈশ্বরের একটি নতুন ডাক শুনতে পান। ঈশ্বর তাঁকে সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে বলেন। পোপের অনুমতি পেয়ে তিনি লরেটো কনভেন্ট ত্যাগ করেন। এরপর কলকাতা শহরের রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা দরিদ্র লোকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় থেকে তিনি ঐ শহরের অসুস্থ ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের রক্ষীদূত নামে পরিচিত হন। তিনি নীল পাড়ের সাদা শাড়ি পরতে শুরু করেন।

মিশনারিজ অব চ্যারিটি সংঘ

মাদার তেরেজা কলকাতা শহরের বস্তি এলাকার দরিদ্র শিশুদের জন্য একটি স্কুল খোলেন। স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন। অনেক চিন্তা ভাবনার পর দীন দুঃখীদের সেবাদানে নতুন সংঘ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। এর জন্য তিনি প্রথমে পোপ মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি পেয়ে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি 'নির্মল হৃদয়' নামে একটি

সেবাকেন্দ্র খোলেন। আশ্রয়হীন ও মরণাপন্ন রোগীদের তিনি এখানে আশ্রয় দেন। নিজ হাতে তিনি তাদের যত্ন করতে থাকেন। খুব দ্রুত তাঁর কাজের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি নতুন নতুন সেবাকেন্দ্র খুলতে থাকেন। সংঘের সদস্য সংখ্যাও অনেক বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আশ্রমটি খোলেন। বর্তমানে এদেশে মোট ১১টি সেবাকেন্দ্র আছে। তাঁর সেবাকেন্দ্রগুলোতে অন্ধ, নুলা, বৃদ্ধ, কুষ্ঠরোগী ও মৃতপ্রায় মানুষের সেবা চলতে থাকে। প্রতি পদে তাঁর কাজে অনেক বাধা আসতে থাকে। কিন্তু কোনো বাধাই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারে নি।

অবহেলিতদের সেবায় মাদার তেরেজা

মাদার তেরেজার হৃদয়টা ছিল বিশাল সমুদ্রের মতো। অবহেলিত, অসহায় ও গরিব মানুষদের জন্য মমতা ও ভালোবাসায় তিনি ছিলেন পূর্ণ। একদিন তিনি নোংরা এক ড্রেনের পাশ থেকে একটি মৃতপ্রায় লোককে তুলে আনলেন। তার সারা গায়ে ঘা এবং দুর্গন্ধে ভরা। মাদার তেরেজা তার গায়ের ঘা গরম জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন। নিজ হাতে তার সেবা যত্ন করলেন। তা দেখে লোকটি বলল, 'এই পর্যন্ত আমি বেঁচে ছিলাম রাস্তার কুকুরের মতো। আপনার ভালোবাসা ও সেবা পেয়ে এখন আমি দেবদূতের মতো মরতে যাচ্ছি'। মাদার তেরেজা যদি এমন কোনো অসুস্থ লোকের কথা শুনতেন যার সেবা করার কেউ নেই, তিনি তখনই সেখানে ছুটে যেতেন। কুষ্ঠরোগী, যক্ষ্মারোগী, অনাথ শিশু, বোবা, বধির ও বিকলাঙ্গ শিশুদের তিনি নিজ হাতে সেবা করতেন। তাদেরকে তিনি গভীর ভালোবাসায় বুকে টেনে নিতেন। অবহেলিত মানুষদের মাঝে তিনি প্রভু যীশুর মুখ দেখতে পেতেন।

দরিদ্রদের সেবায় মাদার তেরেজা

পুরস্কারে ভূষিত মাদার তেরেজা

তাঁর কাজে সব শ্রেণির মানুষ খুবই সন্তুষ্ট ছিল। নানাবিধ পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কারটি হলো নোবেল শান্তি পুরস্কার। তিনি এই পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ অক্টোবর। পুরস্কার থেকে তিনি যত অর্থসম্পদ পেয়েছেন সবই তাঁর সেবাকেন্দ্রগুলোতে দান করে দিয়েছেন।

মাদার তেরেজার মৃত্যু

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাদার তেরেজা ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর ৮৭ বছর বয়সে মারা যান। কলকাতার শিশুভবনে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এ সময় পৃথিবীর বড় বড় নেতৃবর্গসহ হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সমাধিস্থানটি বর্তমানে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

ধন্য মাদার তেরেজা

তাঁর সংঘে বেশ কিছু পুরোহিত এবং ব্রাদার সদস্যও রয়েছেন। পৃথিবীর ১৩৭টি দেশে পাঁচ হাজারেরও বেশি সদস্য আছেন। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ অক্টোবর মাদার তেরেজা ধন্যশ্রেণিভুক্ত হন। খুব শীঘ্রই তাঁকে মণ্ডলীর একজন সাধ্বী হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রেম, দয়া, ও সেবার জন্য তিনি চিরদিন সবার হৃদয়ে প্রেরণা হয়ে থাকবেন।

কী শিখলাম

যীশুর ভালোবাসার কারণে মাদার তেরেজা সেবা করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। মানব সেবার উদ্দেশ্যে তিনি ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটি’ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। মাদার তেরেজার সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ কী কী কাজ করেন দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

২। তুমি কীভাবে মানব সেবায় অংশগ্রহণ করতে পার তা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। মাদার তেরেজার বাবার নাম .... ।

খ। মাদার তেরেজার ছোট বেলার নাম ছিল .... ।

গ। যীশু খ্রিষ্ট এসেছেন .... ।

২। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

২.১ মাদার তেরেজা লরেটা সিস্টার সংঘে প্রবেশ করেন কত বছর বয়সে

ক) ১৬ বছর খ) ২২ বছর গ) ১৮ বছর ঘ) ২৫ বছর

২.২ মাদার তেরেজা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন

ক) ইংল্যান্ড খ) যুগোস্লাভিয়া গ) কলকাতা ঘ) রুমানিয়া

২.৩ মাদার তেরেজার প্রাপ্ত সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার কোনটি?

ক) নোবেল খ) প্রেসিডেন্ট গ) ভারতরত্ন ঘ) স্বাধীনতা

২.৪ মাদার তেরেজা কাদের জন্য 'নির্মল হৃদয়' নামে একটি সেবা কেন্দ্র খোলেন

ক) কুষ্ঠরোগী খ) মৃত্যুপথযাত্রী গ) অনাথ শিশু ঘ) বধির শিশু

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ঈশ্বর মাদার তেরেজাকে কী আদেশ দিলেন?

খ। অসুস্থ এবং মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের কাছে মাদার কী নামে পরিচিত হন?

গ। গন্‌জা শব্দের অর্থ কী?

ঘ। দীন দুঃখী মানুষের সেবাদানে কোন সংঘ খোলা হয়?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মাদার তেরেজার জন্ম ও শৈশবকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ?

খ। কীভাবে মাদার তেরেজা সেবা কাজের আহ্বান পেলেন?

গ। মাদার তেরেজা কী কী সেবা কাজ করেছেন?

সেবার আদর্শ মাদার তেরেজা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৩.১ মাদার তেরেজার জীবন থেকে খ্রিষ্টীয় সেবার মূল্যবোধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল : ১৩.১.১ মাদার তেরেজার সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করতে পারবে।

১৩.১.২ সেবাকাজে মাদার তেরেজার আত্মদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১৩.১.৩ আর্তপীড়িত ও অবহেলিতদের সেবায় মাদার তেরেজার আত্মদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১৩.১.৪ অসুস্থদের, বিশেষত অসহায়দের সেবা করবে।

পাঠ বিভাজন : ৫

সেবার আদর্শ মাদার তেরেজা

পাঠ ১ ও ২ পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪ যীশু খ্রিষ্ট এসেছেন------ ব্যয় করতে থাকেন।

শিখনফল : ১৩.১.১ মাদার তেরেজার সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : মাদার তেরেজার সেবারত বড় একটি ছবি থাকতে পারে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। অত:পর তাদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে মাদার তেরেজার জন্মস্থান ও শৈশবকাল সম্পর্কে বলা যেতে পারে। সেই সাথে মানুষের অবহেলার ফলে অন্য মানুষের জীবনে কত অসহনীয় দুঃখ ও কষ্ট আসতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন। প্রয়োজন বোধে মিশনারীজ অব চ্যারিটি সিস্টারদের আহক্ষান করে ক্লাসটি নিতে দিতে পারেন যদি সম্ভব হয়।

প্রশ্ন		উত্তর
১।	মাদার তেরেজা কত সনে জন্মগ্রহণ করেন?	১৯১০ সনের ২৬এ আগস্ট।
২।	মাদার তেরেজা কোন দেশে জন্মগ্রহন করেন?	যুগোস্লাভিয়ার স্কোপিয়ে নামক স্থানে।
৩।	মাদার তেরেজার পিতা-মাতার নাম কী কী?	নিকোলা ও দ্রানাফিল।
৪।	গন্‌জা শব্দের অর্থ কী?	ফুলের কুঁড়ি।

উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বুঝাবেন জন্ম যেখানেই হোক না কেন কর্ম ফলেই একজন মানুষ মহান হয়ে উঠতে পারে।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না ৪ বা ৫ টি প্রশ্ন করে তা যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে।

১। মাদার তেরেজা ছোট বেলায় কী করতেন?

২। মাদার তেরেজা কততম সন্তান ছিলেন?

৩। মাদার তেরেজার বাবার আসল বাড়ি কোথায় ছিল?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের নিম্ন লিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২ পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন।
৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।
৪. ক্লাসের আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।
৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

নিজ নিজ বাড়িতে শিক্ষার্থীরা কী কী সেবা কাজ করে তার একটি বড় তালিকা তৈরি কর।

ব্রতীয় জীবন, মিশনারিজ অব চ্যারিটি সংঘ ও অবহেলিতদের সেবায় মাদার তেরেজা

পাঠ ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা-৫৪-৫৫ যুবতী থাকাকালেই ------------ প্রভু যীশুর মুখ দেখতে পেতেন।

শিখনফল : ১৩.১.২. সেবাকাজে মাদার তেরেজার আত্মদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : মাদার তেরেজার বড় একটি ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। অতঃপর তাদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে মাদার তেরেজার জন্মস্থান ও শৈশবকাল সম্পর্কে বলা যেতে পারে। সেই সাথে মানুষের অবহেলার ফলে অন্য মানুষের জীবনে কত অসহনীয় দুঃখ ও কষ্ট আসতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। প্রয়োজন বোধে মিশনারিজ অব চ্যারিটি সিস্টারদের আহ্বান করে ক্লাসটি নিতে দিতে পারেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১।	ব্রতীয় জীবন কী?	ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আজীবন অবিবাহিত থেকে কাজ করে যাওয়া।
২।	মাদার তেরেজা কত বছর বয়সে সিস্টার সংঘে প্রবেশ করেন?	আঠারো বছর বয়সে।
৩।	মাদার তেরেজা কোন্ নতুন ডাক শুনতে পান?	সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে বলেন।
৪।	বস্তি এলাকায় দরিদ্র শিশুদের জন্য মাদার তেরেজা কী খোলেন?	স্কুল খোলেন।
৫।	নির্মল হৃদয়ে মাদার তেরেজা কাদের আশ্রয় দিতেন?	আশ্রয়হীন ও মরণাপন্ন রোগীদের।
৬।	বাংলাদেশে মাদার তেরেজা প্রথম কত সালে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন?	১৯৭২ সালে।
৭।	নোংরা ড্রেনের পাশ থেকে মাদার তেরেজা কাকে তুলে এনেছিলেন?	একজন মৃতপ্রায় লোককে ।
৮।	কোন কোন রোগীদের মাদার তেরেজা নিজ হাতে সেবা করতেন?	অন্ধ, নুলা, বৃদ্ধ, কুষ্ঠরোগী ও মৃতপ্রায় মানুষদের।

উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝাবেন ব্রতীয় জীবন কী? পোপ বিশপ, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের ছবি সামনে রেখে তাদের জীবনের আলোকে ব্যাখ্যা করে বুঝানো যায়। বিভিন্ন সেবা কাজের ছবি দেখিয়ে তাদের বুঝানো যায় মাদার তেরেজা কেমন ধরনের সেবা কাজ করতেন।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না ৪ বা ৫ টি প্রশ্ন করে তা যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে।

১। মাদার তেরেজার হৃদয়টি কেমন ছিল?

২। মাদার তেরেজা কীভাবে রোগীদের সেবা করতেন?

৩। মাদার তেরেজা কোন কোন রোগীদের তার আশ্রমে স্থান দিতেন?

৪। অবহেলিতদের মাঝে মাদার তেরেজা কার মুখ দেখতে পেতেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাসের আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

মাদার তেরেজার সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ কী কী কাজ করেন তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে আলোচনা করবে।

পুরস্কারে ভূষিত মাদার তেরেজা, মাদার তেরেজার মৃত্যু ও ধন্য মাদার তেরেজা

পাঠ ৫ পৃষ্ঠা-৫৬ তাঁর কাজের সব শ্রেণির ------------ প্রেরণা হয়ে থাকবেন।

শিখনফল : ১৩.১.৩. আর্তপীড়িত ও অবহেলিতদের সেবায় মাদার তেরেজার আত্মদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : মাদার তেরেজার বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্তির ও মৃত্যুর ছবি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। অতঃপর তাদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে মাদার তেরেজার জন্মস্থান ও শৈশবকাল সম্পর্কে বলা যেতে পারে। সেই সাথে মানুষের অবহেলার ফলে অন্য মানুষের জীবনে কত অসহনীয় দুঃখ ও কষ্ট আসতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। প্রয়োজন বোধে মিশনারিজ অব চ্যারিটি সিস্টারদের আহ্বান করে ক্লাসটি নিতে দিতে পারেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১।	সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কার মাদার তেরেজা কী পেয়েছিলেন?	নোবেল শান্তি পুরস্কার।
২।	বিভিন্ন পুরস্কারের অর্থ মাদার তেরেজা কোথায় ব্যয় করতেন?	মাদার তেরেজার সেবাকেন্দ্র গুলোতে।
৩।	মাদার তেরেজা কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?	সাতাশি বছর বয়সে।
৪।	মাদার তেরেজা সমাধি স্থানটি কিসে পরিণত হয়েছে?	তীর্থস্থানে।
৫।	মাদার তেরেজা কত সনে ধন্য শ্রেণিভুক্ত হন?	২০০৩ সনের ৯ অক্টোবর মাসে।
৬।	কিসের জন্য মাদার তেরেজা সবার হৃদয়ে প্রেরণা হয়ে থাকবেন?	প্রেম, দয়া ও সেবার জন্য।

উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝাবেন কেন মানুষ বিখ্যাত পুরস্কার পান এবং ভালো কাজের স্বীকৃতি আসে মৃত্যুর পর।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না ৪/৫ টি প্রশ্ন করে তা যাচাই করে নেবেন।

১। মাদার তেরেজা সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কার কী পেয়েছিলেন?

২। মাদার তেরেজাকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

৩। মাদার তেরেজার সংঘে সদস্য সংখ্যা কত?

৪। কতটি দেশে মাদার তেরেজার আশ্রম আছে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা : পূর্ব পাঠের অনুরূপ।

পরিকল্পিত কাজ

ক. মাদার তেরেজার ছবি তোমার মনের মতো করে আঁক।

চতুর্দশ অধ্যায়

মৃত্যু ও পুনরুত্থান

আমরা এখনও ছোট শিশু। তবুও আমরা মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা করব। কারণ জন্ম নিলে একদিন মরতে হবে। এটাই ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম। একদিন আমাদেরও ডাক আসবে। আমরা কেউ নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে জন্ম নেই না। কেউ নিজের ইচ্ছায় মারাও যাই না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মৃত্যুই শেষ নয়, এর পরে আছে পুনরুত্থান। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমরা পিতার কাছে যাওয়ার সুযোগ পাই। পিতার কাছে গেলেই আমরা চিরদিন সুখে থাকতে পারব।

জগতে মৃত্যু আসার কারণ

ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করলেন তখন মৃত্যু ছিল না। আমাদের আদি পিতা মাতা তখন স্বর্গেই বাস করতেন। কিন্তু তাঁরা পাপ করলেন বলে স্বর্গ থেকে তাঁদের এই পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল। এখানে তাদের কঠিন পরিশ্রম করে চলতে হয়েছে। আমাদের আদি পিতা মাতার পাপের কারণে জগতে মৃত্যু এসেছিল। তাই ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে দৈহিক মৃত্যুবরণ করতেই হবে।

মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়

দুইটি পথ

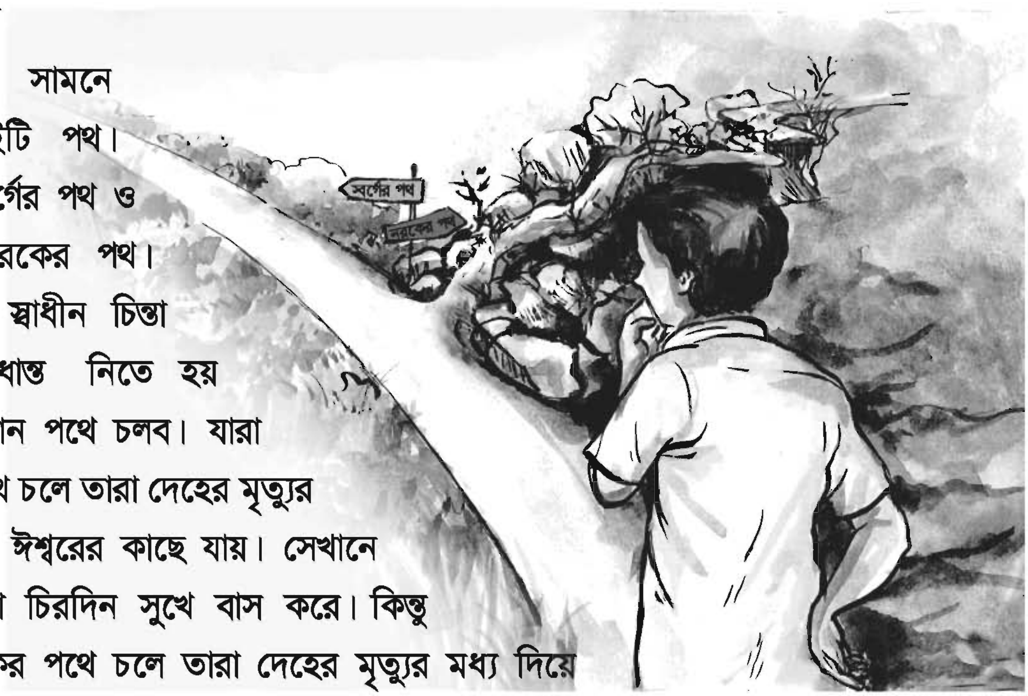

মানুষের সামনে থাকে দুইটি পথ। একটি স্বর্গের পথ ও অন্যটি নরকের পথ। আমাদের স্বাধীন চিন্তা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় আমরা কোন পথে চলব। যারা স্বর্গের পথে চলে তারা দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যায়। সেখানে গিয়ে তারা চিরদিন সুখে বাস করে। কিন্তু যারা নরকের পথে চলে তারা দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নরকে প্রবেশ করে। সেখানে গিয়ে তারা চিরদিন অতি কষ্টে দিন কাটায়।

মানুষের পুনরুত্থান

সুমন তার দাদুকে খুব ভালোবাসত । তিনি বৃদ্ধ বয়সে কিছুদিন আগে মারা গেলেন। দাদুকে হারিয়ে সুমনের অনেক দুঃখ। সে কিছুতেই তার দাদুকে ভুলতে পারে না। একদিন সে বাড়ির সকলের সাথে গির্জায় গেল। উপাসনার সময় সে পবিত্র বাইবেল থেকে ঈশ্বরের এই বাণী শুনতে পেল: "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। আর জীবিত যে-কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনও মরবে না।" এর পরে একটি গান হলো। গানের কথাগুলো হলো:

> যে বিশ্বাস করিবে প্রভু যীশুর নামে জীবিত রবে সর্বদাই,
> তিনিই পথ, তিনিই সত্য, তিনিই অনন্ত জীবন।

এরপর সে একদিন তার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কাছ থেকে পুনরুত্থানের বিষয়ে আরও অনেক

বিষয় জানতে পারল। সে জানতে পারল যে, আমরা সবাই একদিন মৃত্যুবরণ করব। তবে আবার সবাই পুনরুত্থানও করব। এরপর শেষ বিচার হবে। সেখানে ঠিক করা হবে কে স্বর্গে যাবে আর কে নরকে যাবে। তাই আমাদের সকলকে সুন্দর জীবন যাপন করতে হবে।

সুন্দর জীবন গঠন

সুন্দর জীবন অর্থাৎ চরিত্র গঠনের ওপর আমাদের অধিক গুরুত্ব দিতে হয়। কারণ চরিত্রহীন মানুষের অনেক সুন্দর গুণ থাকলেও তা কাজে আসে না। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, "মানুষের চরিত্র হলো গাছের মতো এবং সুনাম হলো গাছের ছায়ার মতো।" গাছ না থাকলে যেমন ছায়া হয় না, চরিত্র না থাকলে তেমনি সুনাম হয় না। কাজেই সুন্দর চরিত্র গঠন করা অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়ার জন্যও আমাদের সুন্দর জীবন অবশ্যই গঠন করতে হবে। সুন্দর জীবন গঠনের উপায়গুলো হলো:

১। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখা
২। ঈশ্বরের বাণী অনুসারে চলা
৩। প্রতিদিন প্রার্থনা করা
৪। নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো ঠিকমতো পালন করা
৫। ক্ষমা করা ও নেওয়া
৬। আত্মা বিশুদ্ধ রাখা
৭। অভাবী ও গরিব-দুঃখীদের সেবা করা

কী শিখলাম

একদিন আমাদের সকলকেই মরতে হবে। তবে আমরা সকলেই পুনরুত্থান করব। এ পৃথিবীতে আমাদের সুন্দর জীবন যাপন করতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ: কীভাবে সুন্দর জীবন-যাপন করা যায় তার একটা তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। মৃত্যুর পরে আছে .... ।

খ। আমিই .... ও জীবন ।

গ। মানুষ দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে .... কাছে যায়।

ঘ। আমাদের সকলকে .... জীবন যাপন করতে হবে।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে এলে	ক। স্বর্গ ও নরক।
খ। আমরা কেউ নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে	খ। জন্ম নেই না ।
গ। মানুষের সামনে থাকে দুটি পথ	গ। একদিন মরতে হবেই।
ঘ। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখলে	ঘ। সুন্দর জীবন গড়তে পারব ।
	ঙ। আত্মা বিশুদ্ধ রাখা ।

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পিতা ঈশ্বরের কাছে গেলে আমরা কেমন থাকব?

খ। আদি পিতা মাতাকে কেন স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হলো?

গ। মানুষের সামনে কয়টি পথ আছে?

ঘ। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা কার কাছে ফিরে যাব?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। সুন্দর জীবন যাপন করার উপায়গুলো লেখ?

খ। পৃথিবীতে মৃত্যু কীভাবে আসলো?

মৃত্যু ও পুনরুত্থান

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৪.১ মানুষের মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল : ১৪.১.১ মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.১.২ মানুষের পুনরুত্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.১.৩ সারা জীবন খ্রিষ্টীয় পথে বিশ্বস্তভাবে চলার জন্য প্রার্থনা করবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

জগতের মৃত্যুর আসার কারণ

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯ আমরা এখনও ছোট .... অতি কষ্টে দিন কাটায়।

শিখনফল : ১৪.১.১. মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোন দুই-একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. ফুল, কুঁড়ি, সদ্যফোটা এবং ঝরা ।
২. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের চিত্র।
৩. ব্যাটারি চালিত পুতুল যা থেকে সহজে ব্যাটারি বের করে নেওয়া যায়।
৪. মানবজীবন চক্রের চিত্র : শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে মৃত্যু সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। এরপর আজকের পাঠটি “মানুষের মৃত্যু” উপস্থাপন করবেন। বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন		উত্তর
১.	মানুষের মৃত্যু কী?	মানুষ যখন আর নিঃশ্বাস নিতে পারে না, কথা বলতে বা হাঁটতে-চলতে-নড়তে বা কোনো কিছুই করতে পারে না, তখন আমরা বুঝতে পারি যে তার মৃত্যু হয়েছে।
২.	তোমার পরিবারে কে কে মৃত্যুবরণ করেছে?	বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম উত্তর দিতে পারে, যেমন দাদা, দাদি জ্যেঠা ইত্যাদি।
৩.	তোমার বাড়িতে কারো মৃত্যুর সময় ও পরে কী কী ঘটেছিল? (পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া প্রথম চিত্রটি দেখাবেন)	বাড়ির সব চীৎকার করে কান্নাকাটি করেছিল, আশেপাশের অনেক লোকজন মৃত ব্যক্তিকে দেখতে ছুটে এসেছিল, গান-প্রার্থনা-বাইবেল পাঠ করেছিল ও মৃতব্যক্তিকে মাটিতে কবর দিয়েছিল। তারপর আর তাঁকে দেখা যায় নি।
৪.	তিনি কোথায় গেলেন?	স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে।

৫.	আদম ও হবা কে ছিল?	প্রথম সৃষ্ট মানুষ।
৬.	কেন তাদের পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল?	আদম ও হবার অবাধ্যতার জন্য ঈশ্বর তাদের স্বর্গ থেকে জগতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।
৭.	তারা আবার কীভাবে ঈশ্বরের কাছে ফিরে গিয়েছিল?	মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।
৮.	আমরা কার কাছ থেকে জগতে এসেছি?	ঈশ্বরের।
৯.	আমরা আবার কীভাবে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে পারি?	মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।
১০.	তাহলে মৃত্যু আসলে কী? (পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া দ্বিতীয় চিত্রটি দেখাবেন)	ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার পথ বা মাধ্যম।

এরপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলো দেখাবেন ও ব্যাখ্যা করবেন।

১. ফুলের কুঁড়ি থেকে ধীরে ধীরে ফুল ফোটে ও একসময় তা ঝরে যায়।

২. সকালে সূর্য উঠে ও দিন শুরু হয়, আবার সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের মাধ্যমে দিনের আলো শেষ হয়ে যায় ও গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে।

৩. একটি ব্যাটারিচালিত পুতুল থেকে ব্যাটারিগুলো বের করে নিলে তা আর হাঁটতে বা গান করতে পারে না।

৪. মানুষ শিশু অবস্থা থেকে বৃদ্ধিলাভ করে শৈশব, কৈশোর ও যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছায় ও মৃত্যুবরণ করে। এভাবে পৃথিবীর সবকিছুর শেষ আছে আর স্বয়ং ঈশ্বর এই নিয়ম দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এবং সৃষ্ট সব প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয় বলে পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যু হলেও তার জীবন শেষ হয় না। দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে ঈশ্বরের কাছে যায়। সেখানে তার বিচারের মধ্য দিয়ে ঠিক হয় সে স্বর্গ না নরকে যাবে।

শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন।

মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারলে কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১. মানুষ মৃত্যুবরণ করে কেন?
২. আদি পিতা-মাতাকে কেন স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হলো?
৩. পৃথিবীতে মৃত্যু কীভাবে আসল?
৪. দৈহিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা কার কাছে ফিরে যাব?
৫. মানুষের সামনে কয়টি পথ আছে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ : মৃত আত্মীয় স্বজনদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করে তাঁদের যেন ঈশ্বর স্বর্গে স্থান দেন, সেজন্য ছোট প্রার্থনা কর।

মানুষের পুনরুত্থান

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৫৯-৬০ সুমন তার দাদুকে .... জীবন যাপন করতে হবে।

শিখনফল : ১৪.১.২. মানুষের পুনরুত্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : ১. টবের মাটিতে বীজের অঙ্কুরোদগমের দৃশ্য বা চিত্র।

২. গাছের একটি ডাল থেকে নতুন শাখা কলম বের হওয়ার দৃশ্য বা চিত্র।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পূর্ব পাঠের ওপর দুই-একটি প্রশ্ন করবেন ও সবাই পূর্ব দিনের পরিকল্পিত কাজ করেছে কি না তা দেখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন। সেখানে আগে থেকে গোপনে সাজিয়ে রাখা শিক্ষা উপকরণগুলো একে একে দেখাবেন ও ব্যাখ্যা করবেন। যেমন, একটি বীজের অংকুরোদগম দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে পারেন যে, মাটিতে পড়ে একটি বীজের মৃত্যু হলেও তা থেকে নতুন একটি চারাগাছ জন্ম নিয়েছে। আবার একটি গাছের ডাল কেটে নিয়ে মাটিতে লাগানোর পর সেটি প্রায় শুকিয়ে গেলেও সেখান থেকে নতুন একটি কুঁড়ি বের হয়েছে। অতঃপর পূর্বদিনের পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের স্মরণ করতে সাহায্য করবেন যে, পৃথিবীতে মানুষের দৈহিক মৃত্যু হলেও তার জীবন শেষ হয় না। দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে ঈশ্বরের কাছে যায়। সেখানে তার নতুন জীবন শুরু হয়, আর এটাই হলো মানুষের পুনরুত্থান বা পুনরায় ওঠা।

এরপর কোন বড় গাছের নিচে বসে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন, "মানুষের পুনরুত্থান" এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবার জন্য নিম্নলিখিত ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

শিক্ষক		*শিক্ষার্থী*
১.	খ্রিষ্টানদের বড় ধর্মীয় উৎসবগুলো কী কী?	বড়দিন ও পুনরুত্থান।
২.	পুনরুত্থান উৎসব কেন পালন করা হয়?	যীশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থানস্মরণ করে এ উৎসব পালন করা হয়।
৩.	পুনরুত্থান কী?	পুনরায় ওঠা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পুনরায় জীবন ফিরে পাওয়া।
৪.	পুনরুত্থান দিনে আমরা আনন্দ করি কেন?	ক) যীশু খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করার মাধ্যমে মৃত্যুর ক্ষমতা ধ্বংস করেছেন। খ) আর যারা তাঁকে বিশ্বাস করে মৃত্যুবরণ করেছে, তাঁদেরও পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
৫.	আমরা কীভাবে এ দিন পালন করি?	ঘরে ঘরে গিয়ে কীর্তন গান করি,ভালো জামাকাপড় পরি, গির্জায় যাই, ভালো খাবার খাই ... ইত্যাদি।
৬.	পুনরুত্থান দিনে তুমি কোন্ গানটি গাও?	বিভিন্নজন বিভিন্ন গানের কলি বলতে পারে।

শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন ও পাঠটি ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১. "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন"- কথাটি কে বলেছেন ?

২. কে মারা গেলেও জীবিত থাকবে?
৩. কখন শেষ বিচার হবে?
৪. শেষ বিচারের সময় কী ঠিক করা হবে?
৫. আমাদের সকলকে কেন সুন্দর জীবন যাপন করতে হবে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি তাদের জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. পবিত্র বাইবেল থেকে উদ্ধৃত ঈশ্বরের বাণীটি বারবার পাঠ করাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

সকলে মিলে "প্রভু যীশুর নাম সমগ্র জগতে ..." গানটি করবে অথবা অন্য কোন গান করবে।

প্রভু যীশুর নাম সমগ্র জগতে
যাতে মোরা পাই পরিত্রাণ

১. তিনি পৃথিবীতে এলেন, রক্ত বহাইলেন
পাপের জন্য মূল্য দিলেন
পাপীকে বাঁচাইতে মুক্তি দিতে
যীশু ক্রুশে প্রাণ দিলেন।

২. আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে
আর কোন নাম দত্ত নাই
কেবল প্রভু যীশুর নাম সমগ্র জগতে
যাতে মোরা পাই পরিত্রাণ।

৩. যে বিশ্বাস করিবে প্রভু যীশুর নামে
জীবিত রবে সর্বদাই
তিনিই পথ, তিনিই সত্য,
তিনিই অনন্ত জীবন।

সুন্দর জীবন গঠন

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৬০ সুন্দর জীবন অর্থাৎ .... দুঃখীদের সেবা করা।

শিখনফল : ১৪.১.৩. সারা জীবন খ্রিষ্টীয় পথে বিশ্বস্তভাবে চলার জন্য প্রার্থনা করবে।

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোন দুই-একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. একটি ফুল।
২. একটি শিশুর ছবি।
৩. যীশু ও তাঁর শিষ্যদের ছবি।
৪. মাদার তেরেজার ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। সম্ভব হলে যে গাছটির নিচে পূর্বদিন পাঠদান করা হয়েছিল সেই গাছের ছায়ার নিচে সকলকে নিয়ে বসবেন। অতঃপর পূর্বদিনের পাঠ থেকে কতটুকু তাদের মনে আছে তা পরীক্ষা করে দেখবেন, বিশেষ করে পাঠটির শেষ বাক্যটি মনে আছে কি না তা জানতে চাইবেন। নিম্নলিখিত ছোট ছোট প্রশ্ন করে সুন্দর জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। এরপর আজকের পাঠটির মূলবিষয় ঘোষণা করবেন, "সুন্দর জীবন গঠন"।

	প্রশ্ন	উত্তর
১.	কয়েকটি সুন্দর জিনিস্রর নাম বল।	ফুল, শিশু, গাছ ইত্যাদি।
২.	ফুল সুন্দর কেন?	ফুল দেখতে সুন্দর আর ফুলের গন্ধও সুন্দর, যা মানুষকে আনন্দ দেয়।
৩.	শিশুরা সুন্দর কীভাবে?	শিশুরা নিস্পাপ। তাদের ছোট ছোট কথা, মুখের মিষ্টি হাসি আর সবাইকে আপন করে নেবার ক্ষমতা সুন্দর।
৪.	গাছ কি সুন্দর?	হ্যাঁ, কারণ গাছ আমাদের অনেক উপকার করে যেমন অক্সিজেন দেয়, ফল দেয় আবার ছায়া দেয়।
৫.	মানুষ কীভাবে সুন্দর হতে পারে?	ভাল গুণাবলি অর্জন, সুন্দর চরিত্র গঠন ও অপরের সেবা করার মধ্য দিয়ে মানুষ সুন্দর হতে পারে।
৬.	তোমরা কি এমন মানুষের নাম বলতে পারো যাদের জীবন খুব সুন্দর ছিল?	যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা মাদার তেরেজা আমাদের বাবা ও মা প্রমুখ।
৭.	আমাদের কেন সুন্দর জীবন-যাপন করতে হবে?	মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়ার জন্য।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমত বোঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১. চরিত্র গঠনের ওপর কেন গুরুত্ব দিতে হয়?
২. আব্রাহাম লিংকন কী বলেছেন?
৩. মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়ার জন্য কী করতে হবে?
৪. সুন্দর জীবন যাপন করার কয়েকটি উপায় বল।
৫. কাদের সেবা করতে হবে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা : প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ : কীভাবে সুন্দর জীবন-যাপন করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিশ্বাসমন্ত্র

বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। আমরা যা বিশ্বাস করি তা মেনে চলার চেষ্টা করি। আমরা বিশ্বাসমন্ত্র সম্পর্কে জানি। এখানে আমরা বিশ্বাসমন্ত্রের অর্থ এবং কীভাবে বিশ্বাসের পথে চলা যায় সেই বিষয়ে আরও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করব।

বিশ্বাসমন্ত্র বা শ্রদ্ধামন্ত্র

বিশ্বাস হলো কোনো কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়া। 'মন্ত্র' অর্থ রহস্য। আর বিশ্বাসমন্ত্র অর্থ বিশ্বাসের রহস্য। আমরা আগে জেনেছি যে, রহস্য এমন একটা বিষয় যা আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি না বা বাদ দিয়েও চলতে পারি না। কিন্তু বিশ্বাস করি। যেমন, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাদের জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কীভাবে তিনি করেছেন তা আমরা বুঝি না। আমরা বিশ্বাস করি তিনি আমাদের পালন ও রক্ষা করেন। তাই আমরা তাঁর ওপর আস্থা রাখি। বিশ্বাসকে অন্য কথায় শ্রদ্ধাও বলা হয়। তাই কখনও কখনও আমরা বিশ্বাসমন্ত্র না বলে শ্রদ্ধামন্ত্র বলে থাকি। যীশুর প্রেরিতশিষ্যগণ ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলোকে একত্রে প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র বলা হয়।

বিশ্বাসমন্ত্রের মূল বিষয়গুলো

১। সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। সবকিছু তাঁরই অধীনে।

২। আমি যীশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি। তিনি মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছেন। পিতা ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছেন। যীশু খ্রিষ্ট পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ মানুষ।

৩। যীশু আমাদের জন্য যাতনাভোগ করেন ও ক্রুশবিদ্ধ হন। তিনি আমাদের ভালোবাসেন ও পাপ থেকে মুক্ত করতে চান। যীশু আমাদের জন্য সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করেন।

৪। যীশু আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেন। পোন্তিয় পিলাত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। বিনা দোষে যীশু আমাদের জন্য ক্রুশের ওপর মরেছেন।

৫। যীশু আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্যও মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সকল মানুষের মুক্তিদাতা। যীশু এ পৃথিবীতে আসার আগে যারা মারা গেছে তিনি তাদের জন্যও মরেছেন।

৬। যীশু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন। তিনি পিতা ঈশ্বরের বাধ্য থেকেছেন। এভাবে মুক্তির কাজ সম্পন্ন করেছেন। পিতা তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জাগিয়ে তুলেছেন।

৭। যীশু পুনরুত্থান করে আমাদের সঙ্গে আছেন। বিভিন্ন দয়ালু মানুষের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সাথে আছেন। তিনি আমাদের পাশে থেকে আমাদের রক্ষা ও পালন করেন।

৮। যীশু স্বর্গারোহণ করেছেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু হয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমরাও পুনরুত্থান করে তাঁর কাছে যাব। তিনি আমাদের স্বর্গে স্থান দিবেন।

বিশ্বাস স্বীকার ও পাপ পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা নবায়ন

৯। আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি। আমরা মন্দ আত্মার দ্বারা চলি না। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলে আমরা মন্দ শক্তিকে জয় করতে পারি।

১০। আমি মণ্ডলীতে বিশ্বাস করি। মণ্ডলী একটি দেহের মতো। এর মস্তক যীশু খ্রিষ্ট। তিনি মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে পরিচালনা করছেন।

বিশ্বাসের পথে চলা

ক) আমরা জগতের আলো হব। আলো যেমন অন্ধকার দূর করে তেমনি আমরাও মানুষের অবিশ্বাস দূর করব।

খ) আমি সকলের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে চলব। যীশুর আত্মা একতা আনার জন্য আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। দলাদলি দূর করে আমরা সকলের মধ্যে একতা সৃষ্টি করব।

কী শিখলাম

বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। খ্রিষ্টধর্মের মূল বিষয় হলো বিশ্বাস। বিশ্বাসের পথে আমাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ : **বিশ্বাসমন্ত্রটি মুখস্থ বলবে।**

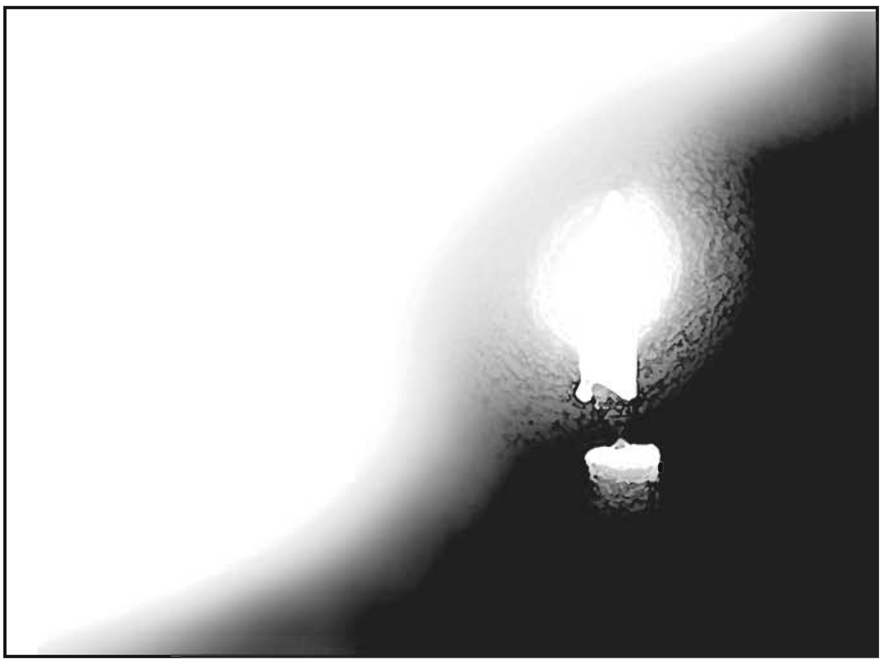

আমরা জগতের আলো হব

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি .... করি।

খ। যীশু সকল মানুষের .... ।

গ। যীশু খ্রিষ্ট পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ......... ।

ঘ। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় আমরা .... জয় করতে পারি।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। বিশ্বাসমন্ত্র অর্থ	ক। সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন
খ। বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই	খ। ক্রুশের ওপরে মরেছেন
গ। যীশু আমাদের জন্য	গ। যীশু খ্রিষ্ট
ঘ মণ্ডলীর মস্তক	ঘ। ঈশ্বরকে পাওয়া যায়
	ঙ। বিশ্বাসের রহস্য

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। কে যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন?

খ। বিশ্বাসকে অন্যকথায় কী বলা হয়?

গ। বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলোকে একসঙ্গে কী বলা হয়?

ঘ। মন্ত্র অর্থ কী?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্রের ৫টি মূল বিষয় নিজের ভাষায় লেখ।

খ। বিশ্বাসমন্ত্রটি মুখস্থ লেখ।

গ। বিশ্বাসের পথে কীভাবে চলবে?

বিশ্বাসমন্ত্র

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৫.১ খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র মুখস্থ লিখতে পারবে।

শিখনফল : ১৫.১.১ খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র কী তা বর্ণনা করতে পারবে।

১৫.১.২ খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের পথে চলবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

বিশ্বাসমন্ত্র বা শ্রদ্ধামন্ত্র

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৬২ বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই .... প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র বলা হয়।

শিখনফল : খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র কী তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোন দুই-একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. একটি ফুলানো বেলুন।
২. একটি ঝড়ের ছবি।
৩. একটি জ্বলন্ত মোমবাতি।
৪. প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। এরপর আজকের পাঠটি “বিশ্বাসমন্ত্র বা শ্রদ্ধামন্ত্র” উপস্থাপন করবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১.	এ পৃথিবীর সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর।
২.	তোমরা তা কীভাবে জান?	পবিত্র বাইবেল পাঠ করে জানতে পেরেছি এবং বাবা, মা ও শিক্ষক শিক্ষিকার কাছ থেকে শুনেছি।
৩.	কিন্তু তুমি নিজে কি ঈশ্বরকে দেখেছ?	না।
৪.	তাহলে তোমরা কীভাবে বলতে পার যে ঈশ্বরই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন?	আমরা ঈশ্বরকে দেখতে না পেলেও তাঁর সৃষ্ট সবকিছু দেখে বুঝতে পারি যে কেউ একজন এগুলো সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে আমরা দেখতে না পেলেও আমরা জানি যে তিনি আছেন।

৫.	এই যে তোমরা ঈশ্বরকে না দেখেও শুধুমাত্র তাঁর হাতের কাজ দেখে ও তাঁর কথা শুনে জান যে, তিনি আছেন, এটাকে কী বলে?	এটাকেই বিশ্বাস বলে।
৬.	তাহলে বিশ্বাস বলতে আমরা কী বুঝি?	আমরা দেখতে বা স্পর্শ করতে না পারলেও যখন কোন কিছুকে সত্য বলে মেনে নিই, তাকে বিশ্বাস বলে।

এরপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলো দেখাবেন ও এগুলির সাহায্যে আজকের পাঠের মূল বিষয় ব্যাখ্যা করবেন।

১. আমরা বাতাসকে দেখতে পাই না, কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায় জানি না, কিন্তু বাতাস আছে। বাতাসের কাজ আমরা দেখতে পাই। বেলুন ফুলাতে বাতাসের প্রয়োজন। আবার বাতাস খুব বেশি হলে ঝড় ওঠে ও সবকিছু তছনছ করে ফেলে।

২. আমরা একটি মোমবাতি জ্বালাতে পারি, কিন্তু আলোকে স্পর্শ করতে পারি না আর আলো কীভাবে অন্ধকার দূর করে দেয় তা ব্যাখ্যা করতে পারি না।

৩. ঈশ্বর যে প্রকৃতির সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তা আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু কীভাবে কী করছেন, তা জানি না। যেমন, সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা সবুজ গাছে গাছে রঙীন ফুল ফুটে আছে দেখতে পাই, কিন্তু কীভাবে তা হলো, তা আমরা জানতে পারি না। এমনি অনেক কিছু যা আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি না বা ব্যাখ্যা করতে পারি না, আবার সেগুলোকে বাদ দিয়েও চলতে পারি না, কিন্তু বিশ্বাস করি। এটাকে রহস্য বা মন্ত্র বলে। যীশুর শিষ্যরা যা বিশ্বাস করে সেগুলোকে এক সঙ্গে বিশ্বাসমন্ত্র বা শ্রদ্ধামন্ত্র বা বিশ্বাসসূত্র বলে।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১. বিশ্বাস বলতে আমরা কী বুঝি?
২. মন্ত্র অর্থ কী?
৩. প্রেরিত শিষ্যদের বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলোকে একসঙ্গে কী বলা হয়?
৪. ঈশ্বরকে কীভাবে পাওয়া যায়?
৫. বিশ্বাসমন্ত্রকে অন্য কথায় কী বলা হয়?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ : সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, মুক্তিদাতা যীশু ও শক্তিদাতা পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য কী কী করেছেন, তার একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত কর।

বিশ্বাসমন্ত্রের মূল বিষয়গুলো

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৬৩ সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে ... আমাদেরকে পরিচালনা করছেন।

শিখনফল : ১৫.১.১. খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র কী তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : ১. যীশু খ্রিষ্টের জন্ম, ক্রুশে মৃত্যুবরণ, পুনরুত্থান, ও স্বর্গারোহণের ছবি ।
২. পবিত্র আত্মার অবতরণ বা পঞ্চাশত্তমীর ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। এরপর পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, মুক্তিদাতা যীশু ও শক্তিদাতা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। এরপর আজকের পাঠটি "বিশ্বাসমন্ত্রের মূল বিষয়গুলো " উপস্থাপন করবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১.	পিতা ঈশ্বর কে?	পিতা ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি পৃথিবী, মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি, পাহাড়, নদী, সূর্য, চাঁদ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।
২.	যীশু খ্রিষ্ট কে?	যীশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র।
৩.	যীশু খ্রিষ্ট কোথায় কীভাবে জন্ম নিলেন?	বৈৎলেহমের গোয়ালঘরে মানবশিশুর মতো যীশু খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন।
৪.	যীশু কেন মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন?	যীশু আমাদের ভালোবাসেন ও আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে চান।
৫.	কীভাবে যীশু আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করলেন?	যীশু নিজে কোন পাপ করেন নি, কিন্তু আমাদের পাপের শাস্তি ভোগ করতে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন।
৬.	এখন যীশু কোথায় আছেন?	যীশু পুনরুত্থান করে স্বর্গে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে আছেন।
৭.	আমাদের সঙ্গে কে আছেন?	যীশু স্বর্গে গিয়ে পবিত্র আত্মাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের সঙ্গে পবিত্র আত্মা আছেন।
৮.	পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা কী করতে পারি?	পবিত্র আত্মার শক্তিতে মন্দ আত্মার শক্তিকে জয় করতে পারি।

এরপর ছবিগুলোর সাহায্যে আজকের পাঠের মূল বিষয় "বিশ্বাসমন্ত্রের মূল বিষয়গুলো" একটি একটি করে সরব পাঠ করাবেন ও আমরা কেন কী বিশ্বাস করি তা ব্যাখ্যা করবেন।

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১. আমরা পিতা ঈশ্বরকে কেন বিশ্বাস করি?

২. কে আমাদের জন্য যাতনাভোগ করলেন?

৩. যীশু কীভাবে মুক্তির কাজ সম্পন্ন করলেন?

৪. আমরা পুনরুত্থান করে কার্ কাছে যাব?

৫. মণ্ডলীর মস্তক কে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।

৪. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।

৫. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ : নিজ নিজ মণ্ডলীর বই থেকে বিশ্বাসমন্ত্র খাতায় লিখে মুখস্থ কর।

"বিশ্বাসের পথে চলা"

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৬৪ আমরা জগতের আলো ... একতা সৃষ্টি করব।

শিখনফল : ১৫.১ ২ খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের পথে চলবে।

উপকরণ : ১. সকল শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে ছোট মোমবাতি।

২. দশটি ছোট ছোট কাঠি ও সবগুলোকে একসঙ্গে বাঁধবার জন্য সুতা।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন । সকলে পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ করেছে কি না তা যাচাই করার জন্য কয়েকজনকে বিশ্বাসমন্ত্র মুখস্থ বলতে বলবেন। এরপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে আমরা কীভাবে বিশ্বাসের পথে চলতে পারি সে সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। এরপর আজকের পাঠটি "বিশ্বাসের পথে চলা" উপস্থাপন করবেন। বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১.	বিশ্বাসের পথে চলা বলতে আমরা কী বুঝি?	আমরা যা বিশ্বাস করি সেগুলো যেন আমাদের জীবন, কথা ও কাজের মধ্যে প্রকাশ পায়।
২.	আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এটি আমরা কীভাবে প্রকাশ করব?	সকলকে ভালোবাসা, সম্মান করা ও সেবা-যত্ন করার মধ্য দিয়ে কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টিকে অবহেলা করা যায় না।
৩.	যীশু আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন, আমাদের জীবনে এ কথার অর্থ কী হতে পারে?	আমরা পাপ করে যেন যীশু আর কষ্ট না দিই।

৪.	পবিত্র আত্মা আমাদের মন্দ আত্মার শক্তির ওপর জয়লাভ করতে শক্তি দেন, আমরা কীভাবে সে শক্তি পেতে পারি?	মন্দতাকে ঘৃণা করে ও পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে আমরা সে শক্তি পেতে পারি।
৫.	মণ্ডলী একটি দেহের মতো, যার মস্তক খ্রিষ্ট, কথাটির অর্থ কী?	একটি দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন একটি আরেকটির সাথে যুক্ত, বিশ্বাসীরাও তেমনি একে অপরের সাথে যুক্ত ও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। মস্তক যেমন দেহকে পরিচালনা করে, তেমনি খ্রিষ্টও মন্ডলীর মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীদের জীবন পরিচালনা করেন।

এরপর নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন ও উপকরণ ব্যবহার করে পাঠটি ব্যাখ্যা করবেন। একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে আলো যেভাবে অন্ধকার দূর করে, আমরাও বিশ্বাসের জীবন যাপন করে পৃথিবী থেকে অবিশ্বাসের অন্ধকার দূর করে দেব ব্যাখ্যা করবেন (বইয়ের ছবিটিও দেখাবেন)। তারপর দশটি কাঠি একসঙ্গে বেঁধে তিন চারজনকে মাঝ বরাবর ভাঙতে বলবেন। তারা ব্যর্থ হবার পর দশজনকে দশটি কাঠি দিয়ে মাঝ বরাবর ভাঙতে বলবেন। শিক্ষক ১,২,৩ বলবার সঙ্গে সঙ্গে তারা একসাথে সবগুলো কাঠি ভেঙে ফেলবে। এবার শিক্ষক বিশ্বাসীদের একসঙ্গে থাকার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১. আলো আমাদের কী কাজে লাগে?

২. আমরা কীভাবে মানুষের অবিশ্বাস দূর করব?

৩. একতা আনার জন্য কে আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন?

৪. আমরা কীভাবে একতা সৃষ্টি করব?

৫. আমরা কীভাবে বিশ্বাসের পথে চলব?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১.পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২.যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।

৩.ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।

৪.অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

সকলে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে বিশ্বাসমন্ত্রটি বলবে ও শিক্ষকের পরিচালনায় পাপ পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করবে।

ষোড়শ অধ্যায়

ভূমিকম্প

প্রকৃতির মধ্যে কখনও কখনও কিছু দুর্ঘটনা ঘটে। যেমন, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, হারিকেন, বন্যা, খরা, সুনামি, ভূমিকম্প ইত্যাদি। এগুলো ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মে। এগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলি। এসব দুর্ঘটনা মানুষ, পশুপাখি, ফসল, ধনসম্পদ ইত্যাদির প্রচুর ক্ষতি-সাধন করে। এগুলোর কারণে অনেক সময় অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এগুলো পরিবেশকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসব কারণে দেশের অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি হয়। এখানে আমরা ভূমিকম্পের ক্ষতিকর দিকসমূহ ও ভূমিকম্পের পর আমাদের করণীয় সম্পর্কেও আলোচনা করব।

ভূমিকম্পের সময় করণীয়

ঘরে থাকলে মজবুত টেবিল, খাট বা সোফার নিচে বসে বা শুয়ে পড়তে হবে। যতক্ষণ ভূমিকম্প না থামে ততক্ষণ সেখানেই থাকতে হবে। গ্লাসের দরজা–জানালা, আয়নার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। লিফ্‌ট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ভগ্নস্তূপের নিচে আটকা পড়ে গেলে সঙ্গে বাঁশি থাকলে তা বাজাতে হবে। নতুবা পানির পাইপ বা দেয়ালে জোরে জোরে আঘাত করতেই থাকবে। এগুলো সম্ভব না হলে চিৎকার করতে হবে।

ভূমিকম্পের পরে করণীয়

ভূমিকম্প থেমে গেলে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে হবে বের হওয়া নিরাপদ কি না। নিরাপদ হলে ঘর থেকে বের হতে হবে। ধীরে ধীরে নিজেকে শান্ত করতে হবে। আহত বা আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধারে সহায়তা করতে হবে। বিশেষত শিশু ও বয়স্কদেরকে আগে সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে। বেশি আহতদেরকে একা নাড়াচাড়া না করে এক জায়গায় রেখে দিতে হবে। সাহায্যকারী ব্যক্তিদের ডাকতে হবে। কোথাও নিভিয়ে ফেলার মতো ছোটখাটো আগুন থাকলে তা নিভিয়ে ফেলতে হবে। কারণ ভূমিকম্পের পরে অনেক সময় আগুন লেগে যায়। ব্যাটারি–চালিত রেডিও থাকলে তা চালাতে

হবে। উদ্ধার সম্পর্কে জরুরি খবর শুনতে হবে। সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে থাকলে সুনামি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। গ্যাসের গন্ধ পেলে সাবধানে গিয়ে গ্যাসের মূল লাইন বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর সেখান থেকে দূরে সরে যেতে হবে। কারণ আগুন লাগার সম্ভাবনা আছে। কোনো বিদ্যুতের লাইন ছিঁড়ে গিয়ে থাকলে বিদ্যুতের মূল লাইন বন্ধ করে দিতে হবে।

উদ্ধার ও সেবা কাজে সহায়তা

প্রায়ই ভূমিকম্পের কারণে ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়। তখন সবচেয়ে বেশি দরকার হলো:

১। আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করা
২। আহতদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া
৩। ডাক্তার ও নার্স ঔষধ নিয়ে আসা। আহতদের সেবা করা
৪। খাবার, পানীয় ও কাপড়চোপড় বিতরণ করা
৫। ভীত মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া

আহতদের চিকিৎসা ও সেবাদান

ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

কী শিখলাম

ভূমিকম্প হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। সেখানে মানুষের কোনো হাত নেই। ভূমিকম্পের সময় আমাদের করণীয়গুলো মনে রাখতে হবে। ভূমিকম্পের পর সেবাকাজে এগিয়ে আসতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ: ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের কী কী ভাবে সাহায্য করা যায় তার একটা তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প এগুলোকে প্রাকৃতিক ....বলা হয়।

খ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবেশকে নানাভাবে .... করে।

গ। ভূমিকম্পের পর আহত মানুষদের ....স্থানে নিয়ে যেতে হবে।

২। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

২.১ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা মানুষ, পশুপাখি, ফসল, ধনসম্পদ ইত্যাদির

(ক) নিরোধ করে (খ) অপচয় করে (গ) ক্ষয় করে (ঘ) ক্ষতি সাধন করে

২.২ সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে থাকলে সচেতন থাকতে হবে

(ক) বন্যা সম্পর্কে (খ) ভূমিকম্প সম্পর্কে (গ) সুনামি সম্পর্কে (ঘ) ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে

২.৩ ভূমিকম্পের পর ভীত মানুষকে দিতে হবে

(ক) অভয় (খ) সান্ত্বনা (গ) আশা (ঘ) ভালোবাসা

৩। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। পাঁচটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের উদহারণ দাও।

খ। ভূমিকম্পের পর কাদের আগে সাহায্য করতে হবে?

গ। ভূমিকম্পের পর কী কী জিনিসপত্র বিতরণ করা দরকার?

ঘ। সেবা বিষয়ে যীশু কী বলেছেন।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। ভূমিকম্পের সময় কী করণীয় তা লেখ ।

খ। ভূমিকম্পের পরে কী করণীয় তা বর্ণনা কর।

গ। তুমি কীভাবে উদ্ধার ও সেবা কাজে সহায়তা করতে পার তা লেখ।

ষোড়শ অধ্যায়

ভূমিকম্প

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৬.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমিকম্প সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১৬.২ ভূমিকম্পের ক্ষতিকর প্রভাব এবং সেসব থেকে জীবন রক্ষার কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল: ১৬.১.১ ভূমিকম্পে মানুষের কোন হাত না থাকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১৬.১.২ ভূমিকম্পের সময় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৬.১.৩ ভূমিকম্পের ক্ষতিকর দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবে।

১৬.১.৪ ভূমিকম্পের পর ত্রাণকর্মে সহায়তা করা সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ২

ভূমিকম্পের সময় করণীয়

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৬৬ প্রকৃতির মধ্যে কখনো .... চিৎকার করতে হবে।

শিখনফল: ১.১.১. ভূমিকম্পে মানুষের কোন হাত না থাকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১৬.১.২.ভূমিকম্পের সময় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : ১. ভূমিকম্পের ওপর ভিডিও দৃশ্য বা পোস্টার (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগুলো তৈরি করে)।

২. তিন চারটি বাঁশি।

৩. দুই/তিনটি হেলমেট।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে শ্রেণিকক্ষের টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ইত্যাদি এমনভাবে সাজাবেন যেন এসবের মাঝখান দিয়ে দৌড়ানো যায় বা নিচে লুকানো যায়। এরপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে ভূমিকম্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। এরপর আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১.	ভূমি কী?	ভূমি হলো ভূ-ত্বক বা মাটি।
২.	কম্প কী?	কম্প মানে কেঁপে ওঠা।
৩.	ভূমিকম্প কী?	ভূ-ত্বকের একটি অংশের মাটি জোরে কেঁপে উঠা। এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

৪.	এতে মানুষের কি হাত থাকে?	না, ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরে যখন কোন কারণে শিলাচ্যুতি ঘটে বা কোন পরিবর্তন ঘটে, তখন ভূমিকম্প হয়।
৫.	ভূমিকম্পের ফলে কি হয়?	ক) ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, গাছপালা, বিদ্যুতের খুঁটি সব কিছু ভেঙে পড়তে পারে। খ) বিদ্যুতের লাইন বা গ্যাসের লাইন থেকে আগুন লাগতে পারে। গ) এসবের ফলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
৬.	এসব ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার কি কোনো উপায় আছে?	ক) নিয়ম মেনে ঘরবাড়ি তৈরি করলে, খ) ভূমিকম্পের আগে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনি সপত্র যেমন, শুকনো খাবার, পানির বোতল, জরুরি ঔষধপত্র, টর্চ, রেডিও ইত্যাদি হাতের কাছে থাকলে। গ) ভূমিকম্পের সময় আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানা থাকলে ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর পরিমাণ কমানো সম্ভব।

বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা

এরপর শিক্ষক সম্ভব হলে ভিডিও দৃশ্য দেখাবার ব্যবস্থা করবেন অথবা পোস্টারগুলো দেখাবেন এবং এগুলোর সাহায্যে আজকের পাঠের মূল বিষয় ব্যাখ্যা করবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন।

অতঃপর তিনি কয়েকজনকে অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করবেন ও শিক্ষক ভূমিকম্প শুরু হওয়ার ইঙ্গিত হিসেবে বাঁশি বাজালে কে কী করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন,

১. চারজন চারজন করে হাত উঁচু করে কয়েকজন ঘর হবে, যারা বাঁশি শুনলে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়বে।
২. কয়েকজন যত শীঘ্র সম্ভব টেবিল, চেয়ার বা বেঞ্চের তলায় বসে বা শুয়ে পড়বে।
৩. কয়েকজন এসবের নিচে জায়গা না পেয়ে শক্ত বই, স্কুলব্যাগ বা দুই হাত দিয়ে মাথা ও ঘাড় ঢেকে রাখবে।
৪. দুই/তিনজন মাথায় হেলমেট পরবে।
৫. তারপর যাদের হাতে আগে থেকে বাঁশি দেওয়া হবে, তারা বাঁশি বাজাবে।
৬. কেউ কেউ দেয়ালে বা মেঝে হাত দিয়ে শব্দ করতে থাকবে।
৭. যাদের হাতে বাঁশী নেই, শিক্ষক বাঁশি বাজালে তারা একজন একজন করে চিৎকার করবে। (একসাথে না, তাহলে পাশের শ্রেণিতে অসুবিধা হবে)।

সকলকে তাদের করণীয় বুঝিয়ে দেওয়ার পর শিক্ষক বাঁশি বাজাবেন ও সকলে যার যার করণীয় অভিনয় করবে। এভাবে শিক্ষক নাটকীয়ভাবে পাঠটি বুঝাবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১. ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা এগুলোকে কী বলা হয়?
২. যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের কী কী ক্ষতি হয়?
৩. ভূমিকম্পের সময় লিফট বা সিঁড়ি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হয় কেন?
৪. আটকা পড়ে গেলে বাঁশি বাজালে কী লাভ হবে?
৫. ভূমিকম্পের সময় কি করণীয় তা বর্ণনা কর।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. তাদের দিয়ে পুনরায় অভিনয় করাতে পারেন।

শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে শ্রেণিকক্ষের সবকিছু আগের মতো সাজিয়ে রেখে যাবেন।

পরিকল্পিত কাজ/ বাড়ির কাজ

বাড়িতে পিতা, মাতা, ভাই, বোন ও বন্ধু-বান্ধবদের সামনে ভূমিকম্পের সময় আমাদের কী করণীয় তা অভিনয় করে দেখাবে।

ভূমিকম্পের পরে করণীয়

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭ ভূমিকম্প থেমে গেলে........ মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া।

শিখনফল : ১৬.১.৩.ভূমিকম্পের ক্ষতিকর দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবে।

১৬.১.৪.ভূমিকম্পের পর ত্রাণকর্মে সহায়তা করা সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ :

১. একটি ব্যাটারী চালিত রেডিও।

২. বিদ্যালয়ের প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স।

৩. একটি ছোট ব্যাগে কিছু প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রীর নমুনা যেমন, চিড়া, গুড়, এক বোতল পানি, ম্যাচ, মোমবাতি ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে ভূমিকম্পের পরে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। এরপর আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

	শিক্ষক	শিক্ষার্থী
১.	ভূমিকম্প হলে মানুষের কী কী হতে পারে?	মানুষ ভয় পেতে পারে, আহত হতে পারে ও ধ্বংস্তুপের নিচে আটকা পড়তে পারে। এমনকি মারাও যেতে পারে।
২.	কারা সবচেয়ে বেশি অসহায় হয়ে পড়ে?	শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অসুস্থ ব্যক্তিরা।
৩.	তাদের আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি?	বড়দের সাহায্য নিয়ে।
৪.	আশে পাশে কোন উদ্ধারকারী দল আছে কি না তা কীভাবে জানা যাবে?	রেডিও চালিয়ে খবর শুনতে হবে।
৫.	ভূমিকম্পের সময় সাধারণতঃ আগুন লাগে কেন?	গ্যাসের পাইপ ফেটে ও বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গেলে আগুন লাগতে পারে।

৬.	আগুন লাগলে করণীয় কী?	আগে জানতে হবে গ্যাসের ও বিদ্যুতের মূল লাইনের চাবি ঘরের কোথায় আছে। আগুন লাগলে সেগুলো বন্ধ করে দিতে হবে।
৭.	উদ্ধারকাজে আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি?	সাহায্যকারীদের সংবাদ দিয়ে, আহতদের সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে এবং আমাদের খাবার, কাপড়, পানীয় ইত্যাদি দিয়ে।
৮.	সেবা ও দয়ার কাজ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা কী?	অন্যকে সেবা করার মধ্য দিয়ে আমরা যীশুর সেবা করি আর অন্যের প্রতি দয়ার কাজ করে আমরা যীশুর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করি।

এরপর শিক্ষক বাস্তব উপকরণগুলো ব্যবহার করে ও বইয়ের চিত্রের সাহায্যে আজকের পাঠের মূল বিষয় ব্যাখ্যা করবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারলো কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১. ভূমিকম্পের পর আগে কাদের সাহায্য করতে হবে?

২. ভূমিকম্পের পর কী কী জিনিসপত্র বিতরণ করা দরকার?

৩. ভূমিকম্পের পরে কী করণীয় তা বর্ণনা কর।

৪. আমাদের সেবাকাজে এগিয়ে আসতে হবে কেন?

৫. তুমি কীভাবে উদ্ধার ও সেবা কাজে সহায়তা করতে পার তা লেখ।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের কী কী ভাবে সাহায্য করা যায় তার একটা তালিকা তৈরি কর।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহিদ

আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে আমরা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে ভালোবাসি। আমাদের মাতৃভূমিকেও আমরা স্বাধীন রাখতে চাই। কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে এই মাতৃভূমিটি দিয়েছেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, তা আমরা নিজের চোখে দেখি নি। বড়দের কাছ থেকে, রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ বা বই থেকে আমরা জেনেছি। আমরা জানি, আমাদের দেশের অনেক মানুষ শহিদ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে খ্রিষ্টান শহিদও রয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকা দরকার। এ জন্য তাঁদের সম্পর্কে আমাদের আরও ভালো করে জানা দরকার।

মুক্তিযুদ্ধ কী?

পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা আমরা শোষিত হচ্ছিলাম। আমরা ছিলাম পরাধীন। এই শোষণের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের দেশের মানুষ একতাবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। ঐ বছরের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি শাসকেরা আমাদের দেশে গণহত্যা শুরু করেছিল। এরই প্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারা অনেক মানুষ হত্যা করেছিল। বহু বাড়িঘর তারা জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। তাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আমাদের দেশের মানুষ যুদ্ধে নেমেছিল। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করেছি। এই যুদ্ধকে বলা হয় মুক্তিযুদ্ধ। দেশকে স্বাধীন করার জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেছেন তাদের আমরা বলি মুক্তিযোদ্ধা। যাঁরা তাঁদের অমূল্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আমরা বলি শহিদ।

খ্রিষ্টান শহিদ

ফাদার ইভান্স সি এস সি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সকল ধর্মের মানুষ যোগ দিয়েছিল। সবাই তখন দেশকে মুক্ত করার চিন্তা করেছে। কে কোন ধর্মের, তা কেউ চিন্তা করেনি। চিন্তা করেছে শুধু কীভাবে পাকিস্তানিদের পরাজিত করা যাবে। কীভাবে আমাদের প্রিয় দেশটাকে মুক্ত করা যাবে। মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান প্রচুর।
অন্যদের মতো খ্রিষ্টানরা দুইভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ সরাসরি যুদ্ধ করেছেন, আবার কেউ কেউ আড়ালে থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্তত ২৪ জন খ্রিষ্টান এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন পুরোহিত রয়েছেন। পুরোহিতদের নাম হলো: ফাদার উইলিয়াম ইভান্স, সিএসসি, ফাদার লুকাস মারান্ডী এবং ফাদার মারিও ভেরোনেসি, এসএক্স। মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক ধর্মপল্লীতে ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও সেবা দিয়েছেন। টাকা পয়সা দিয়ে সহায়তা করেছেন। যারা ঘরবাড়ি হারিয়েছিল তাদেরকে তাঁরা ধর্মপল্লীতে বা স্কুলে আশ্রয় দিয়েছিলেন। অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্নাবান্না করে দিতেন বা খাবার পৌঁছে দিতেন।

ফাদার লুকাস মারান্ডী

ফাদার মারিও ভেরোনেসি

সকলের লক্ষ্য দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

আমাদের লোকেরা প্রাণ দিয়েছেন দেশকে স্বাধীন করার জন্য। এরপরের কাজ হলো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আমরাও সকলে গণতন্ত্রকেই পছন্দ করি। কারণ গণতন্ত্র সবচেয়ে ভালো শাসনব্যবস্থা। অধ্যাপক সিলী বলেন, গণতন্ত্র বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে সকলের অংশগ্রহণ থাকে। শাসনব্যবস্থায় সকলের অংশগ্রহণ কীভাবে থাকে? দুইভাবে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে। কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। যেমন, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ। তাঁরা দেশে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। সকল মানুষের নিরাপত্তা দান করেন। দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। এসব কাজ তাঁরা আদেশ দিয়ে পরিচালনা করেন। দ্বিতীয়ত, পরোক্ষভাবে সকলেই দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

যেমন, ভোট দিয়ে শাসনকর্তা নির্বাচন করার মাধ্যমে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি।

নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে এবং প্রার্থনার মাধ্যমেও আমরা সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারি।

গণতন্ত্র কেন ভালো শাসনব্যবস্থা

১। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সকল মানুষ নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করতে পারে।

২। জনগণের ইচ্ছা অনুসারে সরকার পরিচালিত হয়।

৩। সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন।

৪। এখানে আইনের চোখে সকল নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা সমান।

৫। সরকারের সাথে জনগণের সম্পর্ক সুন্দর থাকে।

৬। ছোট ছোট দল ভয়ে ভয়ে থাকে না।

৭। নিজ নিজ গুণ বিকাশের বেশি সুযোগ পাওয়া যায়।

৮। দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের সুযোগ বেশি থাকে ।

আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। সকল মানুষ প্রকৃত স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করুক। দেশের উন্নতি হতে থাকুক। আমরা যেন সকলে ভালো মানুষ হতে পারি। দেশকে যেন আরও উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারি।

কী শিখলাম

দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। অনেক খ্রিষ্টান মানুষও শহিদ হয়েছেন। আমাদের দেশের জন্য গণতন্ত্র সবচেয়ে সুন্দর শাসনব্যবস্থা।

পরিকল্পিত কাজ

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন এমন পাঁচজনের নাম লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। আমরা .... হাতে বন্দী ছিলাম।

খ। জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু ....ডাক দিয়েছিলেন।

গ। গণতন্ত্র সবচেয়ে ভালো ....।

ঘ। ২৬ শে মার্চ আমাদের ....।

ঙ। আমাদের বিজয় দিবস ....।

২। বাম পাশের অংশগুলোর সাথে ডান পাশের অংশগুলোর মিল কর

ক। মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা তাঁদের অমূল্য প্রাণ দিয়েছেন	ক। মতামত প্রকাশ করতে পারে।
খ। দেশের শাসনব্যবস্থায় সকলে	খ। অধিকার আদায় করতে পারে।
গ। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সকল মানুষ নিজ নিজ	গ। তাঁদের আমরা বলি শহিদ।
	ঘ। দুইভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল:

(ক) ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে (খ) ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে (গ) ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে (ঘ) ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে

৩.২ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স, সিএসসি, ফাদার লুকাস মারান্ডী এবং ফাদার মারিও ভেরোনেসি, এসএক্স এই তিনজন ফাদার হলেন:

(ক) বিদেশি বণিক (খ) শহিদ (গ) মুক্তিযোদ্ধা (ঘ) সাধু

৩.৩ অধ্যাপক সিলী বলেন, গণতন্ত্র বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে সবার

(ক) চাকরি আছে (খ) বক্তব্য আছে (গ) ভূমিকা আছে (ঘ) অংশগ্রহণ আছে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মুক্তিযুদ্ধ কী?

খ। কাকে শহিদ বলা হয়?

গ। কত মাস যুদ্ধ করার পর দেশ বিজয় অর্জন করেছে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান লেখ।

খ। গণতন্ত্র কেন ভালো শাসনব্যবস্থা কারণগুলো লেখ।

সপ্তদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহিদ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৭.১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহিদদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১৭.২ গণতন্ত্র ও এর প্রধান দিকগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল : ১৭.১.১ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১৭.১.২ মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহিদদের বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে।

১৭.১.২ গণতন্ত্রে সকল জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১৭.২.১ সকল মানুষের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১৮.১.৩ পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

মুক্তিযুদ্ধ

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৬৯ আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর .... আমরা বলি শহিদ।

শিখনফল : ১৭.১.১. মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ : ১. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।

২. মুক্তিযুদ্ধের ছবি।

৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। এরপর আজকের পাঠটি "মুক্তিযুদ্ধ" উপস্থাপন করবেন। বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১.	মুক্তিযুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিল?	১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে।
২.	পূর্বে আমরা কোন্ রাষ্ট্রের অধীনে ছিলাম?	পাকিস্তান।
৩.	তখন আমাদের দেশের নাম কী ছিল?	পূর্ব পাকিস্তান।
৪.	আমরা কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম?	দেশকে স্বাধীন করার জন্য।
৫.	কে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন?	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
৬.	কত তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়?	২৬শে মার্চ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ।

৭.	কতদিন যুদ্ধ হয়েছিল?	প্রায় নয় মাস।
৮.	কত তারিখে বিজয় দিবস?	১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১।
৯.	দেশকে স্বাধীন করার জন্য যারা যুদ্ধ করেছেন, তাদের কী বলা হয়?	মুক্তিযোদ্ধা।
১০.	যুদ্ধে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের কী বলা হয়?	শহিদ।
১১.	যীশুর সাথে মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদদের কী মিল আছে?	যীশু শয়তানের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করতে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, শহিদ মুক্তিযোদ্ধারাও ঠিক একইভাবে অত্যাচারী ও শোষকদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

এরপর বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠটি ব্যাখ্যা করবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমত বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১. আমরা কেন স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে ভালোবাসি?

২.এই মাতৃভূমিটি আমাদের কে দিয়েছেন?

১. মুক্তিযুদ্ধের কথা আমরা কীভাবে জানতে পেরেছি?

২. ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ কে ভাষণ দেন?

৩. পাকিস্তানিরা কত তারিখে গণহত্যা শুরু করেছিল?

৪. মুক্তিযুদ্ধ বলতে আমরা কী বুঝি?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা করবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।

৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।

৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

পালা করে সামনে এসে একক বা দলীয়ভাবে স্বাধীনতার গান বা নাচ করবে (আংশিক)।

খ্রিষ্টান শহিদ

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৭০ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সকল ধর্মের .... খাবার পৌঁছে দিতেন।

শিখনফল : ১৭.১.২. মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহিদদের বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে।।

উপকরণ : ১. একটি শরণার্থী শিবিরের ছবি
২. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা পাঠ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজ নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে শহিদ সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। এরপর আজকের পাঠটি "খ্রিষ্টান শহিদ" উপস্থাপন করবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১.	মুক্তি যুদ্ধে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের কী বলা হয়?	শহিদ।
২.	কারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল?	জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের নারী-পুরুষ সবাই।
৩.	তখন তাদের একমাত্র চিন্তা কী ছিল?	দেশকে মুক্ত করা।
৪.	তারা কীভাবে যুদ্ধ করেছে?	দুইভাবে, সরাসরি গোলা বারুদ নিয়ে আবার আড়ালে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে।
৫.	খ্রিষ্টানরা আশ্রয়হীন/শরণার্থীদের কোন্ কোন্ জায়গায় আশ্রয় দিয়েছিল?	প্রায় সব ধর্মপল্লী বা স্থানীয় মণ্ডলী, পরিবার, স্কুল, কলেজ এবং প্রতিষ্ঠানে।
৬.	মহিলারা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে?	মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রেখে, তাদের জন্য রান্না করে, ঔষধপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে।
৭.	তোমরা কি জান যে খ্রিষ্টানদের মধ্যে অনেকেই শহিদ হয়েছেন?	তারা চিন্তা করে উত্তর দেবে।

এরপর পাঠ্যপুস্তকের ছবি ও শরণার্থী কেন্দ্রের ছবি ব্যবহার করে পাঠটি ব্যাখ্যা করবেন।

শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন ও শহিদ পুরোহিতদের নামগুলো বোর্ডে লিখে দেবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১. কাকে শহিদ বলা হয়?
২. কতজন খ্রিষ্টান শহিদ হয়েছেন?
৩. শহিদ পুরোহিতদের নাম বল।
৪. মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান কী কী?
৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় সকলের একমাত্র চিন্তা কী ছিল?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্তা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন এমন পাঁচজনের নাম লেখ ও তাঁদের অবদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট প্রার্থনা কর।

সকলের লক্ষ্য দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র কেন ভালো শাসনব্যবস্থা

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৭০-৭১ আমাদের লোকেরা প্রাণ দিয়েছেন .... উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারি।

শিখনফল : ১৭.২.১. গণতন্ত্রে সকল জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
১৭.২.২. সকল মানুষের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
১৮.১.৩. পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : ১. জাতীয় সংসদ ভবনের বড় ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে গণতন্ত্র সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। এরপর আজকের পাঠটি “গণতন্ত্র” উপস্থাপন করবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

	প্রশ্ন	উত্তর
১.	গণতন্ত্র কী?	এটি একটি শাসনব্যবস্থা।
২.	এই শাসনব্যবস্থার প্রধান দিক কী?	সকলের অংশগ্রহণ থাকে।
৩.	কীভাবে সকলে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে?	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে।
৪.	প্রত্যক্ষভাবে কারা দেশ শাসন করেন?	প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ।
৫.	পরোক্ষভাবে দেশের শাসন কাজে কীভাবে অংশগ্রহণ করা যায়?	ভোট দিয়ে, নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে, প্রার্থনা করে ইত্যাদি।
৬.	গণতন্ত্রে কারা সরকার নির্বাচন করে ও কীভাবে?	জনগণ, ভোট দিয়ে।
৭.	দেশের সরকার কার কাছে দায়বদ্ধ থাকে?	জনগণের কাছে।
৮.	গণতন্ত্র ভালো শাসনব্যবস্থা কেন?	সকলের মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে।

এরপর জাতীয় সংসদ ভবনের চিত্রটি দেখিয়ে আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থা ও আজকের পাঠটি ব্যাখ্যা ***করবেন।*** শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১. গণতন্ত্র সম্পর্কে অধ্যাপক সিলী কী বলেছেন?

২. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কীভাবে সকল জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে?

৩. গণতন্ত্র কেন ভালো শাসনব্যবস্থা?

৪. দেশের উন্নতির জন্য আমাদের কী করা উচিত

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।

৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।

৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. তোমার ক্লাসের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কীভাবে গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করবে তা বর্ণনা কর।

অথবা

২. কী কী ভাবে মানুষের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা হয় তা লেখ।

: সমাপ্ত :